A
DISCOURSE ON WOMAN.

BY

KALEEP RASANNA GHOSE.

নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রণীত।

"Let Justice reign, though Heavens fall."

"স্বর্গও যদি চূর্ণ হইয়া পড়ে তথাপি ন্যায়কে রাজত্ব করিতে দাও।"

কলিকাতা

সিমুলিয়া কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ১৬৮ নম্বর ভবনে

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৬। আশ্বিন।

বিজ্ঞাপন।

যে উদ্দেশে এই পুস্তক খানি লিখিত হইল, মুখবন্ধ পাঠেই তাহা জ্ঞাত হওয়া যাইবে। ইহা কোন পুস্তক বিশেষ অবলম্বন করিয়া লিখিত হয় নাই। কিন্তু যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই ইংলণ্ড ও আমেরিকার নানা বিধ পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত এবং কতিপয় প্রধান ব্যক্তির বাক্যও ইহার স্থানে স্থানে অনুবাদিত হইয়াছে। দেশের হিতাভিলাষী মহাশয়গণ বিনিবিষ্ট চিত্তে একবার ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই আমি আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আমার পরম শুভানুধ্যায়ী প্রিয়বন্ধু শ্রীযুত বাবু হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সস্নেহ প্রযত্নেই এই পুস্তক খানি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। যদি কৃতজ্ঞতাই স্নেহের সমুচিত প্রতিদান হয়, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ রহিলাম।

১৫ আশ্বিন
বঙ্গাব্দ ১২৭৬

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব।

মুখবন্ধ।

ইতিহাস-চক্ষুতে মনুষ্যজাতির সেই আদিম বন্য-দশা অবলোকন করিয়া, মনুষ্যজাতির বর্ত্তমান সুশ্রীক সুসভ্য অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মন বিস্ময়ে অবশপ্রায় হয়। আমরা যখন একবার মনুষ্যজাতির আদিম দশার নানাবর্ণ-বিচিত্রিত মুখচ্ছবি, অনাবৃত কিংবা একদেশ-সমাচ্ছাদিত শরীর, ভূগর্ত্তস্থ নিবাস-স্থান এবং আহারীয় অপক্ক মাংস স্মরণ করি; আবার অধুনাতন সভ্যজাতীয় মনুষ্যের আহার, পরিচ্ছদ, আবাস-অট্টালিকা, বিদ্যালয়, গ্রন্থালয়, ধর্ম্মাধিকরণ এবং রাজসভার প্রতি দৃষ্টিপাত করি; তখন বর্ত্তমান মনুষ্যজাতিকে প্রাচীন মনুষ্যজাতির বংশধর স্বীকার করা দূরে থাকুক, ইহারা উভয়ে যে একজাতীয় ও একপ্রকৃতিক জীব, মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করাই আমাদিগের দুষ্কর হইয়া উঠে। মনুষ্যজাতির এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কারণ কি? প্রকৃতির কোন্ অলক্ষিত শক্তি-প্রভাবে পৃথিবীর মুখচ্ছবি এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইল?

বন উপবন হইল এবং সাগর শতবিধ সুদৃশ্য তরণীতে পরি-শোভিত ও ভূপৃষ্ঠ রমণীয় প্রাসাদজালে সমাচ্ছাদিত হইল? এক সময়ের সেই পশু-বাসযোগ্য ঘোরারণ্য ভূমণ্ডল, জ্ঞানা-লোকে আলোকিত, প্রেমে ধর্ম্মে বিভূষিত একটী অপূর্ব্ব কুসুমো-দ্যানের মূর্ত্তি কি প্রকারে ধারণ করিল? জ্ঞানীরা নানা জনে এই প্রশ্নের নানা প্রকার উত্তর প্রদান করেন। কাহারও এইমত যে, মনুষ্যজাতির স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তির ক্রমিক বিকাশই এই পরিবর্ত্তনের নিদান। কেহ বলেন, মনুষ্যের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি হইতেই এই পরিবর্ত্তন ক্রমে ক্রমে উৎপাদিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের আবার এইরূপ বিশ্বাস যে, শুদ্ধ মনুষ্যের জ্ঞান ধর্ম্ম নয়, মনুষ্যের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-নিচয়ও অর্থাৎ মনুষ্যের সমুদয় প্রকৃতিই এই পরিবর্ত্তনের কারণ বটে, কিন্তু মনুষ্য-মনের স্বাভাবিক জন-সঙ্গ-লালসাই মনুষ্যজাতির এই বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনের আদি-প্রবর্ত্তক।

একটুকু চিন্তা করিলে এই শেষোক্ত মতই অধিক সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়। এ কথাতে অণুমাত্রও সংশয় হইতে পারে না যে, সমাজ-সূত্রে গ্রথিত না হইলে মনুষ্যজাতি উহার বর্ত্তমান অবস্থাতে কখনই উপস্থিত হইতে পারিত না। প্রত্যেক মনুষ্য যদি নিউটনের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন বুদ্ধি-শালী, খ্রীষ্ট যিশুর ন্যায় ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ এবং ভীষ্ম কি বোনাপার্টের ন্যায় সমর্থ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইত, যদি প্রতি মনুষ্যও মনুষ্যত্বে শতমনুষ্য হইত, তথাচ সমাজ-বন্ধনে বদ্ধ না হইলে মনুষ্য সুখ-সমুন্নতির মুখাবলোকন করিতে পারিত না। সে একাকী প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে

পারে না। একাকী বাত বিদ্যুৎ জল অগ্নি প্রভৃতি সৃষ্টির অন্ধ শক্তিসমূহের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া উহাদিগের দ্বারা ইচ্ছানুসারে প্রয়োজন সংসাধন করিতে সমর্থ হইত না। একটী মাত্র বালুকণা ফুৎকারেই স্থানান্তরিত হয়। স্তূপীকৃত বালুরাশি আমেজনের উন্মাদ স্রোতও প্রতিরোধ করিতে পারে। এই বিপুলায়তনা পৃথিবী বালুকণা হইতেও সূক্ষ্মতর অগণিত পরমাণু-পুঞ্জের সম্মিলিত পিণ্ডমাত্র। একটী মনুষ্য পৃথিবীর কোন যৎসামান্য কার্য্যও সম্পাদন করিতে পারে না। কিন্তু সমুদয় মনুষ্য-জাতি সম্মিলিত হইলে, সম্ভবপর এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা সম্পাদিত হইতে না পারে। প্রত্যেক মনুষ্যই এক একটী শক্তি-স্বরূপ। সমাজ সমুদয় মনুষ্যজাতির শক্তির সম্মিলিত ভার। সম্মিলিত মনুষ্য-শক্তির নিকট শৈলাকার প্রতিবন্ধকও মস্তক অবনত করে। কল্পনা করিলে বোধ হয় যেন, জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি শক্তি-পুঞ্জের আধার-স্বরূপ মনুষ্যাকৃতি কতকগুলি পদার্থ পৃথিবীতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছিল, জন-সংসর্গ-লালসা বন্ধনীরজ্জু হইয়া তাহাদিগকে একত্র বন্ধন এবং তাহাদিগের দ্বারা বিশ্ব-বিধাতার কোন গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় সংসাধন করিয়া লইতেছে।

আমরা বলিয়াছি যে, একটী মনুষ্য পৃথিবীর কোন যৎসামান্য কার্য্যও করিতে পারে না ; এ কথা বস্তুতই ঠিক। মনুষ্য-মনের, জ্ঞান-গুণের গরিমার চিহ্ন যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, দেখিবে তাহাই সম্মিলিত মনুষ্য-শক্তির ফল। মিসর দেশের পর্ব্বতোপম পিরেমিড্ এবং আমাদিগের

চক্ষুঃ-সন্নিহিত সামান্য কুটীর উভয়ই বহুলোকের একত্রীভূত যত্ন দ্বারা সমুত্থিত হইয়াছে। শরীরকে অন্ন বস্ত্র না দিয়া মনুষ্য জ্ঞানলালসা কি ধর্ম্মলালসা কিছুরই পরিতৃপ্তির জন্য যত্নশীল হইতে পারে না। সৃষ্টির সেই আদিম সময়েও মনুষ্য ক্ষুধার নিবৃত্তি এবং শীত বাত হইতে শরীর রক্ষার জন্যই সর্ব্বাগ্রে চিন্তিত ও সচেষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের একটীমাত্র মনুষ্যের অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত কত সহস্র হস্ত ব্যাপৃত হয়, তাহা চিন্তা কর। যদি মনুষ্য অশেষ-শক্তি-সম্পন্ন হইয়াও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিত, শরীর ধারণের উপযোগী সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের অন্বেষণেই হয় ত প্রতি মনুষ্যের সমুদয় জীবন অতিবাহিত হইয়া যাইত। মানবজাতির যে সমস্ত মহাত্মাদিগের অত্যাশ্চর্য্য গ্রন্থসমূহ অবলোকন করিয়া আমরা ভক্তি বিস্ময়ে মস্তক অবনত করি, তাহা কি শুদ্ধ তাঁহাদিগের নিজ নিজ যত্নেরই ফল? একটী নিউটন্ কিংবা একটী শেক্সপীয়র প্রস্তুত হইতে কত লোকের কত কালের সঞ্চিত জ্ঞান আবশ্যক করে, তাহা কল্পনাও করা যায় না। মনুষ্য-সমাজের যে সমস্ত উন্নত-মনা উপদেষ্টাদিগের উপদেশের অভিনবতায় আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই, তাঁহাদিগের উপদেশ-নিচয়ে পুরাতন এবং পরস্ব যাহা কিছু থাকে, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ক্রমে ক্রমে লইয়া যাও, অবশেষ যৎসামান্যমাত্র থাকিবে। এই রূপে ইহা অখণ্ডনীয় ভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনুষ্যজাতি ভৌতিক এবং মানসিক যে কোন সম্পদই ভোগ করিতেছে, ভৌতিক এবং মানসিক যে কোনবিধ উন্নতিই লাভ করিয়াছে. সামাজিক বন্ধনই তাহার মূল কারণ। সমুদয়

মনুষ্য-শক্তি সম্মিলিত হইয়া মানবজাতির উন্নতির জন্য কার্য্য করিয়াছে এই কারণেই বনচারী মনুষ্য এইক্ষণে দেব-শোভা ধারণ করিয়াছে।

মনুষ্য-জাতির অতীত উন্নতির মূল কারণ আমরা অবগত হইলাম। কিন্তু অতীত কি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে? মনুষ্যজাতির ভাবী উন্নতি কি প্রকারে সংসিদ্ধ হইতে পারে, এইক্ষণে তাহাই আমাদিগের বাস্তব জিজ্ঞাস্য। উন্নতি চির দিনই আপেক্ষিক থাকিবে। অনন্ত যাহাদিগের আশাস্থল, পরিমিত—সীমাবদ্ধ উন্নতি তাহাদিগের হৃদয়-তৃষ্ণার নিবৃত্তি করিতে পারে না। সকল সময়ের জ্ঞানীরাই যে মনুষ্য-জাতির দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া সমানভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, কবিরা যে চিরকাল ধরিয়াই একতানে বিলাপ করিয়া আসিতেছেন, ইহাই তাহার কারণ। যে অবস্থা মনুষ্য-জাতির নিকট এক সময়ে অতীব দুর্লভ বোধ হয়, লব্ধ হইলে আর উহার তাদৃশ গৌরব থাকে না। সভ্য জাতীয় মনুষ্যেরা এইক্ষণে যে পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছেন, পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে কাহার স্বপ্নও এত উচ্চে উত্থান করে নাই। কিন্তু এই বর্ত্তমান সভ্যতাতে কে সন্তুষ্টচিত্ত রহিতে পারে? বর্ত্তমান সভ্যতার সুদৃশ্য বহিরাবরণের অন্তরালে এক্ষণেও এত পাপ, এত দুঃখ দুর্গতি বিকট-মূর্ত্তিতে রহিয়াছে যে, তাহা দর্শন করিলে, সকলেরই চিত্ত ভয়ানক অন্তর্জ্বালায় দগ্ধীভূত হয়। নিষ্কর্ম্মা নির্গুণ ধনিসন্তান ক্ষণকালের জন্যও পরিশ্রম না করিয়া স্তূপীকৃত অর্থরাশির মধ্যে নিমজ্জিত রহিতেছে, ভোগেই সমুদয় জীবন অপব্যয়িত করিতেছে; তাহার দ্বারদেশে, অশক্ত

ভিক্ষুকদিগের ত কথাই নাই, শত শত সবলকায় সাধুচিত্ত ব্যক্তি সূর্য্যের অভ্যুত্থান অবধি নিশীথ পর্য্যন্ত গলদ্‌ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিয়াও পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে না। সভ্যতার প্রধানতম নগরে প্রবেশ কর, অট্টালিকা এবং প্রাসাদমালার শোভা সৌন্দর্য্য অবলোকনে তোমার চক্ষু প্রথমে এক অননুভূতপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করিবে। কিন্তু ক্ষণকাল পরে যখন সেই চক্ষু সেই স্থানেই আবার অসঙ্খ্য নর নারী প্রত্যক্ষ করিবে, ভূপৃষ্ঠে যাহাদিগের বাস-স্থানই নাই, এমন একটী কুটীরও নাই, যেখানে ঝড় বৃষ্টি শীতের উপদ্রব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অন্ততঃ রাত্রিকালটুকুও অবস্থান করিতে পারে, তখন কি তুমি মুহুর্ম্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস নিক্ষেপ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবে? বর্ত্তমান সভ্যতার সুতর্কিত বিধি ব্যবস্থা এবং বিচারের সূক্ষ্ম ও আশ্চর্য্য প্রণালী দর্শনে অবশ্যই অন্তঃকরণ অনেক সময়ে হর্ষোৎফুল্ল হয়। কিন্তু এমত ঘটনা সকলও কি চক্ষুরগোচর হয় না যে, ন্যায়ের সম্ভজনীয় নাম উচ্চারণ করিয়া বিচারক যাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন, ন্যায়ের অপক্ষপাতি চক্ষুর নিকট ঐ অপরাধীই সাধু এবং ঐ বিচারকই বাস্তব অপরাধী? ইহাও কি কখন ঘটে না যে, যে আজীবন একটী অপরাধও করে নাই, অকারণে সে অপরাধী বলিয়া পরিগণিত এবং চরিত্র শোধনের জন্য কারানিবাসে নিক্ষিপ্ত হয়; অবশেষে তথা হইতে এমত ভাবে সংশোধিত হইয়াই বহির্গত হয় যে, সংসারে কোন অপরাধই সম্ভবে না, তাহার হস্ত যাহার জন্য সকল সময়েই প্রস্তুত নহে।

আমরা এ স্থলে মাত্র দুই একটীর নামোল্লেখ করিলাম, কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অন্তঃপ্রদেশে ইহা হইতেও এত ভয়ানক দুর্গতি এবং পাপাচার বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, তৎসমুদায় চিন্তা করিলে চিত্ত দুঃখে জর্জ্জরিত এবং নিরাশ হইয়া পড়ে। মনুষ্য-সমাজ আর যে উত্থান করিতে পারিবে, উচ্চতর উন্নতিতে অধিরোহণ করিবে, এরূপ আশা একবারে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। কিন্তু বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা উপদেশ করেন যে, উন্নতিই সমাজের প্রকৃতি। যেমন সামাজিক বন্ধন মনুষ্যজাতির অতীত উন্নতি সাধন করিয়াছে, তেমন সামাজিক মূল নিয়ম-সমূহের সংশোধনই মনুষ্যজাতির ভাবি মঙ্গল বিধান করিবে। এক সময়ের জ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, যে সমস্ত পাপ এবং দুর্নীতি সমাজের বহিরঙ্গনে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদিগের চক্ষুকে ব্যথিত করে, তৎসমুদায়ের শাসন এবং বিমর্দ্দনেই সমাজ সংশোধিত হইবে। কিন্তু অধুনাতন গাঢ়দর্শী সমাজতত্ত্ব-বেত্তাদিগের স্থির সংস্কার এই যে, পাপ এবং দুর্গতির মূল যাহাতে সমাজ হইতে উৎপাটিত হয়, তাহারই চেষ্টা করা বিধেয়। সামাজিক যে সমস্ত নীতি নিয়ম সমাজের পাপ এবং দুর্গতিকে পরিপোষণ করিয়া রাখিয়াছে, মনুষ্যজাতির কল্যাণ এবং উন্নতি সাধন করিতে হইলে তৎসমুদায়ের মূলেই আঘাত করা উচিত। এই শেষোক্ত উপায়ই যে মনুষ্যসমাজের বাস্তব উন্নতির একমাত্র উপায়, তাহাতে আমাদিগের বিন্দুমাত্রও সংশয় হয় না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, যে দেশ দারিদ্র্য-দুঃখের নিরাকরণ না করিয়া চৌর্য্য দস্যুতা দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, সে দেশের চেষ্টা কখনই সফল হইতে পারে নাই।

যে সমাজ সাধারণ্যে শিক্ষার আলোক প্রচার করিতে চেষ্টা না করিয়া, সমাজের এক শ্রেণীস্থ মনুষ্যদিগকে শিক্ষিত করিয়াই সমুদয় সমাজকে উন্নত করিতে যত্ন করিয়াছে, সে সমাজ কখনই শিক্ষিত সুতরাং উন্নত হইতে পারে নাই। তরুর শাখা পল্লব নিচয় যেমন জীবনসূত্রে পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ, মূলে জলসেচন দ্বারা সমুদয় তরুটীর পরিবর্দ্ধন না হইলে কোন একটী বিশেষ শাখা কি পল্লবের স্থায়ি বর্দ্ধন হইতে পারে না ; মনুষ্য-সমাজে যত শ্রেণীর লোক বাস করে, মনুষ্য-সমাজের পৃথক পৃথক যত গুলি অঙ্গ আছে, সকলই পরস্পরের সহিত সেইরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংবদ্ধ। সমাজের যে প্রকারের উন্নতি সমাজের সমুদয় অঙ্গকে স্পর্শ এবং পরিপোষণ করিবে, সেই উন্নতিতেই সমাজ বস্তুতঃ উন্নত হইবে। শরীরের একাঙ্গে নয়, সমুদয় অঙ্গে শোণিত সঞ্চারিত হইলেই শরীর পুষ্ট এবং বলিষ্ঠ হয় ; অর্থ, শিক্ষা, স্বাধীনতা, সম্মান এবং ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি সঞ্জীবনী শক্তি সমাজের শ্রেণীবিশেষের নিজস্ব না রহিয়া যখন ঠিক সেইরূপ সমাজের সমুদয় অঙ্গে সঞ্চরণ করিবে, তখনই মনুষ্য-সমাজ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর এবং বিলাপ-শূন্য হইবে। কিন্তু হায়! সমাজের এই সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কল্পনা করিয়া হৃদয়কে একটুকু আশ্বস্ত করিবার সময়, সমাজের সকল শ্রেণীর মনুষ্যের হিতকামনা দ্বারা আত্মাকে আনন্দে স্ফীত করিবার সময়, সমাজের এক বিশেষ অঙ্গের দুঃখ এবং দুর্গতি চক্ষুর সম্মুখীন হইয়া আমাদিগের সমুদয় আশা এবং আনন্দ ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। সমাজের নারীভাগের বর্ত্তমান খেদজনক অবস্থা এবং ভাবি উন্নতির বহুদূরতা আমাদিগের কল্পনার সমুদয় সুখই

নাশ করে। মনুষ্য-সমাজ চৌর দস্যুর দুর্গতি অপনোদনের জন্যও চেষ্টা করিবে, অথচ উহার মাতা ভগিনী এবং দুহিতা প্রভৃতিকে ভুলিয়াও একবার মনে করিবে না, ইহা কি নিতান্ত অসহনীয় নয়?

ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে দ্বিধা মূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন; মনুষ্য-সমাজকে দুই অঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন—নারী এবং নর। এই স্ত্রী-পুরুষগত প্রভেদের উপরই সমাজের সৃষ্টি স্থিতি স্থাপন করিয়া বিশ্ববিধাতা কিরূপ আশ্চর্য্য জ্ঞান এবং গূঢ় মঙ্গলা-ভিপ্রায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে মন বিস্ময় এবং ভক্তিভরে অবশপ্রায় হয়। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের এবং নিতান্ত লজ্জার বিষয় এই যে, মনুষ্য সামাজিক সকল বিষয়ে নারীজাতিকে চিরদিনই ইচ্ছা পূর্ব্বক গণনার বাহিরে রাখিয়া আসিতেছে। ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় লজ্জাকর আদরেই হউক, অথবা ঘোরতর কষ্ট ক্লেশেই হউক, কোন মতে জীবন অতি-বাহিত হইলেই ইহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইল, আর কিছুই চাই না, এইরূপ স্থির করিয়া মনুষ্যজাতি ইহাদিগের হৃদয়-বিদারক দুরবস্থার প্রতিও অন্ধ, ইহাদিগের দুঃখের মর্ম্মভেদী বিলাপ-ধ্বনির প্রতিও বধির। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম কোথায় কে দীর্ঘকালের জন্য অবহেলন করিতে পারে? তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনের ফল আপনিই মনুষ্যকে সচেতন করিয়া দেয়।

শরীর সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম সকল ক্রমাগত অবহেলন করিলে, যেমন এক সময়ে কোন উৎকট রোগ উপস্থিত হইয়া, রোগের প্রতীকার পর্য্যন্ত মনুষ্যকে আহার নিদ্রাতেও বঞ্চিত করে; দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নৈসর্গিক নিয়মসমূহ ক্রমাগত

অবহেলন করিলে, জল বায়ু ক্রমে ক্রমে দূষিত এবং বিষাক্ত হইয়া এক সময়ে যেমন ভয়ানক মারীভয় উৎপাদন করে, লোক কালে অকালে অহর্নিশ মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইতে থাকে, ঐ দৈব উদ্বেগের প্রশমন পর্য্যন্ত কাহারই চিত্ত সুস্থির রহিতে পারে না, বুদ্ধি আপনিই জাগ্রত হইয়া উহার কারণ অনুসন্ধানে, এবং প্রতিবিধানে ব্যাপৃত হয় ; সমাজসম্বন্ধেও মনুষ্যজাতি সেইরূপ অজ্ঞান-বশতই হউক, আর স্বার্থপরতা-নিবন্ধনই হউক, অথবা যাহা কিছু পুরাতন এবং কালসম্মানিত, তাহাই আদরণীয় এবং রক্ষণীয়, এবং যাহা কিছু অভিনব, তাহাই অবজ্ঞেয়, এইরূপ সংস্কার শাসনেই হউক, যে কারণেই কেন হউক না, ঈশ্বরের সামাজিক নিয়মনিচয় ক্রমাবচ্ছিন্ন অবহেলন করিতে থাকে, অবশেষে সমাজ এক সময়ে এমন ভয়ানক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়ে যে, তখন মনুষ্য ইচ্ছা করিলেও সমাজ সম্বন্ধে আর উদাসীন থাকিতে পারে না। যাবৎ সমাজ পুনরায় সুস্থ না হয়, তাবৎ তাহার শান্তি নাই। ফ্রান্সদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসান সময়ে যে ভয়াবহ অশ্রুতপূর্ব্ব বিপ্লব উপস্থিত হইয়া কেবল ফ্রান্সের মনুষ্য-দিগের নয়, সমুদয় ইউরোপের, সভ্যাসভ্য সকল দেশের চক্ষু হইতে নিদ্রা অপহরণ করিয়াছিল, যাহার উপদ্রবে বিশাল সাগরের পর পারে রহিয়াও আমেরিকা সুস্থির থাকিতে পারে নাই, তাহা কি একটী আকস্মিক ঘটনা ছিল ? কতিপয় দিনমাত্র হইল, ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেট্ রাজ্যে যে ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত হইয়া সহস্র সহস্র লোকের হৃদয়-শোণিতে আমেরি-কার পাপ প্রক্ষালন করিয়াছে, ভারতবর্ষে আমাদিগকেও

ক্লিষ্ট করিয়াছে, উহার কি কিছুই কারণ নাই? ভৌতিক জগতে যেমন আকস্মিকতার আধিপত্য নাই, সমুদয় ঘটনাই ঈশ্বরের নিয়মাধীন, সামাজিক জগতেও সেইরূপ কিছুই আকস্মিক নহে। গাঢ় দৃষ্টির নিকট প্রতি ঘটনাতেই ঈশ্বরের হস্ত পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় হইতে পারে না যে, ফ্রান্স এবং ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেট্ উহাদিগের সমাজ-বক্ষে বহুকাল ব্যাপিয়া কতিপয় ভয়ানক পাপ পোষণ করিয়া আসিয়াছিল বলিয়াই অবশেষে এইরূপ ভয়ানক প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়াছিল।

মনুষ্য-সমাজ, সভ্য অসভ্য সকল দেশেই, নারীজাতিকে চিরদিন যেরূপ লজ্জাজনক দুর্গতিতে রাখিয়া আসিয়াছে, অনেক স্থলেই অনেকে এইক্ষণে এইরূপ অনুমান করেন যে, তাহার প্রতিফলের দিন আর দূরবর্ত্তী নহে। সামাজিক নীতিতত্ত্ববেত্তারা এক্ষণে বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিতেছেন যে, নারীজাতির হিতাহিত বিষয়ে আর উদাসীন রহিবার সময় নাই। যে সকল ভয়ানক পাপস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া সমাজের সুখ শান্তি ধৌত করিয়া দিতেছে, তদ্দর্শনে কে আর এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রহিতে পারে? মনুষ্যসমাজ স্থানে স্থানে যেরূপ কলঙ্কিত মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, একবার তাহা চক্ষুর গোচর হইলে কাহার চিত্তে না ভয়ানক ব্যথা এবং ভয় উপস্থিত হয়? মানব-সমাজ শোধন করিতে হইলে এ কথা ধ্রুব নিশ্চয় যে, নারীজাতির দুঃখ দুর্গতি দূর করিতে হইবেই হইবে। সমাজের অর্দ্ধসঙ্খ্যক জীব দিন দিন অধোগতিই প্রাপ্ত হইবে, অথচ সমাজ উন্নত হইবে; অর্দ্ধাঙ্গ ভয়ানক

রূপে রুগ্ন থাকিবে, অথচ সমাজ সুস্থ এবং সবল হইবে, এমন সম্ভবপরই নয়। আলোক এবং অন্ধকার একত্র বাস করিতে পারে না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, সমাজ-সংস্কারকেরা সমাজের লজ্জা এবং কলঙ্ক অপনোদনের জন্য প্রাণপণে চীৎকার করিতেছেন, বাতাহত হইয়া তাঁহাদিগের চীৎকার পুনরায় আবার তাঁহাদিগের নিকটই প্রত্যাগত হইতেছে। সমাজ ঠিক্ পূর্ব্ববৎ রুগ্ন এবং দীনমুখই রহিতেছে। সমাজের উন্নতি-সাধনের জন্য যে কোন চেষ্টা এইরূপ কেবল পুরুষজাতিকেই লক্ষ করিবে, তাহাই এইরূপ নিষ্ফল হইবে। মনুষ্য জাতি তাহার শরীরার্দ্ধ পরিত্যাগ করিয়া উন্নতির পথে এবং সভ্যতার পথে, জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতি তাহাকে একাকী অনেক দূর গমন করিতে দেন না। সুসভ্য আমেরিকা এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে নারীজাতির সম্বন্ধে ইদানীন্তন যে ঘোরতর আন্দোলন হইতেছে, ইহাই তাহার কারণ। তত্তদ্দেশীয় প্রধান পুরুষদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই এইক্ষণে এই বিশ্বাস যে, নারীজাতির জীবনের এবং অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন না হইলে সাধারণ মনুষ্য-সমাজের শুভ-সম্পদ সম্ভবপর নহে। সামাজিক সকলবিধ কূট প্রশ্নের মধ্যে নারীজাতির উপলক্ষিত প্রশ্নই এক্ষণে বিশেষ আগ্রহের সহিত আলোচিত এবং নারীজাতিসম্বন্ধীয় প্রত্যেক ঘটনাই বিশেষ সতর্কতার সহিত পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে আমাদিগেরও যে উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে আর সংশয় নাই। যদি নারীজাতির দুর্গতি দর্শনে ইউরোপ এবং আমেরিকাও ভীত এবং দুঃখিত

হয়, ভারতবর্ষের ভয় এবং দুঃখ যে কত হওয়া উচিত, তাহার কল্পনাই হইতে পারে না। আমরা এই নিমিত্ত মনে করিয়াছি যে, নারীজাতির প্রকৃতি, শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি যে সমস্ত প্রশ্ন নারীজাতির শুভাশুভের সহিত বিশেষ রূপে সংসৃষ্ট রহিয়াছে, আমরা সাধ্যমত তাহার আলোচনা করিব। ইউরোপীয় এবং আমেরিকান্‌দিগের এ বিষয়ে কিরূপ মত, হিন্দুসন্ততিগণই বা এ বিষয়টিকে কিরূপ চক্ষে অবলোকন করেন, আমরা তাহারও অনুসন্ধান করিব এবং পুরুষজাতির সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির, এবং সাধারণ নারীজাতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের ভারতবর্ষের কুলনারীগণ কি উপায়ে ক্রমশঃ সৌভাগ্য এবং উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে; সমাজের মুলদেশ হইতে কি কি পাপ এবং কি কি ভ্রম অপসারিত হইলে সমাজ অধিকতর সুস্থ, সুশ্রী এবং বলিষ্ঠ হইতে পারে, নর নারী পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিতে পারে, সমাজের ধর্ম্মভিত্তি আরও দৃঢ়তর হয়, আমরা সে বিষয়েও আমাদিগের মত ও বিশ্বাস অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ করিব। আমরা নারীজাতি-বিষয়ক যাহা কিছু লিখিব, তাহাতে বিশেষ কোন দেশ আমাদিগের লক্ষ্যস্থল হইবে না। কিন্তু আমাদিগের ভারতবর্ষের আচারপদ্ধতি এবং অবস্থানুসারে যে সমস্ত কথা শুদ্ধ আমাদিগের দেশেই বর্ত্তিতে পারে, আমরা যথাস্থলে তাহারও উল্লেখ করিব। যদি আমরা অকৃতকার্য্য হই, হৃদয়ে অনুরাগ নাই—এ জন্যে নয়, আমাদিগের শক্তির ন্যূনতাই তাহার কারণ হইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সাভিমান সভ্যতার আলোকে দণ্ডায়মান হইয়া "নারীজাতির প্রকৃতি কি?" এবংবিধ প্রশ্ন করাই আমাদিগের বিড়ম্বনা। কিন্তু যখন এ বিষয়ে অদ্যাপি সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ আমাদিগের এ দেশে নিতান্ত লজ্জাকর ভ্রম সকল মুর্ত্তিমান্ অমঙ্গলস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন উপহাসাস্পদ হইলেও আমরা পাঠকের সমক্ষে এই প্রশ্ন লইয়াই উপস্থিত হইব। মনুষ্যের সৃষ্টিকাল অবধি সভ্য অসভ্য সকল সমাজেই নারীজাতি যে উপেক্ষিত, অবহেলিত এবং পাদদলিত হইয়া আসিতেছে, নারীজাতির প্রকৃতি-সম্বন্ধে নানাবিধ ভ্রমমূলক সংস্কারই কি তাহার কারণ নহে? মনুষ্য-সমাজে সকল হৃদয়েই যদি এই বিশ্বাস বর্ত্তমান থাকিত যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই ঈশ্বরের সন্তান, উভয়কেই তিনি একবিধ আত্মা প্রদান করিয়াছেন, জ্ঞান ও ধর্ম্মে উভয়েরই সমান সত্ত্ব, তিনি উভয়েরই এবং উভয়ই তাঁহার, প্রকৃতির সুখ ভাণ্ডারের দ্বার উভয়েরই জন্য উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে; জিজ্ঞাসা করি, যদি মনুষ্যমনে এইরূপ বিশ্বাসই থাকিত, তবে কি স্ত্রীলোক কোথাও পালিত পশুর ন্যায় এবং কোথাও ক্রীড়া-সামগ্রীর ন্যায়, কোথাও পুরুষজাতির দাসীর ন্যায় এবং কোথাও বা একটি সুন্দর বিনিমেয় বস্তুর ন্যায় পৃথিবীতে ব্যবহৃত হইত?

নারীজাতির প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেকের এইরূপ মত যে, পুরুষজাতির প্রকৃতির সহিত উহার কিছুই প্রভেদ নাই, সুইডেনবর্গ প্রভৃতির মতানুসারীদিগের আবার এইরূপ বিশ্বাস যে, ঈশ্বর নর নারীর অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে এক নিত্যস্থায়ী মহান্ প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন, লোকান্তরেও ঐ প্রভেদ রহিয়াই যাইবে। কিন্তু বস্তুতঃ এই উভয় বিরুদ্ধ মতই আংশিক রূপে সত্যমূলক। প্রকৃতিতে এবং জীবনের লক্ষ্যে ঈশ্বর নর নারীতে প্রভেদ করিয়াছেন, ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না; পক্ষান্তরে এইরূপ বলাও সঙ্গত হয় না যে, মানসিক বৃত্তি-নিচয়ের প্রকার এবং পরিমাণ-বিষয়ে নর নারী প্রকৃতিতে কিছুই বৈলক্ষণ্য নাই। যেমন একই উপকরণে গঠিত হইয়াও শরীর-সম্বন্ধে নর নারীর আশ্চর্য্য প্রভেদ রহিয়াছে, সামর্থ্য এবং শোভা, উভয়ই ঈশ্বরের কল্পিত অথচ ভিন্নরূপ ; নর নারীর হৃদয় এবং মনের বৃত্তি এবং শক্তিসম্বন্ধেও ঈশ্বর সেইরূপ একটী আশ্চর্য্য প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। মানসিক এমন কোন শক্তি পুরুষের নাই, যাহা নারীজাতিও প্রাপ্ত হয় নাই, এবং হৃদয়ের এমন কোন ভাব নারীজাতিকে পরিশোভিত করে নাই, যাহা পুরুষ-প্রকৃতিতেও পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু এইরূপ আধ্যাত্মিক অভিন্নতাসত্ত্বেও স্বভাব, রুচি এবং মনের গতি-সম্বন্ধে নর-নারীতে এতই প্রভেদ রহিয়াছে যে, নিতান্ত স্থূলদর্শী চক্ষুও উহা অবলোকন করিতে পারে। নর নারীর আশৈশব মরণ-পর্য্যন্ত জীবন সমালোচনা করিলে মুহূর্ত্তের জন্যও ঐ প্রভেদ অস্বীকার করা যায় না। ক্রীড়ারস-নিমগ্ন বালিকাতেও আমরা যে ভীরুতা, শালীনতা, এবং স্নেহ মমতা অবলোকন করি,

পলিতাঙ্গী প্রাচীনাতেও তাহা প্রত্যক্ষ হয় এবং সাহস, নির্ভীকতা, নিঃসঙ্কোচতা প্রভৃতি যে সমস্ত পুরুষোচিত গুণ বীর-জন-চরিত্রে আমরা পাঠ করি, কার্য্যদক্ষ পুরুষশ্রেষ্ঠে আমরা অবলোকন করি, অনুসন্ধিৎসু চক্ষে দৃষ্টি করিলে বালক-স্বভাবেই তাহা অঙ্কুরিত অবস্থায় অবলোকিত হয়। নরনারীর স্বভাব-গত এই প্রভেদ যে, এক দেশে এবং এক কালেই দৃষ্ট হয়, এমন নহে; উহা সকল দেশে এবং সকল কালেই সমান। সকল দেশে এবং সকল কালেই সাহসী, বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মঠ পুরুষ প্রশংসিত হইয়াছে; কাপুরুষের নিন্দার পরিসীমা রহে নাই। এদিকে স্নিগ্ধ কমনীয় গুণনিচয় সকল সময়ের সকল সমাজের নারী-প্রকৃতিতেই সমাদৃত হইয়াছে, নারীজাতি কোথাও ঔদ্ধত্য এবং কাঠিন্যের জন্য প্রশংসা লাভ করে নাই। লজ্জা এবং মমতা সকল দেশের অঙ্গনা-চক্ষুকেই স্নিগ্ধ এবং সঙ্কুচিত করে, পৌরুষ প্রগলভতা অন্তঃপুরুরুদ্ধা বঙ্গীয় মহিলা এবং স্বাধীনা ইউরোপীয় কুলনারী উভয়েরই নিকট সমানরূপে ঘৃণা এবং অবজ্ঞার বিষয় হয়। যাঁহারা লোক-প্রকৃতি পাঠ করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন এবং সমধিক সমর্থ, তাঁহারা নরনারীর প্রকৃতি এবং জীবন প্রগাঢ়রূপে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আধ্যাত্মিকতাতে সম্পূর্ণরূপে সমান হইয়াও ইহারা প্রকৃতিতে পরস্পর হইতে বিভিন্ন। [illegible]গুলি শক্তি পুরুষ-প্রকৃতিতে অধিক বলবতী এবং [illegible]গুলি ভাব নারী-প্রকৃতিতে অধিক বিকসিত; এই প্র[illegible] নরনারীর চরিত্রে এবং জীবনে চিরকালই [illegible]তা উৎপাদন করে। নরনারীর শিক্ষা এবং

জীবনের কার্য্য সম্বন্ধে কি প্রভেদ থাকা উচিত, তাহা জানিতে হইলে ইহাদিগের প্রকৃতিগত প্রভেদ বিশেষ রূপে অনুসন্ধেয়।

কিন্তু অনেকে এস্থলে এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, নরনারীর প্রকৃতি অধ্যাত্ম-সম্বন্ধে এক অথচ ভিন্নরূপ, এই উক্তি নিতান্ত ভ্রমমূলক; শ্রবণমাত্রেই ইহা অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়, যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, পুরুষজাতির সমুদয় লোককেই.ত তাঁহারা অভিন্নপ্রকৃতি স্বীকার করেন? কিন্তু প্রকৃতির অভিন্নতা সত্ত্বেও মনোবৃত্তিসমূহের বিকাসগত তারতম্য-নিবন্ধন পুরুষজাতির এক জনের সহিত আর এক জনের কি ভয়ানক প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না? কাহারও যশোলালসাই তাহার সমুদয় মনোবৃত্তিকে পরাভূত করিয়া রাখে; কাহারও কর্ণে স্তুতিনিন্দা উভয়ই সমান, প্রশংসার মধুর ধ্বনিও তাহাকে তরলিত করে না এবং তিরস্কারের তীব্র আঘাতও তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। কাহারও হৃদয় কোন দুঃখের কাহিনী শ্রবণে একেবারে বিগলিত হইয়া যায়; অথচ এমন লোকও অহরহঃ দৃষ্টি-গোচর হয়, যাহার চক্ষু পরের দুঃখে চিরজীবনে এক বিন্দু জলও বিসর্জ্জন করে নাই। কাহারও আপাদ-মস্তকই স্বার্থপরতাপূর্ণ, এমন কিছুই নাই, যাহা স্বার্থের অনুরোধে সে বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নয়; কাহারও সমুদয় জীবনই পরার্থে বিসর্জ্জিত রহিয়াছে, পরের নিমিত্ত প্রাণদানেও তাহার উৎকণ্ঠা এবং কৃপণতা নাই। কেহ শুদ্ধ অর্থোপার্জ্জনেই সমুদয় জীবন ব্যয় করে, উপার্জ্জিত অর্থকে

ভোগ করিতেও একটুকু অবসর গ্রহণ করিতে চায় না; কাহারও অর্জ্জন-লালসা হইতে ভোগ-স্পৃহা এতই বলবতী যে, সে দিবস কতিপয়ে বহু পুরুষের উপার্জ্জিত সম্পত্তিকে ক্ষয় করিয়া ফেলে, সংরক্ষণ-শক্তি-বিরহে অবশেষে অন্নাভাবেও ক্লিষ্ট হয়। নিউটনের ন্যায় বিশালজ্ঞান বিজ্ঞানের গূঢ়তম এবং গভীরতম সত্যেরও মূল পর্য্যন্ত অন্বেষণ করে, কাহারও ক্ষীণ এবং দুর্ব্বলবুদ্ধি জীবনের প্রতিদিনের ঘটনা সমূহেরও কারণ স্থির করিতে পারে না। শেক্‌সপীয়র অথবা মিল্টনের গগন-স্পর্শিনী কল্পনা ভূত জগতের সীমা অতিক্রম করিয়াও উড্ডীয়মান হয়, কাহারও মরুভূমিসদৃশ চিত্ত আকাশে ভূপৃষ্ঠে মহিমা অথবা মাধুর্য্য কিছুই অবলোকন করে না। মনুষ্যে মনুষ্যে এইরূপ আশ্চর্য্য প্রভেদ কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? ইহাই কি তাহার কারণ নয় যে, কেহ স্বভাবতই মানসিক কোন শক্তি অধিক লাভ করিয়াছেন এবং স্বভাবতই কাহারও কোন বৃত্তি অত্যন্ত নিস্তেজ। একপ্রকৃতি হইয়াও যে কারণে মনুষ্য পরস্পর হইতে ভিন্ন হয়, পুরুষজাতির সহিত প্রকৃতির সম্পূর্ণ একতা সত্ত্বেও পুরুষের এবং নারীর প্রকৃতি সেই কারণেই বিভিন্নরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা মনোবৃত্তিনিচয়ের বিকাশের তারতম্য নিবন্ধন নরনারীর প্রকৃতির ভিন্নরূপতা স্বীকার করিলাম বটে; কিন্তু এ কথা আমরা বলি না যে, এই প্রভেদ কোন অংশেও নারী-জাতির লজ্জার, দুঃখের, অথবা অবমাননার বিষয়। পুরুষের জ্ঞান যেমন অধিক বলবান্, স্ত্রীলোকের হৃদয় তেমন শতগুণে অধিক সুন্দর এবং কোমল। বুদ্ধির প্রখরতা এবং কঠিনতা-

অংশে যে পরিমাণে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা, হৃদয়ের প্রাশস্ত্য এবং লোকোত্তর মধুরতাতে সেই পরিমাণে স্ত্রীলোকের গৌরব। পুরুষজাতির মধ্যে যাহারা অশেষবিধ পাপের অনুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগকে একেবারে অসুরপ্রকৃতি করিয়া তুলিয়াছে এবং নারীজাতির মধ্যেও পাপে পাপে যাহাদিগের অস্থি পর্য্যন্ত মলিন হইয়াছে, যাহাদিগকে দেখিলে পিশাচী বলিয়াই বোধ হয়, আমরা এইক্ষণে তাহাদিগকে গণনার মধ্যে আনিতেছি না। প্রকৃতি যাঁহাদিগের অবিকৃত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের প্রতিই এইক্ষণে আমাদিগের দৃষ্টি; এবং সেই অবিকৃত-হৃদয়া অবলাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, কাহার না প্রতীতি হইবে, কে না বলিবে যে, বিশ্বরচয়িতার সৃষ্টিরূপ উদ্যানে এমন আশ্চর্য্য কুসুম আর নাই। অবিকৃতহৃদয়া অবলাদিগের স্বাভাবিক স্নেহ মমতা, স্বাভাবিক পরোপকার ব্যাকুলতা, স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগ এবং ঈশ্বরানুরাগ যখন আমরা অবলোকন করি, তখন আমরা অন্তর হইতে না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না যে, ইহাঁরা বস্তুতই ভূচারিণী দেবী। জগতে শান্তির সলিল সিঞ্চন করিবার জন্যই ঈশ্বর ইহাঁদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। দয়া, শ্রদ্ধা, প্রীতি প্রভৃতি স্বর্গসুন্দরীগণ আমাদিগের শোক সন্তাপ হরণের জন্যই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পুরুষের বুদ্ধি যেমন ভয়ানক কঠিন অজ্ঞানশৈলকে ভেদ করিয়া উহার অভ্যন্তর হইতে সত্যকে আনয়ন করে, স্ত্রীলোকের স্নেহ তেমন লৌহহৃদয়কেও দ্রবীভূত করিয়া ফেলে। পুরুষের সাহস, পরাক্রম এবং অটলতায় যেমন আমাদিগের

অন্তঃকরণে স্বভাবতই সম্মাননার উদ্রেক হয়; স্ত্রীলোকের পরজনবিশ্বাস, অকুণ্ঠিত নির্ভরের ভাব এবং অপরাজিত সহিষ্ণুতা অবলোকনেও সকরুণ ভক্তি তেমন আমাদিগের চিত্তকে স্পর্শ করে। যাঁহারা হৃদয়কে ঈশ্বরের আশ্চর্য্যতম কারুকার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা নারীজাতিকে বিশেষ শ্রদ্ধা এবং স্নেহের চক্ষে অবলোকন না করিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। অনেকে নারীজাতির হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, পরমুখপ্রেক্ষিতা এবং ভীরুশীলতাকে তাহাদিগের অগৌরবের বিষয় মনে করেন। কিন্তু এইটী তাঁহাদিগের স্বাদবিরহিততারই পরিচয়। বেথ্মণ্ট নামক একজন সহৃদয় লেখক বলিয়াছেন যে, "নারীর এই সহায়হীন দুর্ব্বলতাও অতীব সুন্দর। নারীর হৃদয় যে লতার ন্যায় আশ্রয়ের জন্য লালায়িত হয়, ইহা চক্ষু এবং হৃদয় উভয়েরই নিকট কমনীয়। ভীরুতা যদিও অনেক সময়ে বিঘ্ন, অসুবিধা এবং যাতনার প্রসবিনী হয়; কিন্তু উহা নারীর প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। অপরিচিতের দৃষ্টিমাত্র নারীর কোমল মন ভয়চকিত হয় এবং লজ্জাবতী লতার কুসুমনিকরের ন্যায় পরজনসংস্পর্শেও নারীর উত্তাল তরঙ্গায়িত হৃদয় আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।"

প্রকৃতির নিকট যাহা সম্মানিত এবং আদৃত, মনুষ্য যেন তাহার অসম্মান এবং অনাদর করে না। যে সমস্ত কমনীয় ভাবের উল্লেখ [illegible] নারী-প্রকৃতির অগৌরবের না হইয়া বরং উহারা [illegible]ই বিষয় হয়। ঈশ্বর যাহাকে যে আভরণ প্রদান করি[illegible] তাহাই তাহাতে শোভা পায়। শিশুতে সারল্য [illegible]তাই শোভনীয় হয়; প্রাচীনজনোচিত

প্রৌঢ়তা এবং স্বাবলম্বন তাহাতে সম্ভবেই না, হইলেও যার পর নাই অসৌষ্ঠবের এবং বিরক্তিরই কারণ হয়। নারী-প্রকৃতিতেও কোমলতা প্রভৃতি স্নিগ্ধ গুণরাজিই স্বাভাবিক, সুতরাং শোভাকর এবং সম্মানপ্রদ। পুরুষগুণ সম্ভবপর হইলেও প্রকৃতির বিড়ম্বনা।

আমরা বলিয়াছি যে, বুদ্ধি-সামর্থ্যে কনীয়সী হইয়াও, হৃদয়াংশে নারী অত্যন্ত সম্মাননীয়া। নারীহৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অতীব চমৎকার, মনুষ্যপ্রতি স্নেহও আশ্চর্য্য। নারী স্বভাবতই আস্তিক; নাস্তিকতা নারীর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। নাস্তিক নারীর দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে এত বিরল যে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। নির্ভরের ভাব এইরূপ প্রগাঢ় রূপে যাহাদিগের হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, আশ্রয় এবং অবলম্বন বিহীন হইয়া যাহারা ক্ষণ কালের জন্যও জীবিত থাকিতে পারে না; তাহাদিগের চিত্ত যে কখনও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিতে পারে, ইহা আমাদিগের বিশ্বাসই হয় না। তীব্রবুদ্ধি নাস্তিকদিগের সকল যুক্তির বিরুদ্ধে নারীর হৃদয় এক আশ্চর্য্য জীবন্ত গ্রন্থস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সময়ের শাসনানুসারে কোন দেশে যখন কোন পুরাতন ধর্ম্মের প্রলয় এবং কোন নূতন ধর্ম্মের উদয়কাল উপস্থিত হয়, তখন সেই পুরাতন ধর্ম্ম সর্ব্বশেষে নারীহৃদয় পরিত্যাগ করে। পুরাতন ধর্ম্ম যখন তাহার দুর্গস্থান নারী-হৃদয় পরিত্যাগ করিল, নূতন ধর্ম্ম তথায় প্রবেশপথ পাইল, তখনই প্রচারকেরা আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। ইতি-হাস অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, যে ধর্ম্ম অন্তঃপুরে

প্রবেশ করে নাই, নারীহৃদয় স্পর্শ করে নাই, পৃথিবীতে সে ধর্ম্ম কোন কালেও স্থায়ী হইতে পারে নাই। মহাত্মা লুথর বলিয়াছেন "আমি অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, নারীজাতি যখন পরমার্থ তত্ত্বের সত্য সকল লাভ করে, তাহাদিগের বিশ্বাস অধিক তেজস্বী হয়, পুরুষজাতি হইতে অধিকতর অটলতা এবং দৃঢ়তার সহিত তাহারা উহা হৃদয়ে ধারণ করে। প্রীতিময়ী মেগ্‌ডেলেনা পিটার হইতেও অধিকতর সহৃদয় এবং সাহসী ছিলেন।"

অত্যন্ত কোমলাঙ্গী হইয়াও নারীজাতি ধর্ম্মার্থ এবং ঈশ্বরার্থ অশেষবিধ ক্লেশ বহন করিতে কষ্ট স্বীকার করিতে কখনই যে পরাঙ্‌মুখ হয় নাই, প্রসারিতজিহ্ব জ্বলন্ত অগ্নির সম্মুখে অপরাজিতহৃদয়ে উপস্থিত হইয়া যে, বলিষ্ঠকায় বীরদিগেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে, এ কথাতেও ইতিহাস স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করেন। পুরাতন ড্রুইড্ মহিলারা রোমক সেনাকেও চমকিত করিয়াছিল এবং অদ্যাপি দূরদেশে নয়, আমাদিগের এই ভারতবর্ষে তীর্থ দর্শন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করিবার জন্য, কত সহস্র সহস্র হিন্দুনারী পুত্র পরিবারের অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া কতবিধ পথক্লেশ, অপমান এবং লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে, আমাদিগের চক্ষুই তাহার সাক্ষী। অতীব দুর্গম তীর্থস্থলেও পুরুষসঙ্খ্যা যত, নারীর সঙ্খ্যা তাহা অপেক্ষায় অনেক অধিক হয়।

ধর্ম্মবিষয়ে নারীহৃদয় যে, স্বভাবতই এক আশ্চর্য্য পদার্থ, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু স্পষ্টতার নিমিত্ত আমাদিগের এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, নারীজাতি যে

ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পাইয়াই সর্ব্বদা উহার জন্য লালায়িত হয়, এমত আমাদিগের অর্থ নয়। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, পুরুষজাতি অশেষ সাধনায় যেরূপ প্রকৃতি লাভ করে, হৃদয়ের যেরূপ অবস্থা পরমার্থ সম্পদ লাভের জন্য বিশেষ অনুকূল হয়, নারীর প্রকৃতি এবং নারীর হৃদয় স্বভাবতই সেইরূপ। শিশু আপনাকে সরল বলিয়া জানে না, অথচ তাহার সরলতা জগতে অতুল। নারীজাতির অনেকে হয়ত ধর্ম্ম কি পদার্থ, তাহা কর্ণেও শ্রবণ করে নাই, অথচ ধর্ম্মের সকল ভাবই অভিনব কুসুমের ন্যায় তাহাদিগের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। প্রগাঢ় ভক্তি এবং বিশ্বাসের সহিত সেই ত্রিভুবননাথ করুণাময়ের চরণে মস্তক অবনত করিতেছে, অথচ জানে না যে, ভক্তি এবং বিশ্বাসই মুক্তির পথ; ক্ষুধিত এবং তৃষিতকে অন্নজল প্রদান করিতেছে, অথচ এই মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ করে না যে, "অদ্য ঈশ্বরের একটী প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম।" বালক যেমন অনুমান কাহাকে বলে জানে না, অথচ অনুমান করে; কার্য্য কারণের সম্বন্ধ জানে না, অথচ কার্য্য দেখিলেই কারণের অনুসন্ধান করে, প্রতি ঘটনাসম্বন্ধেই পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা মাতাকে যার পর নাই বিরক্ত করে; নারীজাতিও সেইরূপ জানে না যে, তাহাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি অত্যন্ত তেজস্বিনী, অধ্যাত্মবিষয়ক সহজ জ্ঞান স্ফুটতর এবং সূক্ষ্মতর, অথচ পরমার্থতত্ত্বের মূলগত সত্যে অনায়াসে তাহারা উপনীত হয়। যুক্তির জটিল পথে বহুক্ষণ তাহাদিগকে বিচরণ করিতে হয় না। "ঈশ্বরে ভক্তি এবং নির্ভর করা উচিত,

অতএবই ঈশ্বর ভক্তি-ভাজন এবং সকলের আশ্রয়, —দয়াশীল সকলকেই দয়া করে, অতএব সকলেরই দয়াশীল হওয়া কর্ত্তব্য", তর্ক বিদ্যার এইরূপ বিড়ম্বনা করিয়াও অনেক কুলনারী হৃদয়-গত ধর্ম্মনিষ্ঠার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে স্বকীয় নিবাসস্থল আলোকিত করিয়াছে। এই নিমিত্তই অনেকে বলেন যে, ঈশ্বরবিষয়ক যে সমস্ত মহাগভীর সত্য জ্ঞানী পুরুষ বুদ্ধির অনেক চালনা অনেক আয়াস করিয়া লাভ করিয়াছেন, নারীজাতি সহজতই তাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে। ঈশ্বর পূর্ণমঙ্গল; তাঁহার প্রেমময় রাজ্যে কাহারই সর্ব্বনাশ সম্ভবপর নহে; শোকাকুল, তাপী, দুঃখী, দুর্ভাগ্য, সকলকেই তিনি এক দিন শীতল করি-বেন, এবং ঘোরতর পাপীও ইহলোকেই হউক, পরলোকেই হউক, এক দিন তাঁহার অভয়পদ অবশ্যই লাভ কবিবে; ধর্মতত্ত্ব বিদ্যার এই সর্ব্বোচ্চ সত্য মানব সমাজে প্রচার করি-বার জন্য মঙ্গলবাদী ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের কত পরিশ্রম এবং কত তর্ক সংগ্রাম আবশ্যক হইয়াছে, তাঁহা অবিদিত নাই; কিন্তু নারীজাতির নিকট এই স্বভাবসুন্দর সনাতন সত্য উচ্চারিত মাত্র হউক, তাহাদিগের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে উহা মধুরস্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উপদেষ্টার মন প্রাণ শীতল করিবে। উপাসনাশৈলের যে স্থলে পদচারণা করা মহাযোগীরও ক্লেশকর, নারীহৃদয় তাহা হইতে উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করে। বিশ্বাস যাহাদিগের স্বভাব, নির্ভরই যাহা-দিগের প্রকৃতি, ঈশ্বরের সমক্ষে উপস্থিত হইতে তাহারা কি কখনই কুণ্ঠিত কি ভীত হয়? ভয় এবং অবিশ্বাস এইরূপ হৃদয়ে স্থানও পাইতে পারে না। জ্ঞানী পুরুষ শুষ্ক বুদ্ধিবলেই ঈশ্ব-

জীবনের কার্য্য সম্বন্ধে কি প্রভেদ থাকা উচিত, তাহা জানিতে হইলে ইহাদিগের প্রকৃতিগত প্রভেদ বিশেষ রূপে অনুসন্ধেয়।

কিন্তু অনেকে এস্থলে এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, নরনারীর প্রকৃতি অধ্যাত্ম-সম্বন্ধে এক অথচ ভিন্নরূপ, এই উক্তি নিতান্ত ভ্রমমূলক ; শ্রবণমাত্রই ইহা অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়, যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, পুরুষজাতির সমুদয় লোককেই ত তাঁহারা অভিন্নপ্রকৃতি স্বীকার করেন ? কিন্তু প্রকৃতির অভিন্নতা সত্ত্বেও মনোবৃত্তিসমূহের বিকাসগত তারতম্য-নিবন্ধন পুরুষজাতির এক জনের সহিত আর এক জনের কি ভয়ানক প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না ? কাহারও যশোলালসাই তাহার সমুদয় মনোবৃত্তিকে পরাভূত করিয়া রাখে ; কাহারও কর্ণে স্তুতিনিন্দা উভয়ই সমান, প্রশংসার মধুর ধ্বনিও তাহাকে তরলিত করে না এবং তিরস্কারের তীব্র আঘাতও তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। কাহারও হৃদয় কোন দুঃখের কাহিনী শ্রবণে একেবারে বিগলিত হইয়া যায় ; অথচ এমন লোকও অহরহঃ দৃষ্টি-গোচর হয়, যাহার চক্ষু পরের দুঃখে চিরজীবনে এক বিন্দু জলও বিসর্জ্জন করে নাই। কাহারও আপাদ-মস্তকই স্বার্থপরতাপূর্ণ, এমন কিছুই নাই, যাহা স্বার্থের অনুরোধে সে বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নয় ; কাহারও সমুদয় জীবনই পরার্থে বিসর্জ্জিত রহিয়াছে, পরের নিমিত্ত প্রাণদানেও তাহার উৎকণ্ঠা এবং কৃপণতা নাই। কেহ শুদ্ধ অর্থোপার্জ্জনেই সমুদয় জীবন ব্যয় করে, উপার্জ্জিত অর্থকে

ভোগ করিতেও একটুকু অবসর গ্রহণ করিতে চায় না; কাহারও অর্জ্জন-লালসা হইতে ভোগ-স্পৃহা এতই বলবতী যে, সে দিবস কতিপয়ে বহু পুরুষের উপার্জ্জিত সম্পত্তিকে ক্ষয় করিয়া ফেলে, সংরক্ষণ-শক্তি-বিরহে অবশেষে অন্নাভাবেও ক্লিষ্ট হয়। নিউটনের ন্যায় বিশালজ্ঞান বিজ্ঞানের গূঢ়তম এবং গভীরতম সত্যেরও মুল পর্য্যন্ত অন্বেষণ করে, কাহারও ক্ষীণ এবং দুর্ব্বলবুদ্ধি জীবনের প্রতিদিনের ঘটনা সমূহেরও কারণ স্থির করিতে পারে না। শেক্‌সপীয়র অথবা মিল্টনের গগন-স্পর্শিনী কল্পনা ভূত জগতের সীমা অতিক্রম করিয়াও উড্ডীয়মান হয়, কাহারও মরুভূমিসদৃশ চিত্ত আকাশে ভূপৃষ্ঠে মহিমা অথবা মাধুর্য্য কিছুই অবলোকন করে না। মনুষ্যে মনুষ্যে এইরূপ আশ্চর্য্য প্রভেদ কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? ইহাই কি তাহার কারণ নয় যে, কেহ স্বভাবতই মানসিক কোন শক্তি অধিক লাভ করিয়াছেন এবং স্বভাবতই কাহারও কোন বৃত্তি অত্যন্ত নিস্তেজ। একপ্রকৃতি হইয়াও যে কারণে মনুষ্য পরস্পর হইতে ভিন্ন হয়, পুরুষজাতির সহিত প্রকৃতির সম্পূর্ণ একতা সত্ত্বেও পুরুষের এবং নারীর প্রকৃতি সেই কারণেই বিভিন্নরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা মনোবৃত্তিনিচয়ের বিকাশের তারতম্য নিবন্ধন নরনারীর প্রকৃতির ভিন্নরূপতা স্বীকার করিলাম বটে; কিন্তু এ কথা আমরা বলি না যে, এই প্রভেদ কোন অংশেও নারীজাতির লজ্জার, দুঃখের, অথবা অবমাননার বিষয়। পুরুষের জ্ঞান যেমন অধিক বলবান্, স্ত্রীলোকের হৃদয় তেমন শতগুণে অধিক সুন্দর এবং কোমল। বুদ্ধির প্রখরতা এবং কঠিনতা-

অংশে যে পরিমাণে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা, হৃদয়ের প্রাশস্ত্য এবং লোকোত্তর মধুরতাতে সেই পরিমাণে স্ত্রীলোকের গৌরব। পুরুষজাতির মধ্যে যাহারা অশেষবিধ পাপের অনুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগকে একেবারে অসুরপ্রকৃতি করিয়া তুলিয়াছে এবং নারীজাতির মধ্যেও পাপে পাপে যাহাদিগের অস্থি পর্য্যন্ত মলিন হইয়াছে, যাহাদিগকে দেখিলে পিশাচী বলিয়াই বোধ হয়, আমরা এইক্ষণে তাহাদিগকে গণনার মধ্যে আনিতেছি না। প্রকৃতি যাঁহাদিগের অবিকৃত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের প্রতিই এইক্ষণে আমাদিগের দৃষ্টি; এবং সেই অবিকৃতহৃদয়া অবলাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, কাহার না প্রতীতি হইবে, কে না বলিবে যে, বিশ্বরচয়িতার সৃষ্টিরূপ উদ্যানে এমন আশ্চর্য্য কুসুম আর নাই। অবিকৃতহৃদয়া অবলাদিগের স্বাভাবিক স্নেহ মমতা, স্বাভাবিক পরোপকার ব্যাকুলতা, স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগ এবং ঈশ্বরানুরাগ যখন আমরা অবলোকন করি, তখন আমরা অন্তর হইতে না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না যে, ইহাঁরা বস্তুতই ভূচারিণী দেবী। জগতে শান্তির সলিল সিঞ্চন করিবার জন্যই ঈশ্বর ইহাঁদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। দয়া, শ্রদ্ধা, প্রীতি প্রভৃতি স্বর্গসুন্দরীগণ আমাদিগের শোক সন্তাপ হরণের জন্যই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পুরুষের বুদ্ধি যেমন ভয়ানক কঠিন অজ্ঞানশৈলকে ভেদ করিয়া উহার অভ্যন্তর হইতে সত্যকে আনয়ন করে, স্ত্রীলোকের স্নেহ তেমন লৌহহৃদয়কেও দ্রবীভূত করিয়া ফেলে। পুরুষের সাহস, পরাক্রম এবং অটলতায় যেমন আমাদিগের

অন্তঃকরণে স্বভাবতই সম্মাননার উদ্রেক হয়; স্ত্রীলোকের পরজনবিশ্বাস, অকুণ্ঠিত নির্ভরের ভাব এবং অপরাজিত সহিষ্ণুতা অবলোকনেও সকরুণ ভক্তি তেমন আমাদিগের চিত্তকে স্পর্শ করে। যাঁহারা হৃদয়কে ঈশ্বরের আশ্চর্য্যতম কারুকার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা নারীজাতিকে বিশেষ শ্রদ্ধা এবং স্নেহের চক্ষে অবলোকন না করিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। অনেকে নারীজাতির হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, পরমুখপ্রেক্ষিতা এবং ভীরুশীলতাকে তাহাদিগের অগৌরবের বিষয় মনে করেন। কিন্তু এইটী তাঁহাদিগের স্বাদবিরহিততারই পরিচয়। বেথ্‌মণ্ট নামক একজন সহৃদয় লেখক বলিয়াছেন যে, "নারীর এই সহায়হীন দুর্ব্বলতাও অতীব সুন্দর। নারীর হৃদয় যে লতার ন্যায় আশ্রয়ের জন্য লালায়িত হয়, ইহা চক্ষু এবং হৃদয় উভয়েরই নিকট কমনীয়। ভীরুতা যদিও অনেক সময়ে বিঘ্ন, অসুবিধা এবং যাতনার প্রসবিনী হয়; কিন্তু উহা নারীর প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। অপরিচিতের দৃষ্টিমাত্র নারীর কোমল মন ভয়চকিত হয় এবং লজ্জাবতী লতার কুসুমনিকরের ন্যায় পরজনসংস্পর্শেও নারীর উত্তাল তরঙ্গায়িত হৃদয় আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।"

প্রকৃতির নিকট যাহা সম্মানিত এবং আদৃত, মনুষ্য যেন তাহার অসম্মান এবং অনাদর করে না। যে সমস্ত কমনীয় ভাবের উল্লেখ হইল, নারী-প্রকৃতির অগৌরবের না হইয়া বরং উহারা গৌরবেরই বিষয় হয়। ঈশ্বর যাহাকে যে আভরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই তাহাতে শোভা পায়। শিশুতে সারল্য এবং নম্রতাই শোভনীয় হয়; প্রাচীনজনোচিত

প্রৌঢ়তা এবং স্বাবলম্বন তাহাতে সম্ভবেই না, হইলেও যার পর নাই অসৌষ্ঠবের এবং বিরক্তিরই কারণ হয়। নারী-প্রকৃতিতেও কোমলতা প্রভৃতি স্নিগ্ধ গুণরাজিই স্বাভাবিক, সুতরাং শোভাকর এবং সম্মানপ্রদ। পুরুষগুণ সম্ভবপর হইলেও প্রকৃতির বিড়ম্বনা।

আমরা বলিয়াছি যে, বুদ্ধি-সামর্থ্যে কনীয়সী হইয়াও, হৃদয়াংশে নারী অত্যন্ত সম্মাননীয়া। নারীহৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অতীব চমৎকার, মনুষ্যপ্রতি স্নেহও আশ্চর্য্য। নারী স্বভাবতই আস্তিক; নাস্তিকতা নারীর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। নাস্তিক নারীর দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে এত বিরল যে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। নির্ভরের ভাব এইরূপ প্রগাঢ় রূপে যাহাদিগের হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, আশ্রয় এবং অবলম্বন বিহীন হইয়া যাহারা ক্ষণ কালের জন্যও জীবিত থাকিতে পারে না; তাহাদিগের চিত্ত যে কখনও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিতে পারে, ইহা আমাদিগের বিশ্বাসই হয় না। তীব্রবুদ্ধি নাস্তিকদিগের সকল যুক্তির বিরুদ্ধে নারীর হৃদয় এক আশ্চর্য্য জীবন্ত গ্রন্থস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সময়ের শাসনানুসারে কোন দেশে যখন কোন পুরাতন ধর্ম্মের প্রলয় এবং কোন নূতন ধর্ম্মের উদয়কাল উপস্থিত হয়, তখন সেই পুরাতন ধর্ম্ম সর্ব্বশেষে নারীহৃদয় পরিত্যাগ করে। পুরাতন ধর্ম্ম যখন তাহার দুর্গস্থান নারী-হৃদয় পরিত্যাগ করিল, নূতন ধর্ম্ম তথায় প্রবেশপথ পাইল, তখনই প্রচারকেরা আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। ইতিহাস অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, যে ধর্ম্ম অন্তঃপুরে

প্রবেশ করে নাই, নারীহৃদয় স্পর্শ করে নাই, পৃথিবীতে সে ধর্ম্ম কোন কালেও স্থায়ী হইতে পারে নাই।” মহাত্মা লুথর বলিয়াছেন “আমি অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, নারীজাতি যখন পরমার্থ তত্ত্বের সত্য সকল লাভ করে, তাহাদিগের বিশ্বাস অধিক তেজস্বী হয়, পুরুষজাতি হইতে অধিকতর অটলতা এবং দৃঢ়তার সহিত তাহারা উহা হৃদয়ে ধারণ করে। প্রীতিময়ী মেগ্‌ডেলেনা পিটার হইতেও অধিকতর সহৃদয় এবং সাহসী ছিলেন।”

অত্যন্ত কোমলাঙ্গী হইয়াও নারীজাতি ধর্ম্মার্থ এবং ঈশ্বরার্থ অশেষবিধ ক্লেশ বহন করিতে কষ্ট স্বীকার করিতে কখনই যে পরাঙ্‌মুখ হয় নাই, প্রসারিতজিহ্ব জ্বলন্ত অগ্নির সম্মুখে অপরাজিতহৃদয়ে উপস্থিত হইয়া যে, বলিষ্ঠকায় বীরদিগেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে, এ কথাতেও ইতিহাস স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করেন। পুরাতন ড্রুইড্ মহিলারা রোমক সেনাকেও চমকিত করিয়াছিল এবং অদ্যাপি দূরদেশে নয়, আমাদিগের এই ভারতবর্ষে তীর্থ দর্শন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করিবার জন্য, কত সহস্র সহস্র হিন্দুনারী পুত্র পরিবারের অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া কতবিধ পথক্লেশ, অপমান এবং লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে, আমাদিগের চক্ষুই তাহার সাক্ষী। অতীব দুর্গম তীর্থস্থলেও পুরুষসঙ্খ্যা যত, নারীর সঙ্খ্যা তাহা অপেক্ষায় অনেক অধিক হয়।

ধর্ম্মবিষয়ে নারীহৃদয় যে, স্বভাবতই এক আশ্চর্য্য পদার্থ, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু স্পষ্টতার নিমিত্ত আমাদিগের এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, নারীজাতি যে

ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পাইয়াই সর্ব্বদা উহার জন্য লালায়িত হয়, এমত আমাদিগের অর্থ নয়। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, পুরুষজাতি অশেষ সাধনায় যেরূপ প্রকৃতি লাভ করে, হৃদয়ের যেরূপ অবস্থা পরমার্থ সম্পদ লাভের জন্য বিশেষ অনুকূল হয়, নারীর প্রকৃতি এবং নারীর হৃদয় স্বভাবতই সেইরূপ। শিশু আপনাকে সরল বলিয়া জানে না, অথচ তাহার সরলতা জগতে অতুল। নারী-জাতির অনেকে হয়ত ধর্ম্ম কি পদার্থ, তাহা কর্ণেও শ্রবণ করে নাই, অথচ ধর্ম্মের সকল ভাবই অভিনব কুসুমের ন্যায় তাহাদিগের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। প্রগাঢ় ভক্তি এবং বিশ্বাসের সহিত সেই ত্রিভুবননাথ করুণাময়ের চরণে মস্তক অবনত করিতেছে, অথচ জানে না যে, ভক্তি এবং বিশ্বাসই মুক্তির পথ; ক্ষুধিত এবং তৃষিতকে অন্নজল প্রদান করিতেছে, অথচ এই মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ করে না যে, "অদ্য ঈশ্বরের একটী প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম।" বালক যেমন অনুমান কাহাকে বলে জানে না, অথচ অনুমান করে; কার্য্য কারণের সম্বন্ধ জানে না, অথচ কার্য্য দেখিলেই কারণের অনুসন্ধান করে, প্রতি ঘটনাসম্বন্ধেই পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা মাতাকে যার পর নাই বিরক্ত করে; নারী-জাতিও সেইরূপ জানে না যে, তাহাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি অত্যন্ত তেজস্বিনী, অধ্যাত্মবিষয়ক সহজ জ্ঞান স্ফুটতর এবং সূক্ষ্মতর, অথচ পরমার্থতত্ত্বের মূলগত সত্যে অনায়াসে তাহারা উপনীত হয়। যুক্তির জটিল পথে বহুক্ষণ তাহাদিগকে বিচরণ করিতে হয় না। "ঈশ্বরে ভক্তি এবং নির্ভর করা উচিত,

অতএবই ঈশ্বর ভক্তি-ভাজন এবং সকলের আশ্রয়, —দয়াশীল সকলকেই দয়া করে, অতএব সকলেরই দয়াশীল হওয়া কর্ত্তব্য”, তর্ক বিদ্যার এইরূপ বিড়ম্বনা করিয়াও অনেক কুলনারী হৃদয়-গত ধর্ম্মনিষ্ঠার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে স্বকীয় নিবাসস্থল আলোকিত করিয়াছে। এই নিমিত্তই অনেকে বলেন যে, ঈশ্বরবিষয়ক যে সমস্ত মহাগভীর সত্য জ্ঞানী পুরুষ বুদ্ধির অনেক চালনা অনেক আয়াস করিয়া লাভ করিয়াছেন, নারীজাতি সহজতই তাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে। ঈশ্বর পূর্ণমঙ্গল; তাঁহার প্রেমময় রাজ্যে কাহারই সর্ব্বনাশ সম্ভবপর নহে; শোকাকুল, তাপী, দুঃখী, দুর্ভাগ্য, সকলকেই তিনি এক দিন শীতল করি-বেন, এবং ঘোরতর পাপীও ইহলোকেই হউক, পরলোকেই হউক, এক দিন তাঁহার অভয়পদ অবশ্যই লাভ করিবে; ধর্ম্মতত্ত্ব বিদ্যার এই সর্ব্বোচ্চ সত্য মানব সমাজে প্রচার করি-বার জন্য মঙ্গলবাদী ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের কত পরিশ্রম এবং কত তর্ক সংগ্রাম আবশ্যক হইয়াছে, তাহা অবিদিত নাই; কিন্তু নারীজাতির নিকট এই স্বভাবসুন্দর সনাতন সত্য উচ্চারিত মাত্র হউক, তাহাদিগের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে উহা মধুরস্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উপদেষ্টার মন প্রাণ শীতল করিবে। উপাসনাশৈলের যে স্থলে পদচারণা করা মহাযোগীরও ক্লেশকর, নারীহৃদয় তাহা হইতে উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করে। বিশ্বাস যাহাদিগের স্বভাব, নির্ভরই যাহা-দিগের প্রকৃতি, ঈশ্বরের সমক্ষে উপস্থিত হইতে তাহারা কি কখনই কুণ্ঠিত কি ভীত হয়? ভয় এবং অবিশ্বাস এইরূপ হৃদয়ে স্থানও পাইতে পারে না। জ্ঞানী পুরুষ শুদ্ধ বুদ্ধিবলেই ঈশ্ব-

গভীর। যাঁহারা ইহাদিগের ঈশ্বর-প্রীতিবিষয়ে অকারণ সন্দিহান রহিয়াছেন, মনুষ্যের প্রতি ইহাদিগের হৃদয়ের অপরাজিত প্রীতি দর্শনে তাঁহারাও বিস্মিত এবং বিমোহিত হইয়াছেন।

নভোমণ্ডলে উড্ডীয়মান মেঘমালা দিনকরের কিরণ-সম্পাতে নানা সময়ে যেমন নানারূপ ধারণ করে, কখনও নীল, কখনও লোহিত, কখনও পীত বা হরিৎ; প্রীতিও সেইরূপ বিষয়ভেদে নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগতের চক্ষু চরিতার্থ করে। একই প্রীতি নানারূপে বিরাজমানা হইয়া বিশ্বে ঈশ্বরের অচিন্ত্য মঙ্গল ভাবের পরিচয় দেয়। কখনও গম্ভীর কখনও মধুর, অথচ প্রকৃতিতে সকল সময়েই এক। মনুষ্যের প্রতি প্রীতি যে যে ধারায় প্রবাহিত হয়, উহারা আকারভেদে প্রধানতঃ চারিটী নামে অভিহিত হইতে পারে—ভক্তি, প্রেম, স্নেহ ও দয়া। প্রীতি যখন পিতা মাতা প্রভৃতি সম্ভজনীয় গুরুজনের চরণে প্রণত হয়, তখন উহাকে ভক্তি বলি; যখন অনুরাগরঞ্জিত হইয়া সহৃদয় সুহৃদের মন প্রাণ শীতল করে, তখন উহা প্রেম বলিয়া পরিচিত হয়; যখন বাৎসল্যের বাহুবল্লী প্রসারণ করিয়া অসহায় শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লয়, আত্মজ অথবা অনুজ প্রভৃতির মঙ্গল-চিন্তায় গৌরবান্বিত উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়, আমরা তখন উহাকে স্নেহ নাম প্রদান করি; দীন দুঃখী কাতরের জন্য প্রীতি যখন অজস্র অশ্রুধারা বিমোচন করে, আত্মা এবং আত্মীয় স্বজন বিস্মৃত হইয়া পরার্থেই সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হয়, সমুদয় জগৎকেই আপনার করিয়া লয়, তখন উহা

দয়া এই আশ্বাসপ্রদ মধুর নামে সংসারে দৈবপূজা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই, নারীর হৃদয় প্রীতির এই সকলবিধ ভাবেরই প্রিয়নিবাস। প্রীতিতেই নারীর জীবন, এবং নারী আশৈশব লোকান্তর চির দিনই প্রীতির পুত্তলী। কিশোর বয়সের প্রভাত কান্তি এবং প্রাচীন সময়ের সায়ন্তনশ্রী উভয়ই নারীহৃদয়ে সমান শোভা ধারণ করে। নারীজাতির স্নেহ মমতার পরিকীর্ত্তন কৃতজ্ঞতার উপহার-স্বরূপ; অপরিচিতের পরিচয় প্রদান নহে, সমুদয় পৃথিবীই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, সকল সময়ের সাহিত্য এবং সঙ্গীতই ইহার স্তাবক, মনুষ্যাশ্রমের সর্ব্বত্রই আমাদিগের চক্ষু কর্ণ অঙ্গনা হৃদয়ের কোমলতার পরিচয় প্রাপ্ত হয়। মাতার অনির্ব্বচনীয় স্নেহের প্রতি একবার চক্ষু দাও। পুত্র কোথায় কে এমন আছে, যাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে অন্তরের সহিত এইরূপ উত্তর না দিবে যে, "মাতৃ স্নেহের ঋণ জন্ম জন্মান্তরেও পরিশোধ করিতে পারিব না।" মাতা যেরূপ অলৌকিক স্নেহ সহকারে সন্তানের লালন রক্ষণ এবং পরিপোষণ করেন, তাহা স্মরণ করিলে কাহার চিত্ত না দ্রব হয়? কি সুখ এমন আছে, যাহা সন্তানের জন্য মাতা বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নন; কি কষ্ট এমন সম্ভবে, সন্তানের শুভার্থ মাতা যাহা স্বীকার করিতে চান না? স্নেহের এমনই আশ্চর্য্য লীলা! মাতার চক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক বলিষ্ঠকায় বীরপুরুষও দুগ্ধের শিশু। সন্তান সক্ষমই হউক আর অক্ষমই হউক, মাতার নিকট সকল সময়েই সমান। মাতৃস্নেহের ক্ষয় নাই, পরিবর্ত্তন নাই এবং ক্লান্তি

নাই। রোগ, শোক, দারিদ্র্য, দুঃখের কথা পরিত্যাগ কর। মনুষ্য স্বকীয় পাপাচরণ দ্বারা যখন মনুষ্যসমাজে কলঙ্কিত হয়; সহচর প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন সকলেই যখন তাহাকে পরিত্যাগ করে; সহোদর সকলও যখন ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করে; অধিক কি পিতা আপনিও যখন স্বকীয় আশ্রয়ে বঞ্চিত করেন এবং পাপ বলিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে চান না, তখনও মাতার স্নেহ পরাজিত হয় না। প্রতীপ বায়ুর সংঘাতে স্রোতস্বতীর তরঙ্গমালা যেমন স্ফীত হইয়া উঠে, সংসারের প্রতিকূলতায় মাতৃস্নেহও সেইরূপ উচ্ছ্বসিত হয়। সন্তানের দোষরাশি মাতা দেখিয়াও দেখেন না, সন্তানের বর্ত্তমান নিন্দা এবং কলঙ্ক মাতার কর্ণে প্রবেশ-পথই পায় না। তাহার শৈশব সময়ের সহাস্য সরল নয়ন এবং অকলঙ্কিত মুখচ্ছবিই তখন স্মৃতিপথে উদিত হইয়া মাতার হৃদয়কে পরিপুষ্ট করে এবং সংসার সন্তানের যত কিছু নিন্দাবাদ প্রচার করে, তাঁহার নিকট সমুদয়ই অমূলক এবং অলীক বলিয়া উপেক্ষিত হয়। যখন মাতা স্বচক্ষে সন্তানের অপরাধ দর্শন করেন, সন্তানের অপ্রাকৃত অকৃতজ্ঞতা যখন বিষাক্ত কণ্টকের ন্যায় হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে থাকে, তখনও দুর্ব্বাক্য এবং তিরস্কারে নয়, নিঃশব্দ অশ্রুধারাতেই মাতার দুঃখ এবং ক্রোধ দ্রবীভূত হইয়া যায়। মনুষ্যত্বের সমুদয় লক্ষণ যাবৎ বিলুপ্ত না হইবে, মাতার এই অকৃত্রিম, অপরিমেয় এবং নিঃস্বার্থ স্নেহগুণ স্মরণে মনুষ্য-হৃদয় তাবৎ আপনিই বিগলিত হইয়া পড়িবে। অদ্যাপি ভারতবর্ষে মাতৃস্নেহের স্তুতিগাতিস্বরূপ মাতৃষোড়শী নামক মধুর কবিতাবলী গয়া

নগরে উচ্চারিত হইয়া লৌহ চক্ষু হইতেও যে অশ্রুধারা আকর্ষণ এবং পৌত্তলিকতার ঘোরতর বিদ্বেষীকেও যে ক্ষণকালের জন্য পরাভব করে, ইহার কি কিছুই কারণ নাই? বিজ্ঞানের আলোক চতুর্দ্দিকে অজস্র বিকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপের অনেক উন্নতমস্তক যে অদ্যাপি যিশুপ্রসবিনী মেরীর চরণতলে অবনত রহিয়াছে; বুদ্ধির শাসন অবহেলন করিয়া, আত্মার অন্তর-নিহিত সত্য সমূহকে বিস্মৃত হইয়া এবং তাহাদিগের কল্পিত পরিত্রাতা খ্রীষ্ট যিশুকেও বস্তুতঃ পরিত্যাগ করিয়া অগণিত সঙ্খ্যক ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিগণ যে, সহানুভূতি প্রত্যাশায় মেরীর নিকটই দুঃখ শোক হর্ষ বিষাদ প্রকাশ করিতেছে, মুক্তির জন্যও বাষ্পাকুলিত লোচনে মাতা বলিয়া মেরীর মুখপ্রেক্ষী হইতেছে, মাতা এই আশ্বাসপ্রদ নামের আশ্চর্য্য শক্তিই কি তাহার হেতু নয়? পৃথিবীর অধুনাতন এক জন অসামান্য জ্ঞানী * মাতৃস্নেহের স্বর্গীয় মধুরতায় এমনই মোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি মাতার হৃদয় ব্যতীত প্রকৃতির আর কোন পদার্থেই ঈশ্বরের অপার গম্ভীর স্নেহ-জলধির প্রতিকৃতি সন্দর্শন করিতে পাইলেন না। তিনি কি সজনে কি বিজনে সর্ব্বত্রই ঈশ্বরকে স্নেহময়ী মাতা বলিয়া সম্বোধন এবং মাতা বলিয়া পূজা করিতেন। তাঁহার এই অনুভূত সুধাসিক্ত সত্য অচিরে এত স্থানেই প্রিয়ভাবে পরিগৃহীত, এত হৃদয়েই অমৃত প্রবাহের ন্যায় সঞ্চারিত হইয়াছে যে, এইক্ষণে পৃথিবীর চতুঃসীমাতে শত শত ব্যক্তি সম্মিলিত

---

* থিয়োডোর পারকার।

হইয়া ঈশ্বরকে মাতা বলিয়া আরাধনা করে, তাঁহাকে হৃদয় ভরে মাতা বলিয়া আহ্বান করিয়া পাপদগ্ধ এবং ভয়ভীত আত্মাকে শীতল এবং সুস্থির করে। উক্ত মহাত্মা জগতে ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রচার করিয়া যে শুদ্ধ জগতের শোকসন্তাপ এবং পাপনাশনের এক মহৌষধি প্রদান করিয়াছেন, এমন নহে, পৃথিবীস্থ সমুদয় মাতাকে যার পর নাই সম্মান করিয়াছেন; পৃথিবীস্থ সমুদয় নারীকে দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে চির দিনের জন্য নিবদ্ধ করিয়াছেন।

আমরা মাতৃস্নেহের উল্লেখ করিলাম। কিন্তু শুদ্ধ মাতার উদাহরণে নয়, নারীহৃদয়ের প্রীতি সকল সম্বন্ধেই অতুল। পুত্রের মুখে যেমন মাতৃস্নেহের দীর্ঘ কাহিনী শ্রবণ করিবে, ভ্রাতার মুখে সেইরূপ ভগিনীর এবং পিতার মুখে দুহিতার সুস্নিগ্ধ মমতার ভূরি পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। অধিকাংশ দৃষ্টান্ত দ্বারাই প্রকৃতির তত্ত্ব নিরূপিত হয়, এবং অধিকাংশ দৃষ্টান্তই সাক্ষ্য দেয় যে, কন্যা যেরূপ হৃদগত যত্নের সহিত পিতার শুশ্রূষা করে, পুত্রে তাহার শতাংশও দৃষ্ট হয় না। আমরা লজ্জাবনত হৃদয়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, মৃত্যুশয্যায় শয়ান পিতার সম্পদ সম্মানের ভাবী উত্তরাধিকারী পুত্র নিশ্চিন্তমনে নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম-সুখ সেবন করিয়াছেন, কিন্তু চির দিনের উপেক্ষিতা দুহিতা তৃণ-মুষ্টিরও প্রত্যাশা না রাখিয়া পিতার নির্ব্বাণোন্মুখ মুখচ্ছবির প্রতি স্বকীয় অশ্রুপূর্ণ নয়ন স্থির রাখিয়াই সমুদয় নিশি অতিবাহিত করিয়াছে। লজ্জা, ভয়, হর্ষ, দুঃখ সমুদয়ই তখন পলায়ন করিয়াছে, কষ্ট যত কেন হউক না, ভ্রূভঙ্গীও হয় নাই, সমুদয়

প্রকৃতিই তখন একটীমাত্র ভাব—উৎকণ্ঠা। কিসে প্রস্থানোদ্যত পিতার লোকলীলার অন্তিম মুহূর্ত্তটী যাতনাশূন্য হইবে, দেখিয়া বোধ হইয়াছে যেন এই এক উৎকণ্ঠাই দুহিতার সমুদয় মনোবৃত্তি সেই সময়ে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এ সব কথা কি অন্ততঃ প্রকাশিত হওয়াও উচিত নয়?

অনেকে পরিবার-তরুর লতা-প্রতান-সদৃশ মাতাদুহিতা প্রভৃতির স্বজনানুরাগে আশ্চর্য্য এবং কমনীয় কিছুই অবলোকন করেন না। রক্ত মাংসের অজেয় শাসনই ইহাদিগকে পরিচালন করে, ইহাদিগের স্নেহ মমতার অভ্যন্তরে প্রীতির কোন বিশেষ শক্তি নাই, এইরূপ তাঁহাদিগের ধারণা। কিন্তু আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, পর-জন-নিষ্ঠ দয়াতে নারীজাতি কি কোন দিনও পরাজিত হইয়াছে? যিনি গণিত-সাহায্যে মানবজাতির সুখদুঃখ পরিগণনা করিয়া, অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমিত মঙ্গল যাহাতে সংসিদ্ধ হইতে পারে, এইরূপ হিতকর অনুষ্ঠানে সময়ে সময়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহাকে আমরা সমাজের এক জন শুভানুধ্যায়ী বুদ্ধিমান্ বান্ধব বলিয়া সম্মান করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু দয়াশীল বলিব না। আমরা তাঁহাকেও দয়াশীল বলিয়া পূজা করিতে চাই না, যিনি জীবনের সকল সময়েই ভস্মরাশির ন্যায় অবস্থান করিয়া পার্শ্বচর এবং সংসৃষ্ট সমুদয় ব্যক্তির আনন্দ-হিল্লোল বিনাশ করেন এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে মধ্যে মধ্যে বহিষ্কৃত হইয়া পরদুঃখ বিমোচনের জন্য বাহু প্রসারণ করেন। আত্মপ্রসাদ ভোগ বাসনায় কিম্বা দয়ার উন্নতি-সাধন কামনায়, যিনি দরিদ্রকে

এক মুষ্টি অন্নদান করিতে চান, দরিদ্রতাকে তিনি বস্তুতঃ অবমাননাই করেন। প্রকৃত দয়া সম্পূর্ণ রূপে ফলান্তর নিরপেক্ষ। পরদুঃখ নয়নগোচর হইলে, দয়া বিবেকের উপদেশ চায় না; ফলাফল গণনা করিতেও উপবেশন করে না; আতপতপ্ত তুষাররাশির ন্যায় দয়া তখন আপনিই বিগলিত হইয়া পড়ে। নয়ন আপনিই বাস্প-বারিতে আকুলিত হয়, মুখচ্ছবি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; যথার্থ দয়ার্দ্র ব্যক্তির সমুদয় দেহ মন তখন এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। যাবৎ না সন্নিহিত দুঃখীর দুঃখযাতনা তিরোহিত কি প্রশমিত হয়, প্রকৃত দয়াশীলের নিকট স্বকীয় সমুদয় ভোগ তাবৎ বিষকণার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সুখে হৃদয় লজ্জিত হয়, কিছুতেই শান্তি দেয় না। যাহা উল্লিখিত হইল, ইহাই যদি দয়া এবং দয়াশীলের বাস্তব লক্ষণ হয়, তবে নারীজাতির দয়া যে, সংসারের অশেষ দুঃখের মহৌষধি, এ কথা কি আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও অস্বীকার করিতে পারি? মনুষ্য যখন শোকের অন্তর্দাহে দগ্ধীভূত হয়, সকরুণ সহানুভূতির জন্য সে তখন কাহার মুখপানে দৃষ্টিপাত করে? তাহার সঙ্গে সঙ্গে নয়নজলে ভাসমান হইয়া নারীই কি তখন তাহার অশ্রু মার্জ্জন করিয়া দেয় না? জীর্ণতনু দরিদ্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া যখন গৃহস্থাশ্রমে উপস্থিত হয়, গৃহিণীর সুস্নিগ্ধ চক্ষুই কি তাহার প্রতি তখন প্রথম নিপতিত হয় না? অসহায় পথিক অপরিচিত রাজ্যে যখন রোগশয্যায় শয়ান হয়, পুরনারীর শুশ্রূষা এবং শীতল করস্পর্শই কি তখন তাহার দুঃখকে অর্দ্ধ প্রশমিত করে না? লোকহিততৎপর খ্রীষ্ট যিশু যখন দুরাচার দেশীয়দিগের

প্রপীড়নে অস্থির হইয়া, নগর হইতে নগরে এবং গ্রাম হইতে গ্রামে পলায়ন করিতেন, তখন কাহারা তাঁহাকে আশ্রয় দান করিত? ঐ ঈশ্বরগত-জীবন ধার্ম্মিকপুরুষ চৌরদস্যুশ্রেণীভুক্ত হইয়া কলঙ্কিত ক্রুশস্কন্ধে যখন বধ্যভূমিতে গমন করিতেছিলেন, জেরুশালমের রাজবর্ত্মের উভয়পার্শ্বে কাহারা তখন তাঁহার জন্য বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিয়াছিল? কাহাদিগের সহানুভূতি সমাধিমন্দির পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিতে ক্ষান্ত রহে নাই। অকৃতজ্ঞের ন্যায় এমন কথা আমরা কখনই বলিব না যে, নারী-জাতির নিঃস্বার্থ দয়া নাই। নিঃস্বার্থ দয়া যদি পৃথিবীর কোথাও থাকে, তবে নারীহৃদয়েই আছে, ইহাতে আর সংশয় নাই। নারীজাতির এই স্বাভাবিক দয়ার্দ্র-হৃদয়তা শুদ্ধ সভ্য এবং সমুন্নত মানবসমাজেই পরিলক্ষিত হয় না। প্রকৃতির মোহন-মাধুরীর ন্যায় উহা সকল দেশের কবিকুলের চক্ষুই সন্তৃপ্ত করে। লেয়ার্ড্ নামক এক জন বহুদর্শী পরিব্রাজক বলি-য়াছেন যে, "আমি মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বত্রেই দেখিয়াছি যে, নারীজাতি একই রূপ দয়াশীল, বিনয়-নম্র, পরদুঃখ-কাতর এবং কোমল-হৃদয়। সকল সময়েই আনন্দ-প্রিয় এবং প্রফুল্ল-চিত্ত, সকল সময়েই ভীরু এবং সলজ্জ। আতিথেয়তার কিম্বা উদার দয়ার কোন অনুষ্ঠান করিতে হইলে ইহারা পুরুষ-দিগের ন্যায় কিংকর্ত্তব্য অবধারণের জন্য চিন্তাপরায়ণ হয় না; পুরুষদিগের ন্যায় ইহারা উদ্ধত অভিমানী এবং প্রভুত্ব-প্রিয়ও নহে, কিন্তু শিষ্টাচার পরিপূর্ণ এবং লোকসংসর্গ-লালায়িত, পরিশ্রমী মিতব্যয়ী এবং সরল; পুরুষজাতি [illegible] ভ্রম প্রমাদে সাধারণতঃ ইহারা অধিক নিপতিত হয়,

কিন্তু সাধারণতঃ ইহারাই আবার অধিকতর ধর্ম্মশীল এবং সদনুষ্ঠানও ইহাদিগেরই অধিক। ভদ্রতা এবং বন্ধুতার বাক্যে সম্বোধন করিয়া, আমি সভ্য কিংবা অসভ্য কোন শ্রেণার নারীর মুখেই কখন একটী অভদ্রজনোচিত নিষ্ঠুর উত্তর পাই নাই। কিন্তু পুরুষদিগের আচরণে অনেক স্থলে ইহার বিপরীত ভাব দেখিয়াছি। অনাতিথেয় ডেনমার্কের পতিত প্রান্তরে, কি সাধু স্থইডেনের গ্রামবর্ত্মে, তুষারসমাচ্ছাদিত লাপলাণ্ডে, কিংবা অভদ্র এবং দুর্ব্বিনীত ফিন্‌লাণ্ড ভূমিতে, ন্যায়াচার-বিরহিত রুসিয়ায়, কিংবা পর্য্যটনপ্রিয় তারতারের সুবিস্তৃত রাজ্যে, যেখানেই আমি বিচরণ করিয়াছি, নারী-প্রকৃতির দয়া সর্ব্বত্রই সমান অনুভব করিয়াছি। যখন ক্ষুধিত, তৃষিত, শীতবাতাহত কিংবা পীড়িত হইয়াছি, তখন কুল-নারীগণই হৃদয়ের সহিত আমাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন এবং ইহাঁদিগের আতিথেয়তা এমনই অকপট ও দয়ার্দ্র যে, ক্ষুধা কি তৃষ্ণার সময় আমি ইহাঁদিগের হস্তে ভক্ষ্য এবং পানীয় যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আমাকে দ্বিগুণ সুখ দান করিয়াছে।"

সকলের অভিরুচি সমান নহে। কেহ কুসুমদলের সুকুমার সৌন্দর্য্য, পতঙ্গের সুচিত্র পক্ষ, বিহঙ্গের মধুর কূজিত এবং স্রোতস্বতীর লহরী-লীলাতেই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করেন, কাহারও চক্ষু এই সমস্ত দৃষ্টিসুলভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থে আকৃষ্ট হয় না। তাহাঁরা সকল বিষয়েই আড়ম্বর চান। নভোমণ্ডল যখন নবজলধরপটলের ঘননীল শোভায় পরি-শোভিত হয়, বায়ুবিলোড়িত সাগরবক্ষে যখন শৈলসদৃশ

তরঙ্গমালা উন্মত্তের ন্যায় ক্রীড়া করে, গগন-স্পর্শী গিরিশিখর যখন তাঁহাদিগের নয়নগোচর হয়; তখনই তাঁহাদিগের শোভানুভাবকতা উদ্বোধিত হয়। যাঁহারা ইহাঁদিগের ন্যায়, নারীজাতির চিরদুঃখিনীদিগের মমতা এবং দয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান দর্শনে সন্তৃপ্ত হন না, তাহাদিগের হৃদয়ের গৌরব অনুভব করিতে পারেন না; নারীজাতির দয়ার একান্ত উজ্জ্বল-কান্তি যাঁহারা অবলোকন করিতে চান; আমরা তাঁহাদিগকে কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এবং তাঁহার ব্রতসহচরীদিগের জীবন সমালোচনা করিতে অনুরোধ করি। ফ্লোরেন্স পিতার যত্নে পুরাতন এবং অধুনাতন বহুভাষায় দীক্ষিত এবং সুশিক্ষিত হইয়া হৃদয়ের প্রথম-বিকাশ-সময়েই এই রূপ সঙ্কল্প করেন যে, তাঁহার যাহা কিছু শক্তি সামর্থ্য এবং বুদ্ধি বৈভব আছে, তাহা দুঃখিত এবং পীড়িতদিগের কল্যাণসাধনেই সমর্পণ করিবেন এবং তিনি বস্তুতও এই মহান্ সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। তিনি জীবনের কতিপয় বৎসর স্বকীয় জন্মস্থান ইংলণ্ডের নানা জনপদের বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় এবং কার্য্যশালা পর্য্যবেক্ষণে অতিবাহিত করিয়া, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিয়ার অন্তর্গত ডুসেলডর্ফ নগরের চিকিৎসালয়ে রোগীদিগের শুশ্রূষার নিমিত্ত ধাত্রীব্রত অবলম্বন করেন। তদনন্তর জর্ম্মণির অনেক স্থানের চিকিৎসালয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন এবং ইংলণ্ডীয় রোগশীর্ণ অসহায় অবলাকুলের আশ্রয়ের জন্য লণ্ডন নগরে একটী রোগিনিবাস সংস্থাপন করেন। তাঁহার এই সমস্ত অনুষ্ঠানেই তিনি অনেক হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি দয়াধর্ম্মের এমনই একটী অলোকসামান্য অশ্রুতপূর্ব্ব কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন যে, তাহা ইংলণ্ড অদ্যাপি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। বিগত ক্রিমিয়ান সংগ্রামসময়ে এই শূরহৃদয়া বালা, সদৃশী আর কতিপয় মহিলাকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া সমরক্ষত এবং পীড়াহত সৈনিকদিগের দুঃখ প্রশমনকামনায় যখন ভোগ, সুখ, এবং মাতৃভূমি পরিত্যাগ করেন—সাগরের উত্তাল তরঙ্গে ভয়ভীত না হইয়া, এক অর্দ্ধসভ্য অপরিচিত দেশাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন এই অভিনব এবং আশ্চর্য্যদৃশ্য দর্শন করিয়া অনেকে যেমন স্তম্ভিত হইয়াছিল, মনুষ্যহৃদয়ে ঈদৃশ মহত্ত্বের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অনেক লঘুচেতা নিন্দক তেমন নানাবিধ অশ্রদ্ধেয় এবং অশ্রাব্য বাক্যে সেই সময়ে তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ এবং উপহাসও করিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় দিবস পরেই ইংলণ্ডস্থ আপামর সাধারণ সমুদয় ব্যক্তিই তাঁহাদিগের দয়া এবং মমতার নিকট পরাভব স্বীকার করে। সমুদয় ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় তাঁহাদিগের পুণ্যকীর্ত্তি পরিকীর্ত্তিত হয়। এক্ষণে ইংলণ্ডের এই এক অভিমান যে, কুমারী নাইটিংগেল এবং তাঁহার সৎকার্য্য-সহচরীরা সকলেই ইংলণ্ডীয় মহিলা।

বস্তুতও স্কুটারী প্রভৃতি স্থানের রোগিনিলয়ে উপনীত হইয়া তাঁহারা যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধি ক্ষমতা এবং নৈপুণ্য সহকারে হৃদয়ের দয়া কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের নাম গ্রহণেই ইংলণ্ডীয়দিগের ভক্তিরসে বিগলিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। তাঁহারা গিয়াছিলেন বলিয়াই শতসহস্র সৈনিকের প্রাণ রক্ষা এবং অগণিত সংখ্যক রোগীর

দুঃখ যাতনার প্রশমন হইয়াছিল। উল্লিখিত চিকিৎসালয়-সমূহের ক্ষত-কলেবর এবং রোগ-নিপীড়িত মৃতকল্প সৈনিক-দিগকে তাঁহারা দিবানিশি জাগরিত থাকিয়া, শরীরে বিশ্রাম নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, এমন ভাবে বৎসরাধিক কাল যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন এবং সেই দুর্ভাগ্য সৈনিকেরা মাতা ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবিরহিত দূরদেশস্থ সেই সকল দুঃখ-নিবাসে তাঁহাদিগের স্নেহ-সজল চক্ষু, তাঁহাদিগের আশ্বাস-প্রদ মুখচ্ছবির প্রতি যেরূপ সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিত; তাহা পাঠ করিতে হৃদয় এখনও হর্ষবিষাদ-মিশ্রিত এক অননুভূত ভাবে পরিপূরিত হয়। কুমারী নাইটিংগেলের জনেক সহৃদয়া সহচরী ঐ চিকিৎসালয় গুলির অবস্থা বর্ণনা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এ স্থলে তাহা হইতে দুই একটী বাক্য উদ্ধৃত করিলাম। যদি অনির্ব্বচনীয় দুঃখরাশি দর্শনে পাঠক ব্যথিত এবং সন্তপ্ত হন, আমরা ভরসা করি আবার তন্মধ্যে অনির্ব্বচনীয় স্নেহরাশিও অবলোকন করিয়া তাঁহার চক্ষু সুশীতল হইবে।

"আমি তথায় উপনীত হইবার দুই দিবস পরে, কুমারী নাইটিংগেল তাঁহার সমভিব্যাহারে চিকিৎসালয় পরিদর্শনের নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিয়া লইলেন। আমরা গৃহের দ্বিতীয় তলটী সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। বোধ হইতে লাগিল, আমাদিগের পরিভ্রমণের শেষ আর হইবে না। তৎ-কালের অবস্থা কি প্রকারে বিস্মৃত হইব! আমরা ধীরে ধীরে হাঁটিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিক্ প্রগাঢ় নিস্তব্ধ। কেবলমাত্র ঐ ঘোরতর যাতনাগ্রস্তদিগের কণ্ঠনিঃসৃত করুণধ্বনি মধ্যে মধ্যে

আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত। স্থানে স্থানে এক একটী স্তিমিত আলোক দেখিতে পাইতাম। কিন্তু কুমারী নাইটীং-গেল তাঁহার আলোকটী হাতে লইয়াই চলিতেন এবং কোন রোগীকে দেখিবার সময় ঐ আলোকটী তাহার মুখের নিকট রাখিতেন। ঐ দুর্ভাগ্য মনুষ্যগুলির প্রতি তিনি যেরূপ কোমল এবং সস্নেহ ব্যবহার করিতেন, তাহা অবলোকন করিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইতাম। গৃহের সমুদয় স্থানই শয্যায় আচ্ছাদিত, এবং রোগীতে সমুদয় গৃহই পরিপূরিত হইয়া-ছিল। এক্ষণে গণনা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ঐ গৃহটীতে সতর শতের অধিক লোকের সুন্দর সমাবেশ হইতে পারে না, কিন্তু তখন চারি সহস্র পীড়িত ব্যক্তিকে ঐ স্থানেই স্থান দেওয়া হইয়াছিল। আমি, আমার সমভিব্যাহারিণী আর একটী মহিলা এবং একটী বেতনগ্রাহিণী ধাত্রী, আমাদিগের এই তিন জনের হস্তে কুমারী নাইটীংগেল ঐ চিকিৎসালয়ের এক বিভাগের রোগীর সেবা এবং শুশ্রূষার ভার সমর্পণ করি-লেন। দেখিলাম, আমাদিগের তিনজনের হস্তেই পোনর শত রোগী সমর্পিত হইল।"

উক্ত মহিলা তাঁহার মনের তৎকালীন ভাব বর্ণনা করিয়া স্থানান্তরে লিখিয়াছেন——

"স্কুটারীর চিকিৎসালয় সেই সময়ে কি মূর্ত্তি ধারণ করি-য়াছিল, বোধ হয় তাহা বর্ণনা করিতে পারিব না। আমরা যখন গৃহের ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতাম, তখন আপনাদিগকে আপনারাই জিজ্ঞাসা করিতাম যে, এই একটী ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন হইতেছে। অরুণের উদয় সময়ে যখন গাত্রোত্থান করি-

তাম, দিবসে যে কি দুঃখরাশির সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহা মনে হওয়াতেই আমাদিগের হৃদয় তখন একবারে অবশ এবং অবসন্ন হইয়া পড়িত। আবার নিশিতে কি রূপ ক্লান্ত এবং কাতর হইয়া শয্যায় নিপতিত হইতাম, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। শরীরের ক্লেশ প্রচুরই ছিল বটে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু তাহাতেই যে এইরূপ ক্লিষ্ট এবং মুহ্যমান হইতাম, এমন নহে। ঐ আশাশূন্য দুঃখরাশির মধ্যে নিরন্তর অবস্থান নিবন্ধন আমাদিগের হৃদয়ই যেন রুগ্ন হইয়া উঠিল।"

স্মর্ণার চিকিৎসালয়স্থ পীড়িতদিগের শুশ্রূষার ভার যে কতিপয় মহিলা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্কা কুমারী ঐ দুঃখনিবাসে প্রথম প্রবেশসময়ে লজ্জা এবং দয়ার বিরোধ নিবন্ধন হৃদয়ে কিরূপ ভাব অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে নর-নারী সকলেরই উপকার হইতে পারে।

"আমি অবশ্যই স্বীকার করি যে, অতগুলি পীড়িত সৈনিকের মধ্যে আমার ধাত্রী ব্যতীত আর কাহাকেও আমার পার্শ্ব-চারিণী না দেখিয়া আমি প্রথমে একটুকু কুণ্ঠিত এবং বিবর্ণমনা হইয়াছিলাম। কিন্তু রোগ এবং যাতনার নিলয়ে প্রবেশ কর, একবারমাত্র মনে কর যে, কতকগুলি মনুষ্যের কল্যাণ এবং শান্তি তোমারই হস্তে নির্ভর করে, দেখিবে অমনিই আত্ম-বিস্মৃতি উপস্থিত হইবে। নিষ্কর্ম্মা দর্শকের মনে যেরূপ ভয় বিস্ময়, এবং বিরক্তি উপস্থিত হয়, তোমার হৃদয়ে তাহা বিন্দু-মাত্র স্থানও প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। একটীমাত্র ভাবই

তোমার সমুদয় হৃদয়কে তখন অধিকার করিবে। দয়া, পর-দুঃখপ্রশমন ব্যাকুলতা, এই একটীমাত্র চিন্তাই তোমার সমুদয় চিত্তবৃত্তিকে তখন গ্রাস করিয়া রাখিবে।——”

চক্ষু দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করিতে পায় না, কর্ণ পাঞ্জরভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস এবং সকরুণ ক্রন্দন ভিন্ন আর কিছুই শ্রবণ করে না; শত শত পুরাতন রোগী কালকবলে নিপতিত হইতেছে, আবার নূতন রোগীরা তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে; চতুর্দ্দিকেই মৃত্যুর বিকট দৃষ্টি, বায়ুও যেন মৃত্যুরই গন্ধ বহন করে; এইরূপ ভয়ানক দুরবস্থায় আশৈশব সম্পদলালিতা এই কিশোরবয়স্কা কুলবালারা কিরূপ অপরাজিত হৃদয়ে, অম্লানবদনে, নিজ ভ্রাতার নয়, বন্ধুর নয়, অপরিচিত পরের পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে কে নারী-প্রকৃতির হৃদয়গত মাহাত্ম্য-বিষয়ে ক্ষণমাত্র সন্দিহান থাকিতে পারে? আমরা এই স্থানে এক্ষণে, সুখের আসনে সমাসীন হইয়া তাঁহাদিগকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিতে পারি। তাঁহারা দয়াপরবশ, না যশোলালসায় ব্যগ্র হইয়া ঐ অসমসাহসিক, অদৃষ্টচর সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; লজ্জার সীমা অতদূর উল্লঙ্ঘন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য ছিল কি না; তাঁহারা এক অপরিচিত রাজ্যে গমন না করিয়া স্বালয়েই দয়ার নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন কি না, ইত্যাদি প্রসঙ্গে সুক্ষ্ম-সূত্রিত যুক্তিজাল বিস্তার করিতে পারি। কিন্তু আমরা আপনারা যদি সেই অনাথ অনাশ্রয় ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সৈনিক এবং রোগীদিগের শয্যায় শয়ান থাকিতাম, তাঁহাদিগের সেই অসহনীয়, অনির্ব্বচনীয় দুর্দ্দশা যদি আমাদিগের

নিজের হইত; জনক জননী ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র পরিবার কোথায় রহিয়াছে, তাহার তত্ত্বও নাই, এদিকে যাতনায় অস্থি পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত হইতেছে, মৃত্যু প্রতিক্ষণেই সম্ভবপর; দশদিক্ অন্ধকার।—ক্রমিয়ার সংগ্রামযাত্রী পীড়িতদিগের এইরূপ আশ্র-শূন্য হতভাগ্য অবস্থায় যদি আমরা আপনারা নিপতিত হইতাম; আমাদিগের ছলগ্রাহিণী বুদ্ধি যে তবে কোথায় পলায়ন করিত, তাহার ঠিকানাও থাকিত না। আমরা ঐ অবলাকুল-রত্নমালার প্রতি তবে নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতাম। সেই স্বজনবিরহিত দুরবস্থ দুঃখীরা তাঁহাদিগকে কিরূপ অপরিসীম ভক্তি করিত, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের এক জন লিখিয়াছেন——

"কার্য্যভারে যখন নিষ্পেষিত হইয়াছি, কর্ত্তব্যের গুরুতর ব্রতপালনে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তখনও সুখের একটী সমুজ্জ্বল রশ্মি আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে নিয়ত নিপতিত রহিয়াছে। একটী দ্রব্য আমরা নিরন্তরই লাভ করিয়াছি, যাহাতে আমাদিগের পরিশ্রম পরিশ্রম বলিয়াই বোধ হইতে পারে নাই এবং সমুদয় ক্লেশই আমাদিগের নিকট মধুর অনুভূত হইয়াছে। উহা আর কিছুই নহে, ঐ মনুষ্য গুলির ভক্তি, প্রীতি, এবং কৃতজ্ঞতা। ভাষায় ঈদৃশ শব্দ নাই, যদ্দ্বারা আমরা উহাদিগের হৃদয়ের সেই ভাব ব্যক্ত করিতে পারি। উহাদিগের শ্রদ্ধার বস্তুতঃ পরিসীমাই ছিল না। আমরা উহাদিগের মধ্যে যত দিন অবস্থান করিয়াছিলাম, ঐ ভাব তত দিনই একরূপ, এবং অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছিল। আমরা যদিও অচিরেই পরিচিত বান্ধব শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া দিবসে নিশিতে অবিশ্রান্ত

উহাদিগের মধ্যে বিচরণ করিয়াছি, কিন্তু আমাদিগের প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা উহারা ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হইত না। মর্ম্মভেদী যাতনার সন্নিধানেই দণ্ডায়মানা হই, কিংবা তৃষিত-নয়নে উদয়োন্মুখ স্বাস্থ্যের মুখাবলোকন করিতেই গমন করি ; কি রোগীগণ, কি চিকিৎসালয়ের সেবক এবং রক্ষকগণ কাহারও মুখে কোথাও এমন একটী শব্দ আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয় নাই, যাহাতে স্ত্রীলোকের কর্ণ অণুমাত্র ব্যথিত হইতে পারে। রহিরঙ্গনে, প্রহরিখণ্ডে, অথবা দ্বার দেশে যে খানেই কার্য্যানুরোধে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছি ; দেখিয়াছি, যে সমস্ত সৈনিক সেবকগণ তাম্রকূট সেবনে অথবা অপরবিধ আমোদে সময়াতিপাত করিতে থাকিত, আচারবিষয়ে যাহারা সম্যক্ অনভিজ্ঞ, তাহারাও আমাদিগের দর্শনমাত্র সসম্ভ্রমে নিস্তব্ধভাব অবলম্বন করিত। ইহা সপ্তাহ কি মাসৈক কাল নহে, আমার তথায় অবস্থানের বারটী মাসই আমি এইরূপ আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং আমার সহচরীরাও সকলেই ঈদৃশ ব্যবহার অবলোকন করিয়াছেন।"

মৃত্যুশয্যায় শয়ান এক জন বিষম যাতনাদগ্ধ সৈনিক, সুধাময়ী শান্তির প্রতিমুর্ত্তিরূপিণী ইহাঁদিগের একটী মহিলাকে ঔষধিহস্তে পার্শ্বে দণ্ডায়মানা দেখিয়া বলিয়াছিল, "আমার মনে লয়, আপনি মানুষী নহেন, কোন সুরলোকবাসিনী দেবী।" আমাদিগেরও মনে লয়, ইহাঁরা মানুষী নহেন, সুরলোকবাসিনী দেবী।

আমরা পুরুষপ্রকৃতির ওজস্বিতা এবং বীরগুণের স্তুতি

করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। যে সমস্ত দেবসদৃশ মহাপুরুষেরা কালে-কালে জন্ম গ্রহণ করিয়া মানবজাতি এবং মেদিনীকে সম্মানিত করিয়াছেন, যাঁহাদিগের জ্ঞান তত্ত্বজলধির অগাধ সলিলে অহর্নিশ নিমজ্জিত রহিয়াছে, যাহাঁদিগের জিহ্বা-নিঃসৃত বাক্য বাতপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেশদেশান্তর পর্য্যটন করিয়াছে, যাহাঁদিগের উৎসাহবিস্ফারিত চক্ষু নিরবচ্ছিন্ন অনলোদ্গীরণ করিয়া রণভূমি আলোকিত এবং লক্ষ লক্ষ মনুষ্যকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে, যাঁহারা ভূপৃষ্ঠচারী মনুষ্য হইয়া সূর্য্যকে স্পর্শ করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিয়াছেন, কৃষকালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া তেজোবলে সংসারে রাজপূজা লাভ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। কিন্তু মনুষ্যপ্রকৃতিতে কি এমন আছে, যাহা প্রীতির স্বর্গীয় কান্তিকে পরিম্লান করিতে পারে? আমরা জ্ঞানের এবং বীরগুণের সমাদর করি, কিন্তু প্রীতির নিকট আমাদিগের হৃদয় একেবারে বিগলিত হইয়া পড়ে। জ্ঞানী এবং বীর আমাদিগের সম্বন্ধে চিরকালই পর। প্রীতি সকলেরই উপর মমত্ব সংস্থাপন করে। প্রীতি যদি বস্তুতই ঈশ্বরের প্রতিকৃতি হয়, প্রীতির নিঃস্বার্থ, নির্ম্মুক্ত, নিরুপম ভাব হৃদয়ে পরিপোষণ করিলে যদি মনুষ্য যথার্থই দেবজন-সম্ভজনীয় হয়, তবে প্রীতিগুণে নারী-জাতি যে সর্ব্বথা আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ এবং ভক্তিভাজন, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। যখন কোন প্রশস্তমনা অঙ্গনা আত্মপর বিবেচনা না করিয়া, কৃতজ্ঞতাকেও অবমাননাস্বরূপ বোধ করিয়া, মুমূর্ষুর পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হন; যখন তাহাঁর চক্ষু, জিহ্বা, এবং স্পর্শ, সমুদয়ই ঐ আসন্নমৃত্যু পীড়িতের নিরাশ-

হৃদয়ে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতে থাকে; বেকনের বিশালবুদ্ধিও তখন লজ্জাবনত হয়, পরম যোগীও তখন সশঙ্কমনে আপনাকে এইরূপ বলেন, "আত্মন্! তুমি ক্ষণকালের জন্য একপার্শ্বে অপসারিত হও, আমি তোমা হইতে পবিত্রতর এই রমণীয় দৃশ্য একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লই।"

আমরা নারীহৃদয়ের প্রীতির অলৌকিক সৌন্দর্য্য বিষয়ে যাহা লিখিলাম, অনেকে তাহা নারীজাতির অনুচিত স্তুতি-স্বরূপ মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমরা অভিমানের সহিত বলিতে পারি যে, মনুষ্য-সমাজের সমুন্নতশীর্ষক সহৃদয় জ্ঞানী দিগের পদচিহ্নের অনুসরণ করা যদি অবমাননার কার্য্য না হয়, লোক-হৃদয়-মর্ম্মজ্ঞ উচ্চতম কবিদিগের কবিতা-নিচয় যদি নিতান্ত প্রলাপবাক্য না হয়, আমাদিগের হৃদয় যদি সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদি সাক্ষি বলিয়া উপেক্ষার পাত্র না হয়, তবে আমরা এমন একটী কথাও লিখি নাই, যাহা অস্বাভাবিক কিম্বা অসঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। আমরা নারীজাতি-সম্বন্ধে কতিপয় মহান্ ব্যক্তির উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহারা জ্ঞানাভিমানে স্ফীত হইয়া নারীজাতিকে উপেক্ষা এবং অবজ্ঞার পাত্র মনে করেন, পৃথিবীর প্রধানতম জ্ঞানীরা ইহাঁদিগকে কি চক্ষে অবলোকন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাঁহারা যে লজ্জিত হইবেন, তাহাতে আর সংশয় নাই।

"একটী গভীরতা আছে, যেখানে বুদ্ধিই আলোকবর্ত্তিকা হস্তে অবরোহণ করিতে পারে; একটী উচ্চতা আছে, যেখানে কল্পনাই প্রশস্তপক্ষে উড্ডীন হইয়া আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। ঐ গভীরতা—তত্ত্বজ্ঞান, ঐ উচ্চতা—বাগ্মিতা এবং গীত।

কিন্তু একটী গভীরতর গভীরতা আছে, যেখানে বুদ্ধি যায় না; একটী উচ্চতর উচ্চতা আছে, যেখানে কল্পনা উড্ডীয়মানা হয় না। ঐ গভীরতা—ন্যায় ঐ উচ্চতা—প্রেম। উহাই ধর্ম্মের বিশাল প্রশস্ত স্বর্গ। বিবেকই সেখানে অবরোহণ করিতে পারে, হৃদয়ই সেখানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। আত্মা ঐ স্থানেই জীবন লাভ করে এবং উহাই নারীর যথার্থ স্থান। ন্যায়ে এবং প্রেমে নারী, পুরুষ অপেক্ষা গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে, বিশ্বাসে উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিয়াছে।" *

"নারীহৃদয় এমনই নির্ম্মুক্ত স্বভাব, দয়াশীল এবং করুণাপূর্ণ যে, কর্ত্তব্য যতটুকু আদেশ করে, পরোপকার বিষয়ে তাহা অপেক্ষা অধিক অনুষ্ঠান না করা নারীর মধুরহৃদয়ে পাপ বলিয়াই পরিগৃহীত হয়।" †

"আমি যখন নারীর প্রীতিরাশির সন্নিহিত হই, তখন নারীপ্রকৃতি এমনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতীয়মান হয় যে, কর্ত্তব্যবিষয়ে নারী যাহা আদেশ এবং উপদেশ করে, তাহা পবিত্রতম পরিপক্বতম এবং উৎকৃষ্টতম বলিয়া অনুভূত না হইয়া থাকিতে পারে না। নারীহৃদয়ের সন্নিধানে সকল প্রকারের উচ্চতর জ্ঞান পদচ্যুত এবং অবনত হয়; বিবেক পরাজিত হইয়া পড়ে; বুদ্ধি এবং ক্ষমতা নারীর পরিচারিণীর মুর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। মানসিক উচ্চতা এবং মহিমা নারী-প্রকৃতিতে এমনই মোহন মুর্ত্তি ধারণ করে যে, বোধ হয় যেন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য

* থিয়াডোর পারকার।

† শেক্সপীয়র।

তাহারা স্বর্গীয় প্রহরীর ন্যায় নারীর হৃদয় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।”

পৃথিবীর অধুনাতন এক *জন অলোকসামান্য পণ্ডিত তর্কতরঙ্গে ভাসমান হইয়া, লোকহৃদয়প্রিয় অশেষ মৌলিক সত্য হইতে দূরে গমন করিয়াও, নারীর প্রীতিমান্ হৃদয়ের নিকট কেমন আশ্চর্য্য ভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতে চাই। এই উদাহরণটীতে পাঠকবর্গ উপহসনীয় যদি কিছু দেখিতে পান, আমরা অনুরোধ করি, প্রবীণ লোকের ভ্রান্তি বলিয়া যেন কৃপার চক্ষে তাহা উপেক্ষা করেন এবং উহার অভ্যন্তরদেশে যে সুন্দর সত্যটী প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাই যেন আদরের সহিত গ্রহণ করেন। ফ্রান্সদেশের অগাষ্ট্ কোমটের নাম বোধ হয় পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে। কোম্‌টের নাম অদ্য কল্য অনেক স্থলে বেকনের নাম হইতেও সমধিক গৌরবান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। কোম্‌টের অসাধারণ জ্ঞানপ্রতিভায় মোহিত হইয়া অনেকে তাঁহার লেখনীবিনির্গত প্রতি বাক্যকেই আপ্তবাক্য করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ই যে, কোম্‌ট বিকৃতমনাই হউন আর অবিকৃতমনাই হউন, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানজগতে তিনি এক অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্য পদার্থ। জ্ঞানাভিমানে স্ফীত হইয়া কোম্‌ট পৃথিবীতে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন এবং তাঁহার সুবিশাল মস্তিষ্ক হইতে সময়ে এমনই আশ্চর্য্য

---

* মিল্‌টন্।

এবং অশ্রুতপূর্ব্ব একটী ধর্ম্ম রচনা করিয়া তুলিলেন যে, বিশ্ব তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। তাঁহার ধর্ম্মে ঈশ্বর এবং পরকাল এই দুইটী নিষ্প্রয়োজন। মনুষ্য-জাতির সমষ্টিই সর্ব্বস্ব এবং লোকস্মৃতিতে অবস্থান অর্থাৎ কীর্ত্তিই পরকাল। পুরাতন যতবিধ ধর্ম্ম এবং উপধর্ম্ম বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাঁহার ধর্ম্মের সহিত কিছুরই সম্বন্ধ বা সংশ্রব থাকিবে না। এমন কি, বৎসরপরিমিত কাল সর্ব্বত্র দ্বাদশমাসে বিভক্ত রহিয়াছে, কোম্‌ট স্বকীয় নবধর্ম্মানুশাসনে তাহারও পরিবর্ত্তন করিয়া ত্রয়োদশ মাসে বিভক্ত করিলেন। কিন্তু কোন প্রকারের উপাসনা না থাকিলে ধর্ম্ম রক্ষা পাইতে পারে না, উপাসনাই ধর্ম্মের জীবন। কোম্‌ট নির্ভীকহৃদয়ে প্রচার করিলেন, মানব জাতির সমষ্টিই উপাস্য দেবতা এবং যে হেতু নারীহৃদয়েই মানবজাতির সকলবিধ সদ্গুণের সমষ্টির প্রতিকৃতি; অতএব মাতা, পত্নী, এবং দুহিতা, এই ত্রিতয় মূর্ত্তিবিশিষ্ট নারীহৃদয়ের পূজা করিয়াই মানবজাতির এবং মনুষ্যত্বের পূজা করিতে হইবে। এই তিন পর্য্যায়ক্রমে ভূত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের প্রতিনিধি এবং ভক্তি প্রীতি ও স্নেহ এই ভাবত্রয়ে ইহাঁরা যথাযথ প্রপূজনীয়। এই তিনের পূজাতেই ত্রিকালজীবি-মনুষ্যত্ব আমাদিগের প্রদত্ত পূজা প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যের উন্নত বুদ্ধির এইরূপ অব-নতি এবং বিড়ম্বনা দেখিয়া আমরা কখনই দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু এই অদ্ভুত উদাহরণ হইতে আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি যে, অভিমানী কোম্‌ট লোকলোচ-নের অগোচর বলিয়া ঈশ্বরের প্রেমকে অস্বীকার এবং ধর্ম্ম ও

নীতির মূলে খড়্গাঘাত করিয়াও প্রত্যক্ষ প্রেমপুঞ্জ মাতা, পত্নী, এবং দুহিতাকে পদতলে দলন করিতে পারিলেন না। "তাঁহার প্রীতি হইয়ে শতধা বিরাজয়ে জননীহৃদয়ে সতীর প্রেমে"—এই হৃদয়গত সত্যটীতে কোম্‌ট অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রচুর সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। প্রমাণ করিলেন যে, ঈশ্বরে প্রেমের কণামাত্র লাভ করিয়াও নারীর হৃদয় এমন কমনীয় হইয়াছে যে, উহার নিকট বুদ্ধি পরাজিত হয়।

বস্তুতঃ মানবপ্রকৃতি বিষয়ে প্রগাঢ় পর্য্যালোচনা করিলে, ইতিহাসের প্রতি কর্ণ দিলে নিশ্চয়ই প্রতীতি হয় যে, পুরুষ শারীর বীর্য্যে এবং বুদ্ধিসামর্থ্যে যেমন বলবান্; হৃদয়ের সৌন্দর্য্যে, প্রীতিতে, দয়াতে, ঈশ্বরের প্রতি মতিতে নারী তেমনই শ্রদ্ধাস্পদ। রৌদ্র এবং জ্যোৎস্না—, বিশ্ব উভয়কেই চায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নারীজাতির শিক্ষা।

"নারীজাতির শিক্ষার আবশ্যকতা।"

নারীজাতির হৃদয়গত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এবং মহিমা, তাহাদিগের প্রীতি, তাহাদিগের ঈশ্বরানুরাগ আমরা স্বীকার করিলাম। তাহারা যে ঈশ্বরের হস্ত হইতে দেবদুর্ল্লভ প্রকৃতি লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে আর আমাদিগের সংশয় রহিল না। কিন্তু কি উপায়ে নারীপ্রকৃতি বিকসিত হইতে পারে, নারীজাতি কি প্রকারে তাহাদিগের স্বভাবলব্ধ শোভা লোক-সমাজে প্রকাশিত করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ, এবং আমা-দিগেরও নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতে পারে, আমরা তাহাই এক্ষণে অবগত হইতে চাই।

কুসংস্কারের ঘোরতর শাসনে যাঁহাদিগের মনোবৃত্তি এবং চিন্তাশক্তি ভয়ানক জীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে এক্ষণে বলিয়া থাকেন যে, শিক্ষাই নারীজাতির কল্যাণের এবং উন্নতির একমাত্র নিদান। তাঁহাদিগের এই উক্তি কতদূর সঙ্গত, কিরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপরে উহা সংস্থাপিত রহিয়াছে, শিক্ষা নারীজাতির পক্ষে কেন যার পর নাই প্রয়ো-জনীয়, শিক্ষাবিরহে নারীজাতির কিরূপ দুর্গতি অবশ্যই

সমুৎপন্ন হয়, এবং কিরূপ শিক্ষা নারীজাতির বিশেষ অনুকূল, তাহা অবশ্যই প্রগাঢ় রূপে আলোচনা করা উচিত। অভাব-বোধ না হইলে অভাব মোচনের চেষ্টা কখনই মর্ম্মগত হইতে পারে না। নারীজাতির শিক্ষার অভাব সমাজসাধারণে একবার গাঢ় রূপে অনুভূত হউক, কেন নারীজাতিকে প্রগাঢ় পরিপক্ক এবং সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা প্রদান করা অতীব আবশ্যক, ইহা সকলেই অনুভব করুক, বর্ষ কতিপয়ে সমুদয় নারী-সমাজের মুখচ্ছবি পরিবর্ত্তিত হইবে সন্দেহ নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ এবং শিথিলযত্ন, তাঁহাদিগের চক্ষুও উৎসাহে বিস্ফারিত হইবে।

আদৌ শিক্ষার আবশ্যকতা। ইহা নিঃসংশয় যে, জীবন্ত যত কিছু পদার্থ বিশ্বরচয়িতার এই রমণীয় জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, পরিবর্দ্ধনই তাহাদিগের স্বভাব। বালুকণা এবং প্রাচীন হিমাচল চিরকাল একই অবস্থাতে রহিয়াছে এবং একই অবস্থাতে থাকিবে। তাহাদিগের ক্ষয়বৃদ্ধি নাই। কিন্তু লতাপাদপ, পশুপক্ষী অথবা মনুষ্যদেহের সেরূপ প্রকৃতি নহে। চক্ষুর অলক্ষণীয় ক্ষুদ্র অবস্থাতে ইহাদিগের আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া ইহারা আশ্চর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করে। এক দিন যে পাদপ অঙ্কুরিতমাত্র ছিল, অদ্য সহস্রা-ধিক বিহঙ্গ তাহার শাখা পল্লব আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, মনুষ্য তাহার শীতলচ্ছায় মুলদেশে উপবেশন করিয়া শ্রান্তির অপনোদন করিতেছে। এক দিন যে পুরুষ মাতার গর্ভে জড়-পিণ্ডবৎ শয়ান ছিল, আজ তাহার বীর্য্যবিক্রমে পৃথিবী কম্পা-মানা। ঈশ্বর যে সকল জড় বস্তুতে জীবনী শক্তি প্রদান করি-

য়াছেন, তাহাদিগের বৃদ্ধি আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি, সুতরাং তাহাতে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু চক্ষুর বিষয় নয় বলিয়া কি আমরা আত্মার পরিবর্দ্ধন বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারি? আত্মা জীবনশূন্য অবাস্তব পদার্থ নহে। উহা একটী জীবন্ত বাস্তব পদার্থ। পাদপদেহ অপেক্ষা প্রাণিদেহ যেমন অধিক জীবন্ত, প্রাণিদেহ অপেক্ষা আত্মা তেমন অধিক সজীব। প্রভেদ এই যে, শরীরের বৃদ্ধির সীমা আছে, আত্মার পরিবর্দ্ধনের ইয়ত্তাই নাই।

মনুষ্যাত্মা যে সৃষ্টি অবধি দিন দিনই পরিবর্দ্ধিত হয়, অব্যাহত পরিবর্দ্ধনই যে উহার জীবন, হস্তস্পৃশ্য না হইলেও তাহাতে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। শিশু অক্ষরদ্বয় সংযোজন করিয়া, মাতা এই নামটীও উচ্চারণ করিতে পারে না, বৃদ্ধ পৃথিবীর চতুর্দ্দেশ-বাসী মনুষ্যের সহিত তাহাদিগের নিজ নিজ ভাষায় উচ্চতম সত্য সকলের আলোচনা করে। তাহার আত্মার পরিবর্দ্ধনই কি এই বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনের কারণ নয়? কিন্তু এই পরিবর্ত্তন কি হইতে উৎপাদিত হয়? মনুষ্য নয়, সমুদয় মানবজাতি, সমস্বরে উত্তর প্রদান করিবে "শিক্ষাই উহার কারণ।" শিক্ষাই প্রকৃতির ধাত্রীমাতা। শিক্ষা মনুষ্যাত্মাকে বিকসিত করে; মনুষ্যকে সোপান হইতে সোপানে—উন্নতির দিকে লইয়া যায়। শিক্ষার পথ যদি রুদ্ধ থাকিত, মনুষ্য অদ্যও বনে বনে বিচরণ করিত; সুখাদ্য অথবা কুখাদ্য কোনবিধ বস্তু দ্বারা স্বোদর পরিপূরণ জীবনের একমাত্র কার্য্য মনে করিত। বৃটেনিয়ার অভিমান-চিহ্নভূত পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অধিবেশন স্থান হয় ত সভ্য-

দিগের সমসঙ্খ্য শৃগালের বিকট নাদে নিনাদিত হইত। শিক্ষিত না হইলে মনুষ্য এবং ইতর জন্তুতে বাস্তব পার্থক্য কিছুই থাকিত না। পৃথিবীতে এক্ষণেও যে সমস্ত অসভ্য জাতীয় মনুষ্য পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে, সভ্যতার উচ্চতম শৃঙ্গে যাঁহারা সমারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে প্রকৃতিতে তাহাদিগের কিছুই প্রভেদ নাই। একমাত্র শিক্ষাগত পার্থক্যেই তাঁহারা দুইটী ভিন্ন জাতীয় জীব বলিয়া অনুভূত হইতেছেন। সুসভ্য দেশেও সুখসম্পদের পৃষ্ঠভূমিতে, দরিদ্রতার পর্ণশালায়, অথবা পাপের মলিন নিবাসে হয় ত এখনও কত বেকন্ কত জন্সন্ শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত হইয়া প্রাথমিক অসভ্যাবস্থাতেই জীবন অতিবাহিত করিতেছে! সাগরগর্ভস্থ রত্নের ন্যায় লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাদিগের জ্যোতি কখনই লোকচক্ষু পরিতৃপ্ত করিবে না! শিক্ষাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লাভের বস্তুতঃ একমাত্র উপায়। যে শিক্ষা মনুষ্যকে জলে স্থলে নভোমণ্ডলে আধিপত্য প্রদান করিয়াছে এবং জীবগণের রাজত্ব প্রদান করিয়াছে, আমাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, নারীজাতিও সেই শিক্ষারই প্রভাবে পৃথিবীতে দেবী বলিয়া পরিচিত হইবে।

অনেকে নারীপ্রকৃতির উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াও নারীজাতির পক্ষে শিক্ষা তাদৃক্ আবশ্যক মনে করেন না। তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, সাধারণতঃ সমুদয় মনুষ্যজাতি বিশেষতঃ প্রতিমনুষ্য যখন শিক্ষার সাহায্য ব্যতীত উন্নতির দিকে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না, তখন নারীজাতি কি বিনা শিক্ষাতেই তাহাদিগের গম্যস্থানে উপ-

স্থিত হইতে পারিবে? প্রাণিদেহের পক্ষে অন্ন জল ব্যায়াম এবং বৃক্ষবল্লীর পক্ষে জলসিঞ্চন প্রভৃতি যেমন প্রয়োজনীয়, আত্মার উন্নতির পক্ষেও শিক্ষা ঠিক সেইরূপ প্রয়োজনীয়; না হইলেই নয়। মাতা পৃথিবী যদি স্তন্যস্বরূপ রস সঞ্চারণে বিরত হন, অতীব কমনীয় লতা এক দিবসে মলিন এবং মৃতকল্প হইবে। একদিবস অন্নপানে বঞ্চিত হইলে মনুষ্যদেহ বিবর্ণ এবং শীর্ণ হইয়া পড়ে। অবলাকুলের যে সমস্ত বিরল-দৃশ্য অপূর্ব্ব রত্নের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাতে মনুষ্যসমাজ সময়ে সময়ে আলোকিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের সেই মানসিক সম্পদ কি অযত্নলব্ধ ধন? শিক্ষা না পাইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের অগণিতসঙ্খ্যক দুঃখিনী ভগিনীদিগের হীন দশায় অবস্থান করিতেন। যদি নারীজাতি মনুষ্যজাতির বহির্ভূত না হয়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, ঈশ্বর পরকাল, পুরুষজাতির পক্ষে যেরূপ, নারীজাতির পক্ষেও যদি ঠিক সেইরূপ হয়, পুরুষের ন্যায় নারীরও একটী আত্মা আছে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে শিক্ষা পুরুষের পক্ষে যেমন আবশ্যক, নারীর পক্ষেও তেমনই আবশ্যক, তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই। অনেকে নারীজাতিকে শিক্ষা দান করা, পিঞ্জররুদ্ধ বিহঙ্গকে ঈশ্বর নাম শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় একটী আমোদের অথবা সুখের কার্য্য মনে করেন। কিন্তু ইহা বস্তুতঃ শুদ্ধ আমোদ অথবা সুখের কার্য্য নহে, একটী গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান। অবহেলন ভয়ানক প্রত্যবায়। নারীজাতিকে অন্নজলে বঞ্চিত করিয়া মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করা যদি পাপ হয়, শিক্ষা লাভে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে দুঃখ দুর্গতি এবং পাপমুখে

নিক্ষেপ করা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক পাপ। বিকাসোন্মুখ কুসুম কলিকাকে পাদদলিত করিতে যাঁহার চিত্ত ব্যথিত এবং কুণ্ঠিত হয়, তিনি কোন্ হৃদয়ে নারীজাতির শিক্ষার পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া তাহাদিগের হৃদয় মন, আশা ভরসা, সমুদয় নাশ করিতে সাহসী হন, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকের এই আশ্চর্য্য উন্নতির সময়েও ভারতসন্ততিগণ নারীজাতির শিক্ষার সবিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করেন না! কিন্তু ভারতবর্ষের পুণ্যদিনে, আধুনিক সভ্যদেশ সমূহ যখন অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, বৃটেনিয়া যখন বন্য পরিচ্ছদ পরিতাগ করে নাই, রোমের রাজপতাকা যখন উড্ডীয়মানা হয় নাই, সেই পুরাতন দিনে ভারতবর্ষের সাধুহৃদয় মহর্ষিগণ উপদেশ করিয়াছেন,—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"——কন্যাকেও পালন করিবে এবং অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দান করিবে।

নারীজাতির শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে আর সংশয় রহিল না। কিরূপ শিক্ষা লাভে তাহারা অধিকারী এবং কিরূপ শিক্ষা তাহাদিগের প্রকৃতির বিশেষ অনুকুল, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক। আদৌ শিক্ষা দ্বিবিধ। মুখ্য এবং গৌণ, অথবা নিরপেক্ষ এবং সাপেক্ষ। শিক্ষালাভই যে শিক্ষার প্রধান ফল, ফলান্তর যাহার পুরস্কার নয়, আমরা তাহাকে মুখ্য অথবা নিরপেক্ষ শিক্ষা বলি। যথা সুখ অথবা উন্নতি। সুখ স্বয়ংই সুখের পুরস্কার, উন্নতি স্বয়ংই উন্নতির ফল। আমরা সুখ কিম্বা উন্নতি হইতে ভিন্ন, অপর কোন ফললালসায় সুখী অথবা উন্নত হইতে চাই না। সুখা এবং

উন্নত হইতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। মুখ্য শিক্ষার ফল এবং প্রয়োজনও সেইরূপ আপনাতেই পর্য্যাপ্ত রহিয়াছে। আত্মার বিকাস, আত্মার পরিবর্দ্ধনই মুখ্য শিক্ষা। সুতরাং আত্মার বিকাস এবং আত্মার পরিবর্দ্ধনই উহার ফল। ফলান্তর উহা হইতে আমরা প্রত্যাশা করিতে চাই না। কিন্তু যে শিক্ষার ফল আপনাতে নয়, যাহার পুরস্কার স্বতন্ত্র এবং প্রয়োজন পৃথক, তাহা গৌণ অথবা সাপেক্ষ নামে অভিহিত হইতে পারে। উহাকে ব্যবসায় শিক্ষাও বলা যাইতে পারে। অধ্যাত্ম জগতের জীব বলিয়া পুরুষজাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই ধনীই হউক, আর নির্দ্ধনই হউক, মুখ্য শিক্ষা লাভে যেমন সম্পূর্ণ অধিকারী, আত্মার শক্তিনিচয়ের বিকাসানুকূল শিক্ষাতে নারীজাতির প্রত্যেকেরই তেমন সম্পূর্ণ অধিকার এবং পৃথিবীর জীব বলিয়া জীবন নির্ব্বাহের উপযোগী কোন ব্যবসায় শিক্ষা করা পুরুষের যেমন কর্ত্তব্য, নারীরও তেমনই কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সংশয় নাই। সাপেক্ষ অর্থাৎ সমাজের কার্য্যোপযোগী ব্যবসায় শিক্ষাতে নারীজাতি কত দূর অধিকারী এবং কিরূপ ব্যবসায় তাহাদিগের শরীর মনের উপযোগী হইতে পারে, আমরা যথা স্থানে তাহার উল্লেখ করিব। আপাততঃ নারীজাতির মুখ্য শিক্ষারই আলোচনা করা যাউক।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, যে শিক্ষায় আত্মার বৃত্তিনিচয় প্রস্ফুরিত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাই মুখ্য শিক্ষা। কিন্তু আত্মা কি? আত্মা আমাদিগের মনের কোন একটী বিশেষ শক্তি, অথবা হৃদয়ের কোন একটী বিশেষ ভাবের নাম নহে।

আমরা মুহুর্মুহুঃ যে "আমি" শব্দ ব্যবহার করিতেছি, সেই "আমি" ই আত্মা। শরীর আত্মার ক্ষণস্থায়ি বসতিস্থান মাত্র। বুদ্ধি, বিবেক, হৃদয় এবং প্রবৃত্তিনিচয়, এই সমুদ-য়ের আশ্রয়ই আত্মা শব্দের বাচ্য। হস্ত পাদ প্রভৃতি যেমন শরীরের পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ, কোন একটী অঙ্গই সমুদয় শরীর নহে; বুদ্ধি বিবেক হৃদয় প্রভৃতিও তেমন আত্মার পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গস্বরূপ, ইহার কোন একটীই সমুদয় আত্মা নয়। বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মার কোন একটী বিশেষ অঙ্গের বিকাস এবং পরিবর্দ্ধনে আত্মার সম্যক্ বিকাস এবং পরিবর্দ্ধন হয় না। সুতরাং আত্মার সমুদয় অঙ্গের সমুদয় বৃত্তির সমঞ্জসীভূত বিকাসেই আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাস এবং তাহাই মুখ্য শিক্ষার প্রয়োজন। শরীরে এক অঙ্গের অপচয়ে অপরাঙ্গের অস্বা-ভাবিক পরিবর্দ্ধন যেমন নিতান্ত কুৎসিত মূর্ত্তি ধারণ করে, আত্মারও একাঙ্গ খর্ব্ব ও অপরাঙ্গ সমুন্নত হইলে অভীষ্ট সিদ্ধি না হইয়া বরং আত্মার অমঙ্গলই সমুৎপন্ন হয়। আমরা জন্ কালবিনের ধর্ম্মানুরাগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি; কিন্তু তিনি স্বকীয় অন্ধীভূত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী একটী মনুষ্যকে প্রজ্বলিত হুতাশনে যে জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতেও আমাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। নিশ্চয়ই প্রতীতি হয় যে, ধর্ম্মানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি এবং দয়া সুন্দর রূপে উন্মী-লিত না হওয়াতেই তিনি ঐ নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, অসুরোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিয়াছিলেন। শুদ্ধ কালবিনের উদাহরণ নয়, ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা

যায় যে, জ্ঞানালোকবিরহিত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি অজস্র ধারায় নর-শোণিত বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে যেরূপ কলঙ্কিত করিয়াছে, অর্থলোলুপ, লৌহহৃদয় নরহত্যাকারীরাও সেইরূপ করে নাই। পক্ষান্তরে বিবেক এবং ধর্ম্মানুরাগ প্রস্ফুটিত না হইয়া যদি শুদ্ধ বুদ্ধিই পরিচালিত এবং প্রসারিত হয়, তবে কীদৃশ গরলময় ফল সমুৎপন্ন হয়, তাহা মিয়ুরাবো প্রভৃতির জীবনচরিত পাঠেই উপলব্ধ হইতে পারে। যখন নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও মনুষ্য অকুতোভয়ে অম্লানবদনে ঈশ্বরের নাম এবং ন্যায় নীতি ও পবিত্রতা লইয়া লজ্জাকর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, তখন কাহার হৃদয় না ব্যথিত হয়? যেরূপ শিক্ষালাভ করিলে আত্মার সমুদয় বৃত্তি সমান রূপে বিকসিত হইয়া মনুষ্যের চিত্তক্ষেত্রকে একটী স্বর্গীয় উদ্যানের ন্যায় বিভূষিত করিতে পারে, তাহাই যথার্থ শিক্ষা, এবং সেই বাঞ্ছনীয় অবস্থা লাভ করিতে হইলে নারীজাতিকে কি কি বিষয়ে বিশেষ রূপে শিক্ষিত হওয়া উচিত, তাহাই আমাদিগের এক্ষণকার অনুসন্ধানের বিষয়। জ্ঞানীরা ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি ভাব-নিচয়কে সাধারণতঃ হৃদয় বলেন এবং বুদ্ধিগত সমুদয় শক্তিকে মন শব্দের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লন। আমরা আপাততঃ তাঁহাদিগের এই বিভাগ স্বীকার করিয়া নারীজাতির হৃদয় এবং মন উভয়ই কি প্রকারে শিক্ষিত সম্মার্জ্জিত এবং প্রসারিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে চাই।

নারীজাতির হৃদয়ানুকূল শিক্ষা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, হৃদয়ই নারীজাতির প্রধান সম্পদ। সুতরাং নারী হৃদয়ের

প্রকৃতিনিহিত সৌন্দর্য্য এবং সদ্ভাবসমূহ কিরূপ শিক্ষাদ্বারা সুন্দর রূপে স্ফুটিত হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়াই প্রথম কর্ত্তব্য। শিক্ষাবিরহে নারীহৃদয় যে, সুন্দর রূপে বিকসিতই হইতে পারে না, এমন নয়, বরং উহা অতীব কুৎসিত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমাজের মুখচ্ছবি মলিন এবং আমাদিগের চক্ষুকে ভয়ানক রূপে ব্যথিত করে। হৃদয় স্বভাবতই মধূত্থ পুত্তলের ন্যায় অতীব কোমল পদার্থ; যেরূপ ভাব অঙ্কিত করিতে চাও, তাহাই উহাতে দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইতে পারে। যদি যত্ন পূর্ব্বক উহাকে সদ্ভাব-রত্নরাজিতে বিভূষিত করা না হয়, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-নিচয় স্বকীয় শক্তিতে উহার সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া লয়। বেগবান্ হৃদয়ের এক বিশেষ প্রকৃতি এই, উহা কখনই নিশ্চল অবস্থায় অবস্থান করিতে পারে না। নব-প্রবাহিত স্রোতস্বতীর বেগ অপেক্ষাও উহার বেগ ভয়ানক। সুন্দররূপে পরিচালিত এবং সাধু পথে প্রবাহিত হইলে উহা আপনিও এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে এবং সন্নিহিত সমুদায় হৃদয়কেই সুন্দর করিয়া লয়। অন্যথা উহা কিরূপ মারাত্মক এবং বিশ্বের অমঙ্গলকর হইয়া পড়ে, তাহা লোক-সমাজে অপ্রকাশিত নাই। অভিমান, স্বার্থপরতা, ক্রূরতা এবং নিষ্ঠুরতা স্বভাবতই অতীব কুৎসিত, কিন্তু নারী-হৃদয়ে অধিকার পাইলে উহারা আরও কত কুৎসিত এবং অপ্রাকৃত মুর্ত্তি ধারণ করে, তাহা মনে করিতেও চিত্ত ব্যথিত হয়। নিষ্ঠুর মাতা, নির্ম্মম ভগিনী ইত্যাদি বাক্য আমাদিগের কর্ণে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্পৃষ্ট হয়। লর্ড ম্যাকবেথের চরিত্র যত দূর বিরুদ্ধ এবং বিদূষিতই হউক না কেন, আমরা তাঁহা হইতে ভয়ে

পলায়ন করি না। কিন্তু তাঁহার পাপহৃদয়া পত্নী অথবা ফ্রান্সের রাজ্ঞী ক্যাথেরেণ ডিমেডিসিসের নাম স্মরণেও আমাদিগের হৃদয় বিকম্পিত হইয়া উঠে। তাদৃশী রক্ত-পিশাচীগণ হইতে দূরে রহিতে পারিলেই আত্মা শান্তিসুখ অনুভব করে। আমরা পুনরুক্তি করিতেছি, নারীজাতির হৃদয় অতিশয় বেগবান বলিয়াই উহার সুশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। সুন্দররূপে বিকসিত হইলে বিশ্ব-স্রষ্টার সৃষ্টিরূপ উদ্যানে উহা হইতে আশ্চর্য্য পদার্থ আর কিছুই নাই এবং শিক্ষা বিষয়ে অবহেলিত হইলে উহা দ্বারা সংসারের যেরূপ অমঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে, বোধ হয় আর কিছুতেই সেরূপ হয় না। প্রকৃতির এই এক আশ্চর্য্য নিয়ম যে, উৎকৃষ্টতম পদার্থেরই অপকৃষ্টতম ব্যবহার সম্ভব-পর। নারীহৃদয় সুশিক্ষিত হইলে যেমনই উৎকৃষ্টতম পদার্থ, অশিক্ষিত হইলে তেমনই যার পর নাই অপকৃষ্ট বস্তু। অতএব নারীজাতির হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে গাঢ়-রূপে মনোযোগী হওয়া, সম্ভবপর সকলবিধ চেষ্টার প্রয়োগ করা, সমাজ-সাধারণের এবং প্রতিমনুষ্যেরই একটী অপ্রতি-হার্য্য কর্ত্তব্য, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

হৃদয়ের উৎকর্ষ সম্পাদনের যত প্রকার উপায় কল্পিত হইতে পারে, ইহা একটী সর্ব্ববাদিসম্মত অবিতর্কিত সত্য যে, ধর্ম্মই সেই সমুদায়ের প্রধান। ধর্ম্মবিষয়ে সুশিক্ষিত হওয়া নারীজাতির পক্ষে যে কতদূর আবশ্যক, তাহা বর্ণনা করিতে ভাষা অসমর্থ হয়। যাঁহারা ঘোরতর নাস্তিক এবং ধর্ম্মদ্রোহী, তাঁহারাও অধার্ম্মিকা নারীর সংসর্গ করিতে চান না। পাপ

যাহাদিগের সকলগুলি মনোবৃত্তি গ্রাস করিয়া বসিয়াছে, তাহারাও অন্তঃপুর-নিবাসিনীদিগের মুখচ্ছবিতে পুণ্যেরই জ্যোতি অবলোকন করিতে অভিলাষী হয়। অচিন্ত্যস্বরূপ পরমেশ্বর নারীজাতিকে যেমন ধর্ম্মসাধনের অতীব অনুকূল প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, ধর্ম্মবিষয়ে ইহাদিগকে তেমন প্রগাঢ় শিক্ষা দেওয়াই উচিত। কিন্তু নারীজাতিকে বিশেষ আগ্রহের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে, এ কথার এরূপ অর্থ নয় যে, ঈশ্বর, পরকাল, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি বিষয়ক মতামত লইয়াই নারীজাতির মস্তিষ্ক বিলোড়িত এবং জীবন পর্য্যবসিত হউক। এ সকল বিষয়ে বিশুদ্ধ সংস্কার লাভ করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় এবং সর্ব্বথাই লাভ করিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ক যে সমস্ত আশ্চর্য্য গ্রন্থ নারীজাতির হৃদয়-নিহিত ঈশ্বর প্রীতির প্রস্রবণকে উচ্ছ্বসিত করিতে পারে, তাহাদিগের বিবেককে অধিক সামর্থ্য-সম্পন্ন, তাহাদিগের বিশ্বাসকে অধিক দৃঢ় এবং নির্ম্মল করিতে পারে, তাহাই নারীজাতির বিশেষ আলোচনীয়। ধর্ম্মতত্ত্বের জটিল তর্কজালেই জীবন অবসিত হইল, হৃদয় ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিল না, এমত শিক্ষার প্রয়োজন নাই। যে শিক্ষায় হৃদয় আকাশের ন্যায় প্রশস্ততা লাভ করে, পবিত্রতার স্বর্গীয় সমীরণ উহাতে অব্যাহত সঞ্চারিত হয়, ঈশ্বর-প্রেমের বাক্য-মনের অগোচর মধুর জ্যোৎস্নাতে হৃদয় দিবসে নিশিতে সকল সময়েই সুস্নিগ্ধ এবং মধুময় থাকিতে পারে, তাহাই নারীজাতির কল্যাণকর।

ধর্ম্ম হৃদয়কে কোমল করে এবং কোমল হৃদয়ে ধর্ম্ম অধিক-

তর গাঢ়তার সহিত পরিগৃহীত হয়। নারীহৃদয়ে ধর্ম্মের গভীরতম এবং মধুরতম ভাব সকল একবার যদি অঙ্কিত হইতে পারে, কিছুতেই আর তাহারা অপনীত হয় না। একবার নারীর বিশ্বাস হউক যে, ঈশ্বর অপার প্রীতি-জলধি, হৃদয়ের চিরসুহৃৎ, চিরবাঞ্ছনীয় ধন, তিনি বিনা আর গতি নাই; একবার নারীর এই মহান্ সত্যে বিশ্বাস হউক, বজ্রলেপবৎ ইহা চিরদিন তাহার হৃদয়ে দৃঢ়মুদ্রিত থাকিবে। কুতর্কের স্রোত প্লাবনমূর্ত্তিতে প্রবাহিত হউক, তাহার হৃদয় হইতে ঐ সত্য ঐ বিশ্বাস কখনই অপনীত করিতে পারিবে না। আরাধনা, প্রার্থনা নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক নিশ্বাস-স্বরূপ, উপদেশ সামর্থ্যে যদি নারীর হৃদয় আরাধনা এবং প্রার্থনার গভীর, উচ্চ এবং স্বর্গীয় ভাব অনুভব করিতে পারে, বিশ্বে নিরন্তরই যে, তবে ঈশ্বরের পূজা হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। একটী উপাসনামন্দির সংস্থাপন অপেক্ষাও একটী নারী-হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম-সিংহাসন সংস্থাপন অধিক পুণ্য এবং অধিক মঙ্গলজনক অনুষ্ঠান। ইষ্টকের উপাসনামন্দির কালের ভীষণ আঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইবে; কিন্তু নারীহৃদয়ে ঈশ্বর প্রেমের অগ্নি যদি একবার প্রকৃতরূপে প্রজ্বলিত হইতে পারে, কখনই আর তাহার নির্ব্বাণ নাই। ধর্ম্মবিষয়ক যেরূপ আলোচনাতে নারীজাতি ধর্ম্মের পথে এইরূপ অগ্রসর হইতে পারে, তাহাই বাঞ্ছনীয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব কোন শাস্ত্রবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে। সকল শাস্ত্রেরই অন্তর্মূলে উহার মূল সত্য সকল নিহিত রহিয়াছে। কি প্রকারে সকল শাস্ত্র হইতেই ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যনিচয় লাভ

করা যায়, তাহাই শিক্ষা দিতে হয়। আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, আমাদিগের কুলকন্যাগণ পুরাতন গার্গীর সহচরী হইয়া ব্রহ্মানন্দে চিরনিমগ্ন মহর্ষিগণের হৃদয়কন্দর-নিঃসৃত অমূল্য সত্য সকল হৃদয়ে নিবদ্ধ করিয়া রাখিবে, দেশ-নির্ব্বিশেষে জাতি-নির্ব্বিশেষে সকল সময়ের তাপসদিগের জীবন্ত উপদেশ নিচয় প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত শিক্ষা করিবে, সাধুদিগের জীবন-পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া আপনাদিগের আশাকে সমুদ্দীপিত করিবে, এবং অবলাকুলের যে সমস্ত রমণীয় রত্ন কালে কালে এই তাপদগ্ধ পৃথিবীতে শান্তি-সলিল সেচন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের চরিতাবলী পাঠ করিয়া আপনারা কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের সদৃশী হইতে চেষ্টা করিবে। নারীজাতি ধর্ম্মের পরিচ্ছদমাত্র পরিধান করুক, এমত আমাদিগের অভিলাষ নয়। নারীজাতি ধর্ম্মোপদিষ্ট গুরুতর কর্ত্তব্য সকল অবহেলন করিয়া জিহ্বাতে সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম করুক, ধর্ম্মের ধ্বজা উত্তোলন করিয়া দিয়া লোকচক্ষু আকর্ষণ করুক, ধর্ম্মকে সমাজের সোপান করিয়া লউক, অহোরাত্রই ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন করুক, সকল প্রসঙ্গেই ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়া পুণ্যের এক অপ্রাকৃত মূর্ত্তি ধারণ করুক, এমত আমরা আকাঙ্ক্ষা করি না। আমাদিগের অভিলাষ এই, ধর্ম্মবিষয়ে নারীজাতির এমন প্রগাঢ় শিক্ষা হয় যে, ধর্ম্ম তাহাদিগের জিহ্বা পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে তাঁহার আসন সংস্থাপন করিয়া লন, অভিমান এবং পাপ তাহাদিগের ত্রিসীমাতেও পদার্পণ না করে, ঈশ্বরপ্রীতির স্রোতঃ তাহাদিগের হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চরণ করে; দৃষ্টিমাত্রই তাহাদিগের প্রত্যেক-

টীকে ধর্ম্মারণ্যের এক একটী আশ্চর্য্য লতা বলিয়া প্রতীতি হয়।

ধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ মনুষ্যমাত্রেরই আবশ্যক, কিন্তু নারীর পক্ষে উহা কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহার বর্ণনাই হইতে পারে না। শোকসন্তাপ এবং দুঃখ যাতনার সময় ধর্ম্মই তাহাদিগের একমাত্র সম্বল, জীবনের কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম বর্ত্মে ধর্ম্মই তাহাদিগের একমাত্র নেতা সহায় এবং সুহৃৎ। শোক-দুঃখের নিদারুণ সময়ে সংসারের বহুবিধ বিষয়ই পুরুষের স্থৈর্য্য সম্পাদনের অনুকূল হয়; বিষয়চিন্তা এবং সম্মান-স্পৃহা চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া রাখে, তৎকাল-কর্ত্তব্যের গুরু-ভারে শোক দুঃখ বিস্মৃত হইয়া যায়, ভবিষ্যতের ভাবনাতেই মন সম্পূর্ণরূপ ব্যাপ্ত হয়, শোক তাদৃশ পরাক্রম করিতে অব-কাশই পায় না। পৃথিবীর একজন অতি প্রসিদ্ধ বীরচূড়া-মণির জীবনচরিতে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, এক ভয়ানক যুদ্ধের সময় যখন তাঁহার নিকট বার্ত্তা পঁহুছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্বে বিপক্ষের আগ্নেয় গোলক তাঁহার চিরদিনের পরমবান্ধব অধীন সেনাপতির হৃদয়দেশ ভেদ করিয়াছে, তখন তিনি শুদ্ধ এই বলিয়াই আক্ষেপ করিতে পাইলেন যে, "হায়! আমার এমন প্রিয় সুহৃদের জন্য এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আমার অবসর নাই।" কিন্তু নারীর নিভৃত হৃদয়ে শোক তুষানলের ন্যায় কার্য্য করে। সময়ের স্রোত প্রবাহিত হইয়া যায়, কিন্তু সেই বিষম দাহন কিছুতেই নির্ব্বাণ হইতে জানে না। ধর্ম্মের সুধাভিষিক্ত শান্তিপ্রদ তত্ত্বনিচয়ে সুন্দর রূপে দীক্ষিত না হইলে নারীর কোমলহৃদয় তখন কি

প্রকারে রক্ষিত হইতে পারে? পতিবিয়োগকাতরা তরুণী বিধবা যখন বাণবিদ্ধ তরুর ন্যায় নিঃশব্দ অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে থাকে, অথবা পুত্রশোকাতুরা মাতা যখন চেতনাবিরহিত হইয়া সকরুণ বিলাপধ্বনিতে দশ দিকের বায়ুকেও শোকভরে ভারাক্রান্ত করে, তখন তাহাদিগের শোকের প্রশমনের জন্য করুণাপূর্ণ পরমেশ্বরের অমৃতময় নাম ব্যতীত আমরা আর কি ঔষধ প্রদান করিতে পারি? ধর্ম্মই তখন তাহাদিগের একমাত্র সম্বল। দুর্ভাগ্য বশতঃ ধর্ম্মের স্নিগ্ধ আলোক অবলোকন করিতে না পাইলে সমুদয় সংসারই তখন তাহাদিগের পক্ষে অন্ধকার।

শোকের মর্ম্মদাহন সময়ে একমাত্র ধর্ম্মই যেমন নারীজাতির হৃদয়ে সান্ত্বনাবারি সেচন করিতে পারে, জীবনের অপরাপর কঠোরতর পরীক্ষার সময়েও ধর্ম্মই তাহাদিগের একমাত্র রক্ষক হয়। ধর্ম্মের শরণ লইয়া তাহারা যে শুদ্ধ তাহাদিগের হৃদয়কে ঈশ্বরপ্রীতির অমৃত রসে নিমজ্জিত রাখিবে, এমন নয়; অন্তর্ব্বাহ্য কোন প্রকার পাপের কলঙ্কিত স্পর্শে হৃদয় কলঙ্কিত না হয়, তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে অহোরাত্র প্রহরীর ন্যায় জাগরুক রহিতে হইবে। সুষুপ্তি সময়েও পাপ চৌরবৎ নিঃশব্দপদসঞ্চারে হৃদয়দুর্গে প্রবেশ করিতে না পায়, তজ্জন্যও তাহাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। তাহারা যত্নপূর্ব্বক, নিজ নিজ হৃদয়ের পাপপ্রবৃত্তি নিচয়কেই শাসিত এবং সংযত করিয়া রাখিবে এমন নয়; তাহাদিগকে এরূপ হইতে হইবে, যেন তাহাদিগের সুপবিত্র দৃষ্টিমাত্রেই পাপ তাহাদিগের সন্নিধান হইতে পলায়ন করে। সংসারে নারী-

জাতির সর্ব্বনাশের জন্য কত কত বাগুরা বিস্তারিত রহিয়াছে, কত বিষম কণ্টকাকীর্ণ পথে তাহাদিগকে বিচরণ করিতে হইবে, তাহা মনে করিতে কাহার চিত্ত না ভয়ে কম্পমান এবং দুঃখে জর্জ্জরিত হয়? যদি ধর্ম্মবিষয়ে ইহাদিগকে আশৈশব প্রগাঢ় এবং পরিপক্ক শিক্ষা প্রদান করা না হয়; ইহাদিগের কোমল শরীর এবং কোমলতর হৃদয় যদি পবিত্রতার দুর্ভেদ্য কবচে সুদৃঢ় পিহিত না হয়, ইহারা জীবনের ভয়াবহ বর্ত্মে কি প্রকারে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে? ধর্ম্মের স্বর্গীয় শক্তিতে দীন দুঃখীর পক্ষে ইহারা যেরূপ অসাধারণ কোমলপ্রকৃতি হইবে, পাপীর পক্ষে ইহাদিগকে তেমন জ্বলন্ত লৌহশলাকা হইতেও অধিকতর অসহনীয় হওয়া চাই। সংসার এমনই অবিশ্বাসের স্থান যে, নবীনকিশোর বয়সেও গাঢ়তপা তপস্বিনীর ন্যায় রুদ্রপ্রকৃতি এবং তেজস্বিনী না হইলেই ইহাদিগের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। উপন্যাসে এইরূপ কথিত আছে যে, অকলঙ্কহৃদয়া দময়ন্তী পতিবিরহে অধীরা হইয়া খণ্ডচীবর-ধারিণী পাগলিনীর ন্যায় যখন বনে বনে একাকিনী বিচরণ করিতেছিলেন, তখন এক পাপিষ্ঠ নরাধম ব্যাধ অসাধু কামনায় তাঁহার সন্নিহিত হওয়ামাত্রই তাঁহার সুতীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। সতীর পবিত্রদৃষ্টি এইরূপই বটে। উহা অমৃত এবং অনল উভয়ই উদ্গীরণ করিতে জানে, এবং ঈশ্বর করুন যেন নারীনাম-ধারিণী প্রত্যেকের চক্ষুই এইরূপ হয়। কুলনারীগণ যদি পুস্তকবিশেষ হইতে অথবা কোন সাধুর মুখে শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম-বিষয়ক কতিপয় মহান্ বাক্য এবং কয়েকটী প্রার্থনাকে কণ্ঠস্থ

করিয়া রাখিতে পারিলেই ধর্ম্মবিষয়ে আপনাদিগকে সুশিক্ষিতা মনে করেন ; দিবসে নিশিতে কিছুকাল নিমীলিত চক্ষে উপবেশন করিতে পারিলেই আপনাদিগকে সাধক বলিয়া জ্ঞান করেন, তবে তাঁহাদিগের ভয়ানক ভ্রম। তখনই আমরা তাঁহাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে সুশিক্ষিতা বলিব, যখন তাঁহারা প্রীতিতে বিভূষিত অথচ পবিত্রতাতে সংরক্ষিত হইয়া অবনীতে ঈশ্বরের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করিতে পারেন। তাঁহাকেই আমরা ধার্ম্মিকা বলিয়া পূজা করিব, যাঁহার সংসর্গেও হৃদয় পবিত্র হয়। ইহাই ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষার চরম ফল এবং ধিক্ সেই পিতাকে যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক দুহিতার ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষাতে অবহেলন করে।

কাব্য এবং সুকুমার সাহিত্য বিদ্যা হৃদয়ের উৎকর্ষ সম্পাদনের আর এক মহান্ সাধন এবং আমাদিগের বিবেচনায় উহারা নারীজাতির শিক্ষার বিশেষ অনুকূল। কবিতা প্রকৃতির স্তুতিগীত। কবিতার ঐন্দ্রজালিক শক্তির নিকট সকলই পরাজিত হয়। কবিতা অভিমানকে বিনম্র করে, লৌহকাঠিন্যকেও কোমলতায় পরিণত করে, ভয়ানক বন্ধুর এবং কর্কশ প্রকৃতিও উহার সংস্পর্শে দর্পণের ন্যায় মার্জ্জিত এবং মসৃণ হইয়া যায়, স্বার্থপরতা এবং পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি পিশাচীদিগকে উহা ভস্মাবশেষ করে এবং হৃদয়ের নিগূঢ় মহান্ ভাবনিচয়কে অগ্নিসংস্পৃষ্ট বারুদের ন্যায় প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। কবিতার মোহিনী শক্তি কে না অনুভব করিয়াছে? কবিতার স্বর্গীয় মহিমার স্তুতি কীর্ত্তনচ্ছলে প্রশস্তহৃদয় কোলরজ্ বলিয়াছেন যে, "আমার নিজ জীবনে আমি দেখি-

লাম, কবিতা আপনিই উহার প্রচুর পুরস্কার; উহা আমার দুঃখ যাতনার বেদনা প্রশমন করিয়াছে; আমার সুখচয়কেও মার্জ্জিত এবং দ্বিগুণিত করিয়াছে; কবিতার প্রসাদে বিজন-স্থানও আমার নিকট পরম রমণীয়বেশধারণ করে; কবিতার কৃপায় আমার চক্ষুঃসন্নিহিত সমুদয় পদার্থ হইতেই উহাদের উপাদেয় এবং কমনীয় অংশ অনুসন্ধান করিয়া লয়।" কবিতা পুরুষের বিষয়-ব্যাপৃত হৃদয়েই যখন এইরূপ মন্ত্রশক্তিবৎ কার্য্য করে তখন নারীর স্বভাবসুন্দর কোমল হৃদয়কে যে, উহা আরও কত নূতন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিবে তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। যদি নারী হৃদয়ই কবিতার অমৃতস্বাদ উপভোগ না করে, তবে কবিরা কাহার নিকট হৃদয়গত সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতে পারেন? কবিতাই নারীর স্বাভাবিক সহচরী এবং গুণরাশি অঙ্গনা স্বয়ংই মানবসমাজের কবিতা-স্বরূপ। কুলনারীগণ কাব্যের রক্ষণীয় উদ্যানে বিচরণ করুন, কবিতার স্নিগ্ধতর সূক্ষ্মতর এবং চিত্তস্বাস্থ্যকর সমীরণ সেবন করিয়া শিশিরসিক্ত প্রভাতকুসুমের ন্যায় নূতন শ্রী ধারণ করুন, ইহা আমাদিগের হৃদয়ের মর্ম্মগত বাসনা। নারীর অভিমানকুঞ্চিত কুটিল ভ্রূ আমাদিগের চক্ষু সহ্য করিতে পারে না। বধূদিগের আত্মবিরোধে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়া কুলের সর্ব্বনাশ করে, ইহা আমরা আর শ্রবণ করিতে চাই না। অন্তঃপুরকে নীচজনোচিত কলহের এবং কর্তৃত্ব-প্রিয়তার নিবাস দেখিতে, নারীজিহ্বায় কঠোর বাক্য শ্রবণ করিতে, নারীর হৃদয়ে কর্কশতার লেশমাত্রও অবলোকন করিতে আমাদিগের হৃদয় দগ্ধীভূত হয়। আমরা দৃঢ়তা সহ-

কারে বিশ্বাস করি যে, কবিতার শীতল সংস্পর্শে নারীমণ্ডলী হইতে এই সমস্ত জঘন্য এবং কুৎসিত দৃশ্য একবারে অপসারিত হইবে এবং নারীর হৃদয় আশ্চর্য্যরূপে সম্মার্জ্জিত হইয়া, মার্জ্জিত হীরকের ন্যায় স্বাভাবিক কান্তি প্রকাশ করিবে।

সাবধানতার অনুরোধে এ স্থলে আমাদিগের উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কবিতা বলাতে আমরা দূষিত কাব্যনিচয়কে লক্ষ্য করি নাই। দূষিত এবং কলঙ্কিত কবিতা, প্রকৃতির বিড়ম্বনাস্বরূপ, তাহা কবিতা নামেরই অধিকারী নহে। যাঁহারা প্রকৃতির প্রিয়পুত্র; প্রকৃতি যাঁহাদিগকে আপনার অক্ষয় ভাণ্ডারের লুক্কায়িত রত্নচয় প্রদান করিয়াছেন, যাঁহাদিগের লোকোত্তর লোচন মানব হৃদয়ের গূঢ়তম সৌন্দর্য্য সকল অবলোকন করিতে পারিয়াছে; কল্পনার স্বর্ণপক্ষে উড্ডীন হইয়া যাঁহারা স্বর্গে, মর্ত্ত্যে পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; এবং ভাষা যেন মন্ত্রবলে বশীকৃতা হইয়াই তুলিকার ন্যায় যাঁহাদিগের হস্তে অবস্থান করিয়াছে, সেই জাত-কবিদিগের লেখাই প্রকৃত কবিতা। তাদৃশী কবিতারই সহচরী হইলে নারীজাতি শৈলশিখরে প্রাচীন ঋষিবাক্য শ্রবণ করিবে, চন্দ্রমার রজতকান্তিতে ঈশ্বরের আশ্বাসপ্রদ প্রেমমুখ অবলোকন করিবে, মধুররবা স্রোতস্বতী কি বাতচালিত পাদপের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মসংগীত গান করিবে, বিহঙ্গের পক্ষে ঈশ্বরের চিত্রনৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে মুহুর্ম্মুহুঃ ধ্যান করিবে এবং বিশ্ব বিস্মৃত হইয়া বাক্যমনের অগোচর এক আশ্চর্য্য আনন্দ রসে অবগাহন করিবে। অনেকে ঈদৃশ জীবনকে স্বপ্নবৎ অলীক মনে করিতে পারেন। কিন্তু এই স্বপ্নই মনুষ্যহৃদয়কে

অদ্য পর্য্যন্ত কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছে এবং এই স্বপ্নই নারী-জাতিকে স্বর্গশোভা প্রদান করিবে। এমন সুখের স্বপ্ন কাহার না বাঞ্ছনীয়।

কাব্য শাস্ত্রের সমকক্ষ না হউক সুকুমার সাহিত্য বিদ্যার অপরাপর শাখাও নারীজাতির হৃদয়ের স্নিগ্ধতা এবং মসৃণতা সাধনের অনুকূল। আমরা সদ্ভাবপূর্ণ সরস উপন্যাস নিচয়-কেও নারীশিক্ষার অবিষয় জ্ঞান করি না। নারীজাতি আশৈ-শবই সমধিক গল্পপ্রিয়। প্রস্তাব শুনিবার জন্য কুসুম সদৃশী কন্যাসন্ততিরা কিরূপ লালায়িত চক্ষে ধাত্রীমাতার মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে তাহা সচরাচরই আমাদিগের নয়ন-গোচর হয়। যৌবনে এবং বার্দ্ধক্যেও নারীজাতির এই প্রকৃতি রহিয়াই যায়। সুতরাং প্রবৃত্তির প্রতিরোধ না করিয়া সদ্ভাব-সমুদ্দীপক উপন্যাস পাঠ দ্বারা উহার পরিতৃপ্তি অথচ সদ্ব্যবহার হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়ই বটে। অনেক সাধুপ্রকৃতি সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি উপন্যাসের নাম শ্রবণেই কর্ণে হস্তার্পণ করেন। উপন্যাস অধ্যয়ন তাঁহাদিগের চক্ষে হৃদয়ের অমঙ্গ-লের এক অতিপ্রশস্ত পথ। যে কোন প্রকারের অধ্যয়নে বুদ্ধির বিন্দুমাত্রও পরিশ্রম হয় না, মন প্রকৃতির কোন বাস্তব সত্য উপার্জ্জন করিতে পারে না, হৃদয়ে কোন স্থায়িভাবের আবির্ভাব হয় না, তাহাই তাঁহারা অনিষ্টকর জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের এই যুক্তিটী আমাদিগের নিকট নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু যখন তাঁহারা একটুকু অগ্রসর হইয়া উপন্যাস মাত্রকেই পাপের প্রসূতি বলিয়া ঘৃণা করিতে চান তখন আর আমরা তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিতে পারি না। উপ-

ন্যাস জগতে এমনও অনেক আশ্চর্য্য পুস্তক বর্ত্তমান রহিয়াছে যাহা সচরাচর প্রচলিত অনেক ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক হইতেও অধিক উপকারজনক। অনেক উপন্যাস-লেখক ঠিক্ কবির তুলিকা লইয়া মানবমনের মহিমা, সতীর ছবি, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি এমনই আশ্চর্য্য রূপে চিত্র করিয়াছেন যে, তাহা দেখিলেও উপকার হয়। উহা নারীহৃদয়ের যে বিশেষ উপকারী হইবে তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। কোন কোন উপন্যাসে দুঃখের এমনই কাহিনী রহিয়াছে যে, পাঠ করিলে হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক না হইয়াই যায় না; চক্ষু হইতে যেন বলপূর্ব্বকই অশ্রুধারা আনয়ন করে। আমরা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না যে, ঈদৃশ উন্নতকল্পের উপন্যাস পাঠে নারীহৃদয়ের কল্যাণেরই সম্ভাবনা। কিন্তু এ স্থলে আমরা সাবধানার্থ বলিতেছি যে, উপন্যাস পাঠ করিয়া হৃদয়কে কোমল করিলাম; কোন দুঃখিনীর কাহিনী পাঠ করিয়া গ্রন্থপত্র অশ্রুজলে আর্দ্র করিলাম, অথচ দ্বারে দুঃখিনী অন্নাভাবে রোদন করিতেছে, তাহার রোদধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশপথও পাইল না, আমরা নারীহৃদয়ে এমন কোমলতা চাই না, যে কোমলতা ভ্রমেও পরের প্রতি নিষ্ঠুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে না, যে কোমলতা আপনি নিপীড়িত হইলেও বাক্য বা আচরণ দ্বারা পরের হৃদয়ে বেদনা দিতে চায় না; যে কোমলতা দানে এবং পরোপকারে পরিণত হয়; লৌহ হইতেও কঠিন হইয়া সকল প্রকারের দুঃখেরই সম্মুখীন হইতে সাহসী হয়; কীটসমাকুলিত মহাব্যাধি হইতেও ভয়ে পলায়ন করে না; পবিত্রতার সহিত চির মিত্রতা সংস্থাপন করিয়া বিশ্বের কল্যাণেরই অনুকূল হয়

তাহাই কোমলতা। এবং যে শিক্ষায় তাদৃশ বাস্তব কোমলতা উপার্জ্জন হইতে পারে তাহাই আমরা চাই।

নারীজাতির হৃদয়ের সৌন্দর্য্য-সম্পাদনের জন্য, আমাদিগের বিবেচনায় অধ্যয়নমূলক শিক্ষার অতিরিক্তও দুইটী উৎকৃষ্ট সাধন রহিয়াছে। সঙ্গীত এবং চিত্রবিদ্যা। মধুরতার অনন্ত প্রস্রবণ পূর্ণ-স্বরূপ পরমেশ্বর তাঁহার স্নেহের ধন মনুষ্যজাতিকে যতবিধ স্বর্ণময় উপহার প্রদান করিয়াছেন, বোধ হয় সঙ্গীত-রসে অধিকার সেই সমুদায়েরই প্রধান। সঙ্গীতের অমৃতলহরীতে বঞ্চিত হইলে পৃথিবী নিশ্চয়ই শোকচ্ছদ পরিধান করে, মানবজাতির হৃদয় শুষ্ক তড়াগের ন্যায় চক্ষুর দুঃখদায়ক হয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, মনুষ্যজাতির হৃদয়-নিহিত প্রেমাগ্নি কিসে প্রজ্বলিত রাখিয়াছে; স্নেহ মমতা, বন্ধুতা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, শূরজনোচিত মানসিক উচ্চতা সংসারে কিসে জীবিত রহিয়াছে; যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, বিশ্বের কোন্ বস্তু শোকীর অজস্রপ্রবাহিত অশ্রুধারাও নিবারণ করিতে পারে অথচ নিষ্ঠুর স্বার্থপরের পাষাণ চক্ষুকেও বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হয়; অনুতাপীর দগ্ধহৃদয়কে শীতল করিতে পারে অথচ পাপীর লৌহবক্ষেও মুহুর্মুহুঃ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়া তাহাকে সচকিত করিয়া দেয়; আমরা অকুণ্ঠিত মনে সর্ব্বাগ্রে, সঙ্গীত! তোমারই নাম নির্দ্দেশ করি। সঙ্গীত হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে। বুদ্ধি এবং বাক্য যেখানে প্রবেশ পথ পায় না, সঙ্গীতের পথ সেখানেও অবরুদ্ধ নহে। সঙ্গীত স্বভাবতই মণিমন্ত্র-মহৌষধি অপেক্ষাও হৃদয়ের বশীকরণ বিষয়ে অধিক সমর্থ হয়, অবলার কল-

কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইলে উহা আরও কত শত গুণে অধিক আশ্চর্য্য হয়, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। নারী স্বভাবতই মধুর-ভাষিণী। সৌডন নাম্নী একটী ইংলণ্ডীয় মহিলার মুখে শেক্সপীয়রের অথবা অপর কোন প্রধান কবির কাব্য, শ্রবণ করিবার জন্য এক এক সময়ে সহস্রাধিক লোক একত্রিত হইত। পৃথিবীতে এখনও এমন অনেক দরিদ্রবৎসলা, পরদুঃখকাতরা কুলবালা আছেন, বাক্যই যাঁহাদিগের জিহ্বা হইতে সঙ্গীত-সুধার ন্যায় নিস্যন্দিত হয়। যদি ইহাঁরা সঙ্গীত বিদ্যায় যথাবিধানে দীক্ষিত হইতে পারেন তবে ইহাঁদিগের দ্বারা সমাজেরও প্রভূত কল্যাণ সম্পাদিত হইতে পারে এবং ইহাঁদিগের নিজ নিজ অবনর সময়েরও উৎকৃষ্টতম ব্যবহার হয়। ইংলণ্ডের একজন সহৃদয় ধর্ম্মোপদেশক বলিয়াছেন যে, "আমার শরীর এবং মনের শ্রমাপনোদনের জন্য যতবিধ বিরামসুখ আমি ভোগ করিয়াছি, সঙ্গীতই তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ আমি স্বয়ং যখন যন্ত্র লইয়া ক্রীড়া করি, তখন বিরামের সময়ও শরীর মন এক সুখকর আয়াস সুখ উপভোগ করিতে পায়। কারণ তখন আমার হস্ত যেমন যন্ত্র পরিচালন করে, যন্ত্র নিঃসৃত কলনাদে আমার হৃদয়ও তেমন পরিচালিত হয়। উহা আমার আত্মাকে উদ্বোধিত করে, চিন্তানিচয়কে সুস্থির করে, শ্রুতিকুহরে অমৃতধারা বর্ষণ করে, মনকে বিরামসুখ প্রদান করে, এবং এই প্রকারে আমাকে আমার তৎপরকালের কার্য্যকর্ম্মের জন্যেই যে অধিক প্রস্তুত করে এমন নয়, কিন্তু সেই সময়েও পবিত্র এবং ফলোন্মুখ চিন্তানিচয়ে আমার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে।

সঙ্গীতের মধুরতম ধ্বনি যখন আমার কর্ণযুগলে, প্রবেশ করে, সত্যও তখন নির্ম্মলতম স্রোতে আমার মানসক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতে থাকে। আমি দেখিতেছি যে, তানলয়ের সামঞ্জস্যের প্রতি মনঃসন্নিবেশের অভ্যাস নিবন্ধন আমার আত্মাও সমধিক সমঞ্জসীভূত হইয়াছে এবং সকল প্রকারের বিসংবাদের প্রতিই আমার এইক্ষণ এইরূপ অবজ্ঞা জন্মিয়াছে যে, যৎসামান্য কর্কশ ধ্বনিও আমার নিকট অতীব তিক্ত এবং অপ্রিয় প্রতীয়মান হয়" এদেশে এই প্রকার জনপ্রবাদ আছে যে, সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ যখন ভাবে গদগদ হইয়া সঙ্গীতরসে অবগাহন করিতেন, তাঁহার হৃদয়ের প্রার্থনা যখন সঙ্গীতের অমৃতস্রোতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিত, তখন ভক্তবৎসলা ত্রিলোকমাতা আর দূরে রহিতে পারিতেন না। মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইতেন। এটী জনপ্রবাদই বটে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে একটী অতিগভীর সত্য প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। উহার অর্থ এই যে, সঙ্গীত ঈশ্বরলাভের এক অদ্বিতীয় উপায়, এবং বলিতে কি, বোধ হয় অমন আর কিছুই নাই। পরমার্থ-বিষয়ক একটী আশ্চর্য্য সঙ্গীত শত শত প্রচারকের কার্য্য করে। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে গমন করে। অতি নিষ্ঠুর নিদারুণ সত্যকেও চন্দ্রিকার আলোকের ন্যায় সুস্নিগ্ধ মূর্ত্তিতে অর্পণ করে, হৃদয়কে স্পর্শ করিবার ছলে বুদ্ধি আত্মা সমুদয়ই পরাজয় করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা আমাদিগের কুলনারীগণকে সঙ্গীত-সুধায় একেবারে বঞ্চিতপ্রায়ই অবলোকন করি। যদি

নারীর হৃদয় এবং নারীর কণ্ঠ এই উভয় সম্মিলিত হইতে পায়, বোধ হয় পাষাণহৃদয়ও বিগলিত না হইয়া যায় না; বোধ হয় মনুষ্যসমাজের পুঞ্জ পুঞ্জ পাপরাশি অত্যল্প সময়েই ভস্মীভূত হয়। আমরা এক্ষণে যাহা বলিলাম, পরিতাপের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে কর্ণ অপেক্ষা কল্পনাই আমাদিগকে অধিক পোষকতা করেন। কিন্তু এই কল্পনাকেও আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদিগেরই বরং কল্পনা, কিন্তু যাঁহারা সভ্যতর রাজ্যে বাস করেন, তাঁহাদিগের ত আর কল্পনা নহে। কল্পনা হউক, আর যাহা হউক, আমরা দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি, যদি প্রীতি গদ্গদ নারীকণ্ঠ এই পাপ তাপ এবং শোকদগ্ধ অবনীতে সঙ্গীত সুধাসেচন করে, তবে মুমূর্ষুপ্রায় হৃদয়েও আশা এবং আশ্বাস সঞ্চরণ করিবে, ঘোরতর নিষ্ঠুর হৃদয়ও লজ্জা এবং করুণাতে আকুলিত হইবে। নারীজাতি যথা-বিধানে সঙ্গীত বিদ্যার অনুশীলন করিলে হৃদয়গত অশেষবিধ সৎফলেরই সম্ভাবনা। যে হৃদয় হইতে ঈদৃশ অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীকে শীতল করে, তাহা স্বয়ং অবশ্যই অমৃতের প্রস্রবণস্বরূপ হয়।

সঙ্গীতবিদ্যার সদৃশী না হউক, চিত্রবিদ্যাও নারীজাতির উপকারিণী। কবি, শব্দ লইয়া সুন্দর ছবি সকল চিত্র করেন, চিত্রকর তুলিকা দ্বারা কবিতা রচনা করে। উভয়েই কল্পনা চাই এবং প্রকৃতিসম্বন্ধে উভয়েতেই অতীব সূক্ষ্ম দৃষ্টির আবশ্যক। প্রভেদ এই যে, কবির কারুকার্য্যের মর্ম্মার্থ স্বজাতীয়েরাই বিশেষ পরিগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু চিত্রকরের ভাষা সকল দেশের লোকের পক্ষেই সমান। চিত্রবিদ্যার প্রতি

নারীজাতির একটী স্বাভাবিক আনুরক্তি সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়, এবং কল্পনা ও প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম দৃষ্টিও নারী-প্রকৃতিতে স্বভাবতই বলবতী। কেবল যথোচিত শিক্ষাবিরহেই এই কমনীয় শক্তিগুলি অধিকাংশ স্থলে প্রচ্ছন্ন থাকে। আমাদিগের এই দেশে অন্তঃপুরবাসিনীদিগের মধ্যে পূর্ব্বে চিত্রবিদ্যার যেরূপ অনুশীলন ছিল, রুচির পরিবর্ত্তন-নিবন্ধন এইক্ষণে সেইরূপ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এইটী অসুখেরই বিষয়। অধুনা শীবনাদি শিল্প নৈপুণ্যের প্রতি তাঁহাদিগের সমধিক আসক্তি হইয়াছে। কিন্তু ইহার কিছুই চিত্রনৈপুণ্যের সমকক্ষ হইতে পারে না। যে বিদ্যা মৃতসঞ্জীবনী কল্পনা-শক্তিকে উদ্বোধিত করে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সলিলে হৃদয়কে অবগাহিত করায়, নারীসমাজে যেন তাহা কখনই অনাদৃত এবং উপেক্ষিত হয় না। আমরা অন্তরের সহিত অভিলাষ করি, অবলা কবির লেখনী লইয়া আবিলনয়নে প্রকৃতির মুখ-পানে নিরীক্ষণ করিয়া না থাকুক, অন্তত চিত্রকরের তুলিকা লইয়া যেন এই মধুময় বিশ্বের প্রতি মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিপাত করে। মেঘমালার প্রতিক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল চঞ্চল সৌন্দর্য্যে আকাশমণ্ডল কিরূপ অপূর্ব্ব শোভাধারণ করে, কুসুমকলিকা-সদৃশ সদ্যোজাত শিশুর মুখচ্ছবিতে সরলতা এবং বিশ্বাস কিরূপ ক্রীড়া করে, অভিন্নহৃদয় প্রণয়িযুগল দীর্ঘবিচ্ছেদের পর পরস্পরের সম্মুখীন হইলে, দুঃখের অবসান এবং সুখের অভ্যুদয়ে তাহাদিগের চক্ষু বাষ্পবারিতে কিরূপ আকুলিত এবং মুখমণ্ডল হর্ষবিষাদ মিশ্রিত এক অভিনব ভাবে কিরূপ পরিশোভিত হয়, জিতেন্দ্রিয় যোগী যখন বিশ্ব বিস্মৃত হইয়া

বিশ্বের আদিকারণ অনাদি পরমেশ্বরের ধ্যানসাগরে নিমগ্ন হন, তখন তাঁহার পবিত্র দেহকান্তিতে তেজ এবং শান্তি উভয়ই কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে প্রতিভাত হয়, প্রকৃতির এই সমস্ত সদ্ভাবব্যঞ্জক রমণীয় ছবি চিত্র করিতে শিক্ষা করিলে নারীজাতির হৃদয় কি কখনও কুৎসিত এবং অসার রহিতে পারে ? চিত্রবিদ্যার যথাবিহিত এবং সাদর অনুশীলন বস্তুতই নারীজাতির হৃদয়ের কল্যাণকর। সমাজের এ বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন এবং উৎসাহ দান উচিত।

নারীজাতির জ্ঞানানুকূলশিক্ষা।

নারীজাতির হৃদয়ের উৎকর্ষ সম্পাদন এবং শোভা পরিবর্দ্ধনের জন্য কি কি বিষয়ে তাহাদিগকে বিশেষ আদরের সহিত শিক্ষা-প্রদান করা উচিত, কিরূপ শিক্ষালাভ করিলে নারীহৃদয়ের সুসৌরভে মনুষ্যসমাজ প্রমোদিত হইতে পারে, আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম। হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির মনোবৃত্তিনিচয়ও কি রূপে প্রশস্ত এবং পরিমার্জ্জিত হইতে পারে, নারীর শিক্ষাপ্রসঙ্গে এইক্ষণে তাহাই আমাদিগের আলোচনার অবশেষ রহিয়াছে।

শিক্ষার শুভ্র আলোকে যাহারা দুর্ভাগ্য বশতঃ আপনারাই একেবারে বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাদিগের ব্যতীত, অন্য

কোথাও, যে শিক্ষা নারীজাতির হৃদয়গত সৌন্দর্য্যের বিকাসের অনুকূল, তদ্বিরুদ্ধে বিশেষ আপত্তি শ্রুতিগোচর হয় না। অবলাকুল কবির কল্পনার ন্যায় কমনীয় এবং যোগীর আরাধনার ন্যায় পবিত্র হউক, ইহা প্রায় সকলেরই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহাদিগের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য এবং শোভার ন্যায় তাহাদিগের মনও বিকসিত হউক, তাহাদিগের বুদ্ধি পরিপক্ক এবং মার্জ্জিত হউক, তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু প্রকৃতির সকল তত্ত্বই অবলোকন করিতে সমর্থ হউক, ইহা অনেকেরই নিকট সহনীয় নয়। নারীজাতির জ্ঞানোন্নতি যে, কেবল এ দেশীয় অনেকের হৃদয়েই কণ্টকস্বরূপ বিদ্ধ হয়, এমন নহে; লজ্জার এবং পরিতাপের বিষয় এই যে, সামাজিক উন্নতির অতীব উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়াও ইউরোপ এবং আমেরিকা শিক্ষা বিষয়ে নারীজাতির প্রতি সম্পূর্ণ ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিতে পারে নাই। ইউরোপ এবং আমেরিকায় এখনও এমন অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা নারীজাতির জ্ঞানগত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শিক্ষার নাম শ্রবণেও ভয়ানক বিরক্তি প্রকাশ করেন। তাঁহাদিগের অভিলাষ এই যে, "নারীজাতি তাহাদিগের হৃদয় লইয়াই পৃথিবীর একপার্শ্বে অবস্থান করুক, জ্ঞানের উচ্চতর রাজ্যে তাহাদিগের পদচারণার প্রয়োজন নাই। জ্ঞানজগতে পুরুষজাতি এতদিন যে একাধিপত্য ভোগ করিয়াছে, কিছুতেই যেন তাহার প্রতিরোধ না হয়।"

এই শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা শুদ্ধ ব্যঙ্গ বিদ্রূপেরই আশ্রয় লইয়া নারীজাতির উন্নতির প্রতিবন্ধকতা আচরণ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে কিছুই বলিতে চাই না। কিন্তু

যাঁহারা সমাজহিতৈষীর গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া এবং যুক্তির সম্মানিত নাম অবলম্বন করিয়া, লোকসমাজে এই প্রকার উপদেশ করেন যে, জ্ঞানগত কঠিন শিক্ষা নারীজাতির প্রকৃতির কোমলতা বিনাশ করিবে; জ্ঞানের প্রখর আলোকে বিচরণ করিলে নারীর হৃদয় পুরুষের ন্যায় কঠিন হইবে; অন্তঃপুরে প্রীতির সুধাময়ী কান্তি আর নয়নগোচর হইবে না; জ্ঞান নারীজাতির স্বাভাবিক অন্ন নহে; উহা নারীজাতির মঙ্গলের কারণ না হইয়া বরং অমঙ্গলেরই কারণ হইবে; নারীজাতির শিক্ষা-সম্বন্ধে এইরূপ যাঁহাদিগের মত, আমরা তাঁহাদিগকে না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না যে, তাঁহারা ভয়ানক ভ্রমে নিপতিত। আমরা যখন প্রত্যক্ষ অবলোকন করিতেছি যে, নরনারী একই প্রকারের অশনীয় এবং পানীয় গ্রহণ করিতেছে, একই সূর্য্যের উত্তাপ সম্ভোগ এবং একই সমীরণ সেবন করিতেছে, অথচ একের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুদৃঢ় ও কঠিন এবং অপরের কমনীয় ও কোমল; আমরা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, একই উদ্যানে প্রতিপালিত হইয়া এবং একই পৃথিবীর রসাকর্ষণ করিয়া লতা এবং পাদপ ভিন্নপ্রকৃতিই রহিতেছে, লতার কোমলতাও পাদপ অপহরণ করে না এবং পাদপের কঠিনতাও লতা লাভ করিতে পায় না, তখন আমরা কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারি যে, একই প্রকারের মানসিক অন্ন ভোগ করিলে নরনারীর প্রকৃতি বিকৃত হইবে, নারীজাতির আর নারীপ্রকৃতি রহিবে না। নারীজাতির জীবনচরিত সমালোচনা করিলে বরং ইহাই প্রতীত হয় যে, যাঁহারা জ্ঞানের সমুজ্জ্বল কিরণে নারীজাতির

মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহারাই অধিক বিনম্রপ্রকৃতি এবং অধিক কোমলস্বভাব ছিলেন। কিন্তু তাহা যাহা হউক, আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি প্রস্তাবিত যুক্তি অবলম্বন করিয়াই নারীজাতির শিক্ষার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা বিধেয় হয়, তবে কাব্য এবং সঙ্গীত প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা হৃদয়কেই কোমল করে, কিন্তু জ্ঞানের সীমা পরিবর্দ্ধিত করে না, পুরুষজাতিকেও কি তাহাতে বঞ্চিত করা উচিত নয়?

অনেকে যুক্তির রূপান্তর অবলম্বন করিয়া এইরূপ আপত্তি করেন যে, "নারীজাতির বুদ্ধিশক্তি নিতান্ত নিস্তেজ, তাহাদিগের জ্ঞানতৃষ্ণাও স্বভাবতই অতীব দুর্ব্বল, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদিগের সমধিক উন্নতি প্রকৃতির অভিপ্রেত নহে।" এই আপত্তিটী যে কতদূর কুসংস্কারমূলক তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা যুক্তি কি তর্কের উপর নির্ভর না করিয়া সর্ব্বজনসম্মাননীয় ইতিহাস শাস্ত্রকেই সাক্ষিস্থলে উপস্থিত করিতে চাই। আমরা স্বীকার করি যে, বুদ্ধির প্রগাঢ়তায় নারী চিরকালই পুরুষের কনীয়সী; পুরুষজাতির মধ্যে যে সমস্ত অসাধারণ ব্যক্তি সময়ে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বর্গাগত দেবতার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়াছেন, যাঁহাদিগের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেশকালের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া সত্যের সন্নিহিত হইয়াছে, যাঁহাদিগের স্বাভাবিক প্রতিভা একটী সামান্য ফলের অধঃপতন দর্শনে উদ্বোধিত হইয়া সূর্য্য চন্দ্র এবং তারকা নিচয়ের গতিবিধি নিরূপণ করিতে উড্ডীন হইয়াছে, আমরা স্বীকার করি যে, নারীজাতির মধ্যে তাঁহাদিগের সমকক্ষ পৃথিবীতে কোন কালেও জন্ম গ্রহণ করে

নাই। কিন্তু এ নিমিত্ত ইহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারিব না যে, গালিলিয়ো, নিয়ুটন, অথবা সক্রেটিশের ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন না হইলে বুদ্ধিবৃত্তি-নিচয়ের পরিমার্জ্জনা করিতে এবং জ্ঞানজনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিতে কাহা-রও অধিকার নাই। আমাদিগের এই বোধ যে, সমুদয় নারী-জাতির বুদ্ধিশক্তি সাধারণতঃ যদিও প্রগাঢ়তা এবং সামর্থ্যে পুরুষজাতির বুদ্ধির নিকট ন্যূন হয়, কিন্তু প্রকৃতির এই অনন্ত ভাণ্ডারে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিতে নারীর বুদ্ধি অপারগ হয়, জ্ঞানের বিশাল রাজ্যের এমন কোন তত্ত্ব এবং এমন কোন শাস্ত্র নাই, নারীজাতি যাহার অর্থ বোধ করিতেই সমর্থ নয়।

ইহা একটী নিঃসংশয় সত্য যে, মনুষ্যের মানসিক উন্নতি অথবা অবনতি অবস্থার অনুকুলতা এবং প্রতিকুলতার উপর অত্যন্ত নির্ভর করে। অচিন্ত্যজ্ঞান পরমেশ্বর কেন মনুষ্যকে এইরূপ অবস্থাধীন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু মনুষ্যের বিদ্যা বুদ্ধি এবং ধীশক্তি প্রভৃতি অধ্যাত্ম সম্পদ্‌-নিচয় যে অনেকাংশে অবস্থারই অধীন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পরে? সাধারণতঃ সমুদয় নারীজাতি যে, জ্ঞানের সমুজ্জ্বলতার জন্য আজ পর্য্যন্তও পৃথিবীতে সমাদৃত হইতে পারে নাই, ইহাই তাহার নিশ্চয় কারণ যে, বুদ্ধিবৃত্তি-নিচয়ের সমুচিত বিকাসের জন্য যাহা যাহা চাই, দুর্ভাগ্যবশতঃ তৎসমু-দয়ই নারীজাতির প্রতিকূল। নারীজাতির শিক্ষাগত উন্নতির জন্য অদ্য পর্য্যন্ত কোথাও সমুচিত চেষ্টা হয় নাই; বিদ্যা-লয় সমূহের দ্বার তাহাদিগের প্রতি চিরকালই অবরুদ্ধ, রাজ-

পুরুষগণ চিরকালই তাহাদিগের প্রতি নিষ্কৃপ,. সমাজও তাহাদিগের প্রতি সকল সময়েই এইরূপ নিষ্ঠুর যে, তাহাদিগের মধ্যে যখনই কোন নারী স্বচেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া ভোগ্যভাব পরিত্যাগ করিতে এবং স্বকীয় জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখনই সমাজ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিষাক্ত বাণে তাহার কোমল হৃদয় ভেদ করিয়াছে। নারীজাতির বুদ্ধিশক্তি যে, মেঘসমাচ্ছাদিত সূর্য্যকিরণের ন্যায় লোক চক্ষু হইতে লুক্কায়িত রহিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ইহাই বরং বিস্ময়কর যে, সামাজিক অবস্থার এইরূপ ভীষণ প্রতিকুলতা সত্ত্বেও ইহারা অদ্য পর্য্যন্ত পশুজাতির শ্রেণীভুক্ত হয় নাই। ইতিহাস ইহা অখণ্ডিত রূপে প্রমাণ করেন যে, অবস্থা যখন অনুকুল হইয়াছে, তখন আর নারী বুদ্ধিশক্তিবিহীনা বলিয়া লোকসমাজে উপেক্ষিতা রহে নাই।

খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে এস্পেশিয়া নাম্নী মিলিটাস নিবাসিনী একটী অবলা অলঙ্কার শাস্ত্রে এবং তত্ত্ববিদ্যায় এইরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতাশক্তিও এইরূপ মধুর এবং ওজস্বিনী ছিল যে, আরিষ্টফেনিশ এবং তাঁহার সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগের জঘন্য নিন্দাবাদের প্রতি কর্ণপাতও না করিয়া গ্রীশদেশীয় সম্ভ্রান্ত কুলবালাগণ উপদেশ লাভের জন্য সর্ব্বদা তাঁহার গৃহে সমবেত হইত। সক্রেটিশ প্রভৃতি অসাধারণ জ্ঞানীরাও সর্ব্বদা তাঁহার নিকট গমন করিতেন। শক্তিমান্ পেরিক্লীশ এস্পেশিয়ার গুণরাজি দর্শনে এমনই মোহিত এবং উন্মত্ত হইলেন যে,

তিনি ইহাঁর পাণি গ্রহণ প্রত্যাশায় স্বকীয় পরিণীতা ভার্য্যা-কেও পরিত্যাগ করিয়া যৎপরোনাস্তি ঘৃণিত হন। খনা এবং লীলাবতী প্রভৃতি এই ভারতবর্ষের কতিপয় কুলকন্যা জ্যোতিঃশাস্ত্র এবং গণিত-তত্ত্ব প্রভৃতি কঠিন বিদ্যায় কিরূপ অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দুসন্ততি-গণ আজ পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। বিক্টবিণা নামিকা একটী রোমীয় কুলনারীর বুদ্ধি এমনই ওজোগুণসম্পন্ন এবং প্রখর ছিল যে, রোমক সেনাগণ, সম্রাট গেলিয়নসের নিষ্ঠুর এবং নির্লজ্জ অত্যাচারে ভয়ানক রূপে উৎপীড়িত হইয়া উপায়ান্তর বিরহে তাঁহারই শরণ লয়, এবং তাঁহাকেই অগ্রণীরূপে বরণ করিয়া গেলিয়নসের প্রতিকূলে যাত্রা করে।

ষষ্ঠ চারল্‌সের জ্যেষ্ঠা দুহিতা এবং প্রথম ফ্রান্‌সীসের পত্নী গুণবতী মেরায়াথেরিসা অতীব কোমলপ্রকৃতি হইয়াও এরূপ অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অপুত্রক পিতার লোকান্তর গমনের পর তিনি হঙ্গেরী এবং বহিমিয়া এই রাজ্যদ্বয়ের এবং জর্ম্মণীয় তৎকালীন সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী বলিয়া ঘোষিত হইলে যখন তাঁহার সমুদয় আত্ম-পক্ষও শত্রুপক্ষ হইয়া দণ্ডায়মান হইল, প্রসিয়া এবং ফ্রান্স প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার প্রতি ভয়ানক অনিষ্টাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, তাঁহার প্রজাপুঞ্জের মধ্যেও অনেকে যখন তাঁহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তখন তিনি কেবল স্বকীয় বুদ্ধি-বলেই তাঁহার জীবন এবং সিংহাসন রক্ষা করেন। তিনি তাঁহার হঙ্গেরীয় প্রজাবর্গের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের রাজ-ভক্তির উত্তেজনার নিমিত্ত একটী আশ্চর্য্য

বক্তৃতা করিয়া এই বলিয়া তাহার উপসংহার করেন যে, “আমি আমার বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া; আমার শত্রু-দিগের উৎপীড়নে অস্থির হইয়া, আমার ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি কুটুম্ব কর্ত্তৃকও আক্রান্ত হইয়া গত্যন্তরবিরহে এক্ষণে তোমাদিগের প্রভুভক্তি, তোমাদিগের সাহস এবং তোমাদিগের অটলতারই শরণ লইলাম। এই নেও, আমি তোমাদিগের রাজকুমারকে তোমাদিগেরই হস্তে সমর্পণ করি।” তাঁহার হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতায় হঙ্গেরী নিবাসীরা একেবারে মর্ম্মস্পৃষ্ট হইয়া সকলেই একস্বরে এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল যে, “আমরা আমাদিগের রাজ্ঞী মেরায়াথেরিসার জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিব।” বস্তুতঃ অচিরেই তিনি তাঁহার বুদ্ধি কৌশলে সমুদয় প্রজাবর্গকে বশীভূত করিয়া সমুদয় বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইলেন। তাঁহার সিংহাসন এবং সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক হওয়ার পর তিনি এইরূপ অসাধারণ নিপুণতা সহকারে তাঁহার প্রজাপুঞ্জকে শাসন করিয়াছিলেন, তাঁহার অধিকারে বিদ্যা সম্পদ সদাচার এবং সভ্যতার এরূপ উন্নতি হইল, সমরক্ষত সৈনিকগণ, অনাথা বিধবারা এবং রাজ্যের পিতৃমাতৃহীন বালকগণ তাঁহাকেই আপনাদিগের মাতা এবং পালয়িত্রী লাভ করাতে আপামর সাধারণ সমুদয় লোকই তাঁহার প্রতি এইরূপ প্রগাঢ় অনুরক্ত হইল যে, তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াও বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রজা-পুঞ্জের হৃদয়ে এবং স্মৃতিতে অধিষ্ঠাতৃদেবতার ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন। মাতৃবিয়োগে সন্তানের শোকাবেগ যেমন প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হয়, তাঁহার বিয়োগদুঃখেও প্রজাবর্গ

সেইরূপ অধীর হইয়া এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল যে, "আমাদিগের রাজ্যের জননী এতদিনে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন।" এই গুণরাশি অঙ্গনা নানাবিধ রাজগুণে বিভূ-ষিতা হইয়াও এরূপ প্রীতিময়ী ছিলেন যে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পতিবিয়োগ হইলে, তিনি সেই অবধি তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত পঞ্চদশ বর্ষকাল শোকপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া এবং আপনাকে সকল প্রকারের ভোগসুখে বঞ্চিত রাখিয়া জগতে ইহারই যেন পরিচয় দিলেন যে, নারীর বুদ্ধি বিদ্যা অসা-ধারণ হইলেও নারীর হৃদয় কোমল রহিতে পারে।

রুশিয়ার ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বরী সুপ্রসিদ্ধা ক্যাথেরিণা রাজ-নন্দিনী ছিলেন না। তিনি এক দীন দরিদ্রের পর্ণশালায় জন্মগ্রহণ করেন এবং নানা শাস্ত্রে সুশিক্ষিত এবং নানাগুণে অলঙ্কৃত হইয়া অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের সময় মহিমান্বিত পিটার দি গ্রেটের মহিষী রূপে রুশিয়ার বিশাল রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজা এবং রাজমহিষী এই উভয়েরই যশঃসৌরভে সমুদয় রাজ্য এইরূপ পুলকিত হইল যে, প্রকৃতি-পুঞ্জ তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার গৌরবান্বিত গুণরাজির অধিক স্তুতি করিবে, কাহাকে অধিক সৌভাগ্যবান্ বলিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। ইহাই ক্যাথেরিণার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যে, সুয়িড্ সম্রাট দ্বাদশ চারল্‌স তুর্ক স্থানীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে যখন পিটারের সর্ব্বনাশের সন্ধান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহা-রই মন্ত্রণা-কৌশলে পিটারের প্রাণ রক্ষা হয়, এবং তিনি বিধবা হইয়াও এমন আশ্চর্য্য নিপুণতা সহকারে রুশিয়ার

সুবিস্তৃত রাজ্য শাসন করেন যে, কেহই অনুভব করিতে পারিল না যে, রাজা লোকান্তর গমন করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের সিংহাসনের দিবস-কতিপয়ের অধীশ্বরী দুঃখিনী জেন্ গ্রে অতীব কিশোর বয়সেই অসাধারণ মেধা এবং বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করেন। পণ্ডিতবর আসকাম এই নারীরত্নকে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের সময়েই গ্রীক ভাষায় লিখিত প্লেটোর মূল-পুস্তক অধ্যয়ন করিতে দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং আগ্রহের সহিত কথোপকথন করিয়া পশ্চাৎ দেখিতে পাইলেন যে, তিনি আধুনিক ভাষানিচয়েও নিপুণ। ইংলণ্ডের তৎকালীন দশায় নারীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাদৃশী সুশিক্ষিতা হওয়া সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। জেন্‌গ্রে বিদ্যা বুদ্ধির গৌরবের সহিত নারীজনোচিত স্নিগ্ধ এবং কমনীয় গুণচয়েও এরূপ বিভূষিত ছিলেন, তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণার ন্যায় পরমার্থরস-লালসাও এরূপ বলবতী ছিল যে, বোধ হয় যদি তিনি নৃশংসহৃদয়া মেরীর নিষ্ঠুরাচরণে অকালে কালকবলিত না হইতেন, তবে এক তাঁহারই দৃষ্টান্তে ইংলণ্ডের দুর্নীতি এবং দুরাচার সংশোধিত হইয়া যাইত। তাঁহার স্তুতি কীর্ত্তনচ্ছলে একজন ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, “শিশুর সরলতা এবং যৌবনের সৌন্দর্য্য, প্রৌঢ়াবস্থার প্রগাঢ়তা এবং প্রাচীন বয়সের গাম্ভীর্য্য, রাজনন্দিনীর জন্মগরিমা, এবং যাজকের জ্ঞান বৈভব, যোগীর জীবন এবং ধর্ম্মার্থ সর্ব্বত্যাগীর মৃত্যু” এই সমুদয়ই জেন্‌গ্রের জীবনে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

হাইপেসিয়া নাম্নী একটী ভুবনবিখ্যাত নারী মিসর দেশের

অন্তর্গত আলেগ্‌জেণ্ড্রিয়া নগরে থিয়ন নামক জনৈক গণিত-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের গৃহে ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার যত্নে এবং স্বকীয় চেষ্টায় তৎকাল-পরিজ্ঞাত কঠিন এবং সহজ সমুদয় শাস্ত্রেই এরূপ অলোকসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন এবং প্লেটো ও আরিষ্টোটলের দর্শনশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব সংক্রান্ত এরূপ সুললিত এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইলেন যে, তাঁহার কীর্ত্তির সুসৌরভ অচিরেই দিগ্‌দিগন্তরে প্রবেশ করিল। জ্ঞানলিপ্সু প্রাচীন এবং তরুণগণ নানা দেশ এবং নানা জনপদ হইতে সমাগত হইয়া তাঁহার নিবাসস্থল পরিপূরিত করিল এবং তিনি যে একজন অসভ্য দেশীয় নারী, ক্ষণকালের জন্যও ইহা মনে না করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তিনি যে সকল আশ্চর্য্য গ্রন্থ রচনা করিয়া যান, রাজপুরুষেরা নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিবার জন্য যেরূপ উৎসুক হইতেন, এবং তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে অনেকে যেরূপ প্রসিদ্ধ লোক হন, তদ্দ্বারাই তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যার প্রগাঢ়তা অনুমিত হইতে পারে।

অধিক দিন নয় অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসান সময়ে ফ্রান্সের তৎকালীন অধিপতি ষোড়শ লুয়ির রাজস্বসম্বন্ধীয় মন্ত্রী নিকারের দুহিতা মেডেম্ ডিষ্টেল এরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমতী এবং বিদ্যাবতী হইয়াছিলেন যে, বোধ হয় সে সময়ে তাঁহার সমকক্ষ অতীব দুর্লভ ছিল। তিনি কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস, জীবনচরিত এবং বিশেষতঃ রাজনীতি বিষয়ে এরূপ উচ্চশ্রেণীর এবং এত অধিক সঙ্খ্যক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন

যে, পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লবে ফ্রান্সের সমুদয় কীর্ত্তি নাশ পাই-লেও তাঁহার কীর্ত্তি কিছুতে বিনষ্ট হওয়ার নয়। নারীকুলে তাঁহার ন্যায় ওজস্বিপ্রকৃতি অঙ্গনা আর কখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছে কি না, ইহা অনুসন্ধানের বিষয়। তাঁহার বুদ্ধির এবং লেখনীর অসাধারণ শক্তিমত্তার ইহাই প্রচুর প্রমাণ যে, ভুবনবিজয়ী নেপোলিয়ন বোনাপার্টও তাঁহাকে শঙ্কা করিতেন এবং এক সময় বলিয়াছিলেন যে, "মেডম্ ডিষ্টেল ব্যতীত ফ্রান্সে আমার এমন শত্রু আর নাই, যাহার জন্য আমাকে বিন্দুমাত্রও ভীত হইতে হয়।" তিনি নানাবিধ পুস্তকে এবং পত্রিকায় নেপোলিয়নের সর্ব্বগ্রাসিনী সম্মান-স্পৃহা এবং অনুচিত প্রভুত্ববাসনার উপর এমন ভয়ানক আক্র-মণ করিয়াছিলেন যে, পাছে তাঁহার উত্তেজক লেখায় ফ্রান্স-নিবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে এই আশঙ্কা করিয়া, নেপো-লিয়ন প্রথম কন্সলের পদে অধিরূঢ় হইয়াই তাঁহার নির্ব্বাস-নাজ্ঞা প্রচার করেন; এবং বলিয়া পাঠান যে, "মেডেম ডিষ্টেলকে বলিবে সমুদয় পৃথিবীই তাঁহার রহিল, তিনি কৃপা করিয়া ফ্রান্সের রাজধানীটী আমাকে ছাড়িয়া দিউন।"

মেডেম্ ডিষ্টেলের ফ্রান্সে অবস্থান-সময়ে প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় তাঁহার অধ্যয়ননিলয়ে এমন এক আশ্চর্য্য সভার অধিবেশন হইত; কবি, চিত্রকর, গায়ক, দার্শনিক, যোদ্ধা, এবং রাজপুরুষ এই সকল শ্রেণীর প্রধান ব্যক্তিরাই তথায় সমবেত হইয়া তাঁহার এরূপ সম্মান করিতেন যে, তিনি এক দিবসের জন্য প্যারীশ পরিত্যাগ করিলেও সাধারণ্যে তাহা অপরিজ্ঞাত থাকিত না। সুতরাং তাঁহার নির্ব্বাসনদণ্ড

সকলেরই যার পর নাই অসুখকর হইল। তাঁহার চরিতা-খ্যায়কদিগের এই ভক্তি বস্তুতই অসঙ্গত নয় যে, তিনি পৃথিবীর একটী বিখ্যাত সময়ের একজন অতি বিখ্যাত লোক।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড দেশে যে সকল নারীরত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বোধ হয় ইংলণ্ডনিবাসীরা কোনদিনও তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারিবে না। ফিলিসিয়া হিমেনস্ নয় বৎসর বয়সের সময়েই মনোহর ছন্দোবন্ধে কবিতা রচনা করিতে শিখিয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের সময় "অভিনব কুসুমকলিকা" নামে একখণ্ড অতীব সুললিত কাব্য প্রকটন করিয়া তাঁহার দুঃখিনী মাতা এবং আত্মীয় স্বজন সকলকেই মোহিত এবং চমৎকৃত করেন। তিনি লাটিন, ইটালিয়, পর্ত্তুগীস, এবং জর্ম্মণ প্রভৃতি নানা ভাষায় সুনিপুণ হন; লেখনীই তাঁহার একমাত্র উপজীব্য ছিল। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুরাতন নানা পুস্তকের অনুবাদ করিয়া, এডিনবর্গ মেগেজিন প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় অনেক জ্ঞানগর্ভ হিতকর প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া এবং কতিপয় অতীব সুমধুর কাব্য এবং উপন্যাস রচনা করিয়া, কবির কীর্ত্তি এবং জ্ঞানীর সম্মান লইয়া লোকলীলা সংবরণ করেন। হানামোর, নানাবিধ যশস্কর বিদ্যায় সুপণ্ডিতা হইয়াও, ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ অনুরাগিণী ছিলেন যে, তাঁহার বিরচিত "সুখের অন্বেষণ" নামক এক খণ্ড নাটক সাধারণ্যে অতীব আদরের সহিত পরিগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ডাক্তর জন্সন্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের প্ররোচক বাক্যের প্রতি কর্ণার্পণ না করিয়া কীর্ত্তির হৃদয়মোহন মধুরধ্বনি অপেক্ষা

জগতের হিতসাধনই অধিক শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিতেন এবং ধর্ম্মবিষয়ে জ্ঞানগর্ভ এবং পবিত্রভাবপূর্ণ বহুল গ্রন্থ প্রণয়নেই সমুদয় জীবন নিঃশেষ করিলেন। তিনি নারীজাতির এইরূপ হিতাভিলাষিণী ছিলেন যে, নিতান্ত অল্প বয়সেই তিনি বৃষ্টল নগরে একটী বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। তাঁহার হৃদয়গত যত্নের গুণে ঐ বিদ্যালয়টী সময়ে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ফিলিসিয়ার ন্যায় তাঁহারও গ্রন্থরচনাই জীবনের অবলম্বন ছিল এবং তিনি কীর্ত্তিপ্রিয় না হইয়াও প্রভূত কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়া যান।

মেরায়া এজোয়ার্থ পিতার যত্নে সুশিক্ষিতা হইয়া এরূপ আশ্চর্য্য লেখনী শক্তি উপার্জ্জন করিলেন, অল্প বয়সেই এরূপ সুন্দর সুললিত এবং সাধুভাববিভূষিত উপন্যাস সকল রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহার পিতার লেখনী-লব্ধ কীর্ত্তি অচিরেই দুহিতার যশঃসৌরভে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ইনি স্বকীয় গ্রন্থপত্রে লোকের প্রকৃতি এবং পৃথিবীর আচার ব্যবহার এরূপ আশ্চর্য্যভাবে অঙ্কিত করিতে শিক্ষা করিলেন, স্বকীয় রচনাবলে পাঠকগণের হৃদয়-নিহিত মহৎ এবং কমনীয় ভাবনিচয় এরূপ উত্তেজিত করিতে সমর্থ হইলেন যে, যে সমস্ত সমালোচকদিগের সূক্ষ্ম দৃষ্টির নিকট মক্ষিকাপ্রমাণ দোষও এড়াইতে পারে না, তাহারাও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিল না। সুপ্রসিদ্ধ জ্বেফ্‌রে ইহাঁর রচনার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে; "কুমারী এজোয়ার্থের লেখায় গম্ভীর জ্ঞান এবং কল্পনার অক্ষয় ভাণ্ডার এই দুই নয়নগোচর হয়। মানবসমাজের সকল অবস্থারই সুখ

দুঃখের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি এরূপ সূক্ষ্ম এবং প্রগাঢ়, সুখসম্ভোগের প্রকৃত উপায়ই বা কি এবং কি কি ভ্রমে নিপতিত হইয়া মনুষ্য যথার্থ সুখলাভে বঞ্চিত হয়, তিনি এই সকল বিষয়ের এরূপ যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন যে, আমরা যে তাঁহাকে সাধারণ উপন্যাস লেখকদিগের শ্রেণী নিবিষ্ট করিতে চাই না, আমরা প্রতিদিন পরিলক্ষিত অনেক সত্যমূলক ইতিহাস এবং গম্ভীর তত্ত্ববিদ্যার পুস্তক হইতেও যে, তাঁহার উপন্যাস নিচয়কে অধিক গৌরবান্বিত এবং আদরণীয় বলিয়া গ্রহণ করি, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। আমরা বিবেচনা করি, তাঁহার যে কোন গ্রন্থ হইতে দশটী পত্র মাত্র পাঠ কর, হৃদয়ে এইরূপ অনুভব না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না যে, ইহাতে এমন একটী অংশও নাই লোকের হিতসাধনই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।"

এই অসাধারণ ক্ষমতাশালিনী অঙ্গনার গ্রন্থনিচয় এখনও ইংলণ্ডে অত্যন্ত আদরের সহিত পঠিত হয় এবং ইহা অপেক্ষা নারীর আর অভিমান কি যে, উপন্যাস লেখকদিগের রাজা সুপ্রসিদ্ধ ওয়াল্টর স্কট্ মহোদয়ও ইহাঁরই রচনা দর্শনে মোহিত হইয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং ইহাঁকেই আদর্শ স্থানীয় করিয়া বহুসঙ্খ্যক বিস্ময়কর উপন্যাস কাব্য রচনা দ্বারা ইংলণ্ডীয় ভাষাকে তাঁহার নিকট এক অপরিশোধনীয় ঋণে চির দিনের জন্য আবদ্ধ করেন।

বৃটেনিয়ার বাগ্মিকুলের চিরকীর্ত্তি সুবিখ্যাত সেরিডনের পৌত্রী এলিজাবেথ্ নর্টন্ স্বভাবতই অতীব বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং তিনি তাঁহার জননীর যত্নে তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতার

অনুরূপ শিক্ষাই প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁহার একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কাব্য এবং উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অত্যল্প সময়েই চতুর্দ্দিক্ হইতে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। তাঁহার কতিপয় কাব্যে সাধারণ লোক এইরূপ প্রীত এবং পুলকিত হইল যে, কোন কোন প্রধান সমালোচক তাঁহার লেখাকে লর্ড বাইরণের লেখনীরও অযোগ্য নয় বলিয়া প্রশংসা করিল। এই গুণবতী নারী কৌলীন্য মর্য্যাদার অনুরোধে অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত অপাত্রের সহিত পরিণীতা হইয়া সর্ব্বদাই অতীব মুহ্যমানা থাকিতেন এবং কাব্যে উপন্যাসে যখনই সুযোগ পাইতেন বর্ত্তমান পরিণয়-পদ্ধতির দোষনিচয় প্রদর্শন করিয়া হৃদয়ের দুঃখ নিবারণ করিতেন। নারীজাতির দুর্গতি এবং দুরবস্থা চিন্তা করিয়া তিনি অন্তরে অহর্নিশ এরূপ দারুণ যাতনা ভোগ করিতেন যে, তিনি নারীজাতির হিতার্থ প্রকাশ্যে অনেক চেষ্টা না করিয়া আর রহিতে পারিলেন না। তিনি প্রথমতঃ "নারীজাতি সম্বন্ধীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বিধি ব্যবস্থা" নামে একখণ্ড যুক্তিপূর্ণ সমুত্তেজক পুস্তক প্রকটন করেন। তাহা সাধারণ্যে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত গৃহীত হইল দেখিয়া, পরিণয়বিধি বিষয়ে রাজ্ঞীর প্রতি সম্ভাষণে একখানা সুদীর্ঘ পত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করেন। এলিজাবেথ্ নর্‌টন্ সর্ব্বাংশেই পিতামহের নামের যোগ্য এবং নারীজাতির গৌরবস্বরূপ ছিলেন সন্দেহ নাই।

উপন্যাস, কাব্য, ইতিহাস এবং জীবনচরিত প্রভৃতি রচনা দ্বারা ইংলণ্ডে এক্ষণে কত নারী কীর্ত্তিমতী হইয়াছেন বস্তুতঃ তাহার গণনাই হইতে পারে না। নারীর লেখনী

হইতে ইংলণ্ডে এইক্ষণ প্রতি বৎসরে এত পুস্তক প্রচারিত হয় যে, এক জনে সমুদয় জীবনেও তাহা পাঠ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না। ফ্রন্সেস্ ট্রোলাপ্ নাম্নী একটী ইংলণ্ডীয়া মহিলা গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রচার করিয়া সকলকে এরূপ চমকিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মস্তিষ্ক এবং লেখনী কোন্ সময়ে বিরাম-সুখ ভোগ করিত, তাহার অনুসন্ধান করা অনেকেরই আমোদের বিষয় হইয়াছিল। চরিতাখ্যায়কেরা বলেন যে, তাঁহার গ্রন্থনিচয় পরিগণিত হইলে কখনই ত্রিচতুর্ব্বিংশতির ন্যূনসংখ্য হইবে না। কিন্তু ইহাতে কাহারও এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না যে, ট্রোলাপ যত কিছু লিখিয়াছেন সমুদয় অসার এবং অকর্ম্মণ্য। তিনি আমেরিকায় কিছুকাল পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তদ্দেশবাসীদিগের গার্হস্থ্য জীবনসম্বন্ধে যে এক পুস্তক প্রকাশ করেন ইংলণ্ড এবং আমেরিকা এই উভয় দেশেই তাহার অসামান্য সমালোচনা হইয়াছিল; বস্তুতঃ তাঁহার কোন পুস্তকই সমাজে উপেক্ষিত হয় নাই। তাঁহার সময়ে নরনারী কেহই সংখ্যাতে এত পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন কি না সন্দেহের বিষয়, এবং এত অধিকসঙ্খ্য পুস্তক প্রকাশ দ্বারা অন্ততঃ এইটী নিঃসংশয়ই প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাঁহার মুহূর্ত্তমাত্র সময়ও বৃথা আমোদে ব্যয়িত হইতে পারে নাই।

ইংলণ্ডের বুদ্ধিমতী এবং বিদ্যাবতী মহিলাবলীর গুণকীর্ত্তন প্রসঙ্গে আমরা এস্থলে আর দুই তিনটীর নাম গ্রহণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ইহাঁদিগের প্রত্যেকেরই জীবন অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিয়াছে যে, জ্ঞানাচলে এমন উচ্চ স্থান নাই

যেখানে নারী উত্থান করিতে সমর্থা নহে। ইহাঁরা কেবল গ্রন্থ রচনা দ্বারাই কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন এমন নহে। ইহাঁরা অতীব উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষিতসমাজেও যৎপরোনাস্তি সম্মান এবং সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ইহাঁদিগকে নারীজাতির ভূষণ না বলিয়া মানবজাতির ভূষণ বলাই সঙ্গত এবং উচিত। কবিবর রবার্ট ব্রাউনীং মহো-দয়ের পত্নী কীর্ত্তিমতী এলিজেবেথ্ কি লেখার মাধুর্য্য এবং ওজস্বিতা, কি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, সর্ব্বাংশেই একজন অতি প্রধান শ্রেণীর লোক ছিলেন। এই সৌভাগ্যবান্ প্রণয়ি-যুগলের উভয়ই সুলেখক এবং সৎকবি বলিয়া ইংলণ্ডে সম্মানিত হইয়াছেন; কিন্তু এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, স্বামী একজন স্বনামপ্রসিদ্ধ পুরুষ হইয়াও পত্নীর কীর্ত্তিতে স্বদেশে এবং বিদেশে অধিক কীর্ত্তি লাভ করেন। এলিজে-বেথ্ ব্রাউনীং আজ আট বৎসর হইল লোকান্তর গমন করিয়াছেন। মেরী স্মরবীল পিতার প্রসাদে গণিত শাস্ত্রে এবং প্রাকৃত বিজ্ঞানের নানা শাখায় অসামান্য পাণ্ডিত্য উপা-র্জ্জন করেন। তিনি অল্প সময়েই এইরূপ বুদ্ধিমত্তা এবং বিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন যে, বিদ্যাসাগর লর্ড ব্রুহামও তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গে কথোপকথন করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন। স্মরবীল লাপলাসের "স্বর্গীয় গ্রহনিচয়ের সংস্থান" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া এবং প্রাকৃত বিজ্ঞান বিষয়ে আপনি অনেক নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়া সর্ব্ব-ত্রই অত্যন্ত সম্মানিত হন। তাঁহার বিশেষ প্রশংসা এই, তিনি বিজ্ঞানের অতীব গূঢ় এবং দুর্ব্বোধ তত্ত্বনিচয়ও এরূপ

কোমল এবং সরল ভাষায় প্রকটন করিয়াছেন যে, সকলেই তাহার মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিতে পারে। রাজপুরুষগণ তাঁহার বিদ্যাবত্তার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রার বৃত্তি প্রদান করেন, এবং তাঁহাকে রাজকীয় জ্যোতিষিক সভার সভ্যশ্রেণীতে নিবিষ্ট করেন।

হারিয়েট মার্টিনিয়ো এবং ফ্রান্সেস্ কব্ এই দুই পূজনীয়া কুমারী এখনও বর্ত্তমানা আছেন। ইহাঁরা নানা জাতীয় ভাষায় এবং ইতিহাস, বার্ত্তাশাস্ত্র, রাজনীতি, প্রাকৃত বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, নীতিতত্ত্ব এবং দর্শন প্রভৃতি সুকঠিন বিদ্যায় কিরূপ ঘোরতর পণ্ডিত হইয়াছেন, ইহাঁদিগের রচিত সারবান্ গ্রন্থসমূহ, এবং ইহাঁদিগের ভুবনব্যাপিনী কীর্ত্তিই তাহার সাক্ষী। ইউরোপ এবং আমেরিকায় এমন ব্যক্তি নাই যিনি ইহাঁদিগের জ্ঞানগম্ভীর উন্নত মানসিক শক্তির সম্মান করিতে প্রস্তুত নন। লেখনীই ইহাঁদিগের উপজীব্য এবং জগতের হিতসাধনই ইহাঁদিগের জীবন। নারীজাতি প্রকৃত উন্নতির দিকে কতদূর অগ্রসর হইতে পারে, বোধ হয় তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য করুণাজলধি পরমেশ্বর ইহাঁদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন অত্যুচ্চ অট্টালিকার শোভা সন্দর্শনের অভিলাষী হইলে আমাদিগকে যেমন স্বভাবতই ঊর্দ্ধ্বনেত্র হইয়া দৃষ্টি করিতে হয়, ইহাঁদিগের জীবন সমালোচনা করিতে হইলেও আমরা আমাদিগের চক্ষুকে সেইরূপ উন্নমিত না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহাঁদিগের তেজঃপুঞ্জ মন, বিশাল হৃদয়, সুবিস্তৃত জ্ঞান এবং দোষস্পর্শশূন্য চরিত্র চিন্তা করিতে হৃদয় আপনিই ভক্তিভরে অবনত

হইয়া আইসে। স্বভাবতই ঈশ্বরের সমীপে এই প্রার্থনা সমুত্থিত হয় যে, নারীকুলে এইরূপ দীপ্তিময়ী অনলশিখা যেন সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া পৃথিবীর হতভাগ্যা অবলাদিগের উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করে।

আমরা এস্থলে পুরাতন এবং অধুনাতন কয়েকটী মাত্র মহিলার নাম কীর্ত্তন করিলাম। বস্তুতঃ ইয়োরোপ খণ্ডে ভদ্রপরিবারস্থ অবলাগণ মধ্যে কেহই শিক্ষালোকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত নন। কিন্তু আমাদিগের চক্ষু যখন ইয়োরোপ পরিত্যাগ করিয়া আট্‌লাণ্টিকের পর পারে গমন করে, আমরা যখন আমেরিকার নারীসমাজের শিক্ষা এবং উন্নতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করি, তখন আশা এবং আশ্বাসে উল্লসিত হইয়া আমরা মঙ্গলের অনন্ত প্রস্রবণ ঈশ্বরকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারি না। আমরা এইক্ষণ আমেরিকার কোন বিশেষ প্রসিদ্ধ অঙ্গনার নামোল্লেখ করিতে চাই না; কিন্তু সাধারণ, সমুদয় নারীগণই তথায় কিরূপ উন্নত এবং সুশিক্ষিত, তৎপ্রদর্শনের জন্য আমরা কয়েকটী বৃত্তান্তের উল্লেখ করিব। ইহাতে বঙ্গদেশবাসীরা কখনই বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। বহুকাল পূর্ব্বে আমেরিকার বালিকাগণের শিক্ষার নিমিত্ত স্বতন্ত্র কতকগুলি বিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং বালিকাগণের বুদ্ধি কঠিন কঠিন বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে না এই অমূলক আশঙ্কায় অন্যান্যদেশের ন্যায় তথায়ও বালিকা-বিদ্যালয়ে কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি বোধসুলভ বিষয়েরই শিক্ষাদান হইত। কিন্তু ইদানীন্তন আমেরিকার অধিকাংশ বিদ্যালয়েই বালক বালিকাগণ সমানভাবে

গৃহীত হইয়া সমান শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। কিছুতেই ইতর বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। তরুণবয়স্ক নারীদিগকে উন্নতকল্পের শিক্ষা প্রদানের জন্য আমেরিকেরা যেরূপ যত্ন করিয়াছেন, এবং তত্রত্য তরুণীগণ বস্তুতই যেরূপ উচ্চশ্রেণীর শিক্ষালাভ করেন, তাহাতে আমাদিগের ত কথাই নাই, ইউরোপীয়েরাও চমৎকৃত হইয়াছেন। নিয়ুইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে তরুণীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় প্রধান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং তাহাতে বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, নীতিতত্ত্ব, এবং রাজনীতি প্রভৃতি সমুদয় কঠিন বিদ্যারই তরুণীগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষাবিষয়ে নর নারীতে কিছুই প্রভেদ রাখা উচিত নয় এই মহান্ সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া আমেরিকেরা আরও ঊনত্রিংশৎটী কলেজ সংস্থাপন করিয়াছেন। উহাতে বয়ঃপ্রাপ্ত নরনারীগণ উভয়ই সম্পূর্ণরূপে সম শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। দিবসে দিবসে এবং সপ্তাহে সপ্তাহে ছাত্র এবং ছাত্রীগণের পরীক্ষা গ্রহণ হয়; কিন্তু কোন বিষয়েই ছাত্রীগণ তাহাদের ভ্রাতাদের সাহচর্য্যের অনুপযুক্ততা প্রদর্শন করে না। কুমারী মিচেল প্রভৃতি কতিপয় অঙ্গনা তথায় জ্যোতিঃশাস্ত্রে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের সদৃশ ব্যক্তি অনেক নাই। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়গুলির এক একটীতে ছাত্র এবং ছাত্রীর সংখ্যা সহস্রের ন্যূন নহে। পরিগণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, আমেরিকার বিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষক এবং অধ্যাপকদিগের তিন অংশের দুই অংশই নারী। অধ্যাপনা-ব্রতে তত্রত্য কুলনারীগণ এরূপ আশ্চর্য্য নিপুণতা এবং কার্য্য-

দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অনেকে গ্রন্থপত্রের প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া অতীব দুর্ব্বোধ শাস্ত্র অনায়াসে অধ্যাপনা করেন। আমেরিকার এক জন প্রধান ব্যক্তি একদা বাষ্পীয় শকটারোহণে বোষ্টন নগর হইতে কোন দূরস্থানে গমন করিতেছিলেন, পথে কিঞ্চিৎকালের অবসর পাইয়া শকট হইতে অবরোহণ করত, তিনি অনতিদূরবর্ত্তি একটী বিদ্যালয়ে গমন করিলেন। দেখিলেন, কতিপয় ছাত্র জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের একটী কঠিন প্রতিজ্ঞা লইয়া বোর্ডের দিকে স্থিরচক্ষে চাহিয়া রহিয়াছে, প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিতেছে না। তিনি তাহাদিগের অধ্যাপক কে এবং তিনি কোথায়, তাহাদিগকে এই প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময়েই গৃহের অপর পার্শ্ব হইতে একটী সলজ্জ-নয়না তরুণী নারী তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং ছাত্রগণের সসম্ভ্রম গাত্রোত্থানই পরিচয় দিল যে, তিনিই তাহাদিগের অধ্যাপিকা। তিনি সেই গুণবতীর সহিত শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গে কথোপকথন করিয়া কিরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য। আমেরিকার অনেকগুলি প্রসিদ্ধ-সংবাদপত্র নারীর হস্তকর্ত্তৃকই পরিচালিত হইতেছে এবং মুদ্রাযন্ত্র হইতে নারী-বিরচিত পুস্তক দিন দিন কত প্রচারিত হইতেছে, তাহার গণনাই নাই। সুকঠিন দেহতত্ত্ব-বিদ্যা এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের দ্বার কোথাও নারীদিগের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। জর্ম্মণি এবং ফ্রান্স রাজ্যে কতিপয় বিদ্যালয়ে নারীদিগকে শুদ্ধ ধাত্রী-বিদ্যার সামান্য শিক্ষা প্রদত্ত হইত এবং ইংলণ্ডীয় কয়েকটী মহিলা প্রাণপণ করিয়াও চিকিৎসা-শাস্ত্রীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ-

পথ পান নাই। কতিপয় উৎসাহি ব্যক্তির যত্নে ইংলণ্ডীয় নারীদিগের শিক্ষার জন্য যদিও কয়েক বৎসর হইল কয়েকটী চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ধাত্রীগণ তাহাতে এক্ষণ পর্য্যন্তও যথাবিহিত এবং পরিপক্ক শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু আমেরিকায় বোষ্টন, ফিলেডেলফিয়া এবং নিয়ুইয়র্ক প্রভৃতি নগরে নারীজাতির শিক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি প্রধান চিকিৎসা-বিদ্যালয় অনেক দিন যাবৎ সংস্থাপিত রহিয়াছে, এবং সতর আঠার বৎসর হইল চিকিৎসা শাস্ত্রের পুরাতন বিদ্যালয়েও নারীগণ প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়া পুংজাতীয় ছাত্রদিগের সহিত একরূপ শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই সমস্ত বিদ্যালয় হইতে বিগত কতিপয় বৎসরে অন্যূন ছয়শত কুলনারী চিকিৎসাশাস্ত্রে কৃতবিদ্য এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন যে, প্রাচীন সুনিপুণ চিকিৎসকেরাও তাহাতে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

আমরা ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নারীজাতির শিক্ষাগত উন্নতির যে কয়টী উদাহরণ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম, আমাদিগের এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, এতদ্দ্বারা ইহাকি নিঃসংশয়িতরূপে সাব্যস্ত হয় না যে, সমাজ সস্নেহনয়নে দৃষ্টি করিলে, জনকজননী সন্তান বলিয়া কৃপা করিলে, এবং অবস্থা অনুকূল হইলে, নারীজাতি অজ্ঞানের তমোজাল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই জ্ঞানে গুণে বিভূষিত হইতে পারে? যাঁহারা নারীজাতির বুদ্ধি বৃত্তিকে

স্বভাবদুর্ব্বল বলিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানালোকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত রাখিতে চাহেন, তাঁহাদিগের ভ্রমাপনোদনের জন্য আমাদিগকে কি আরও যত্ন করিতে হইবে? আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলি যে, নারীর বুদ্ধি সাধারণতঃ পুরুষ-বুদ্ধির ন্যায় শক্তিমতী এবং দৃঢ়প্রকৃতি নহে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগকে বুদ্ধির জ্যোতিঃ যতটুকু প্রদান করিয়াছেন, তাহাই প্রচুর। যত্নের সহিত মার্জ্জিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইলে কালে তাহা কিরূপ শ্রদ্ধেয় মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে তাহা কে বলিতে পারে? কে সাহস পূর্ব্বক অনন্ত উন্নতিশীল মনুষ্যাত্মার উত্থানবর্ত্মে রেখানির্দ্দেশ করিয়া এইরূপ বলিতে পারে যে, "এই পর্য্যন্তই তোমার সীমা, ইহার পরপারে আর তোমার গতি সম্ভাবনা নাই।"

নারীজাতির মানসিক শিক্ষাবিষয়ে আমাদিগের এই বিশ্বাস যে, অনন্তজ্ঞান পরমেশ্বর পুরুষজাতিকে যেমন প্রকৃতির সকল তত্ত্বেরই মর্ম্মজ্ঞ হইতে অধিকারী করিয়াছেন, তেমন নারীজাতিকেও তিনি সেই অধিকার সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞানের সমুদয় দ্বারই নারীজাতির জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত। জ্ঞেয় এবং শিক্ষণীয় এমন কিছুই নাই, যাহা নারীজাতির অভিগম্য নহে। যদি আমরা বস্তুতই নারীজাতির শুভানুধ্যায়ী হই, তাহাদিগের কল্যাণ-কামনা যদি আমাদিগের জিহ্বাকে পরিত্যাগ করিয়া আমা-দিগের হৃদয়েও প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে যেরূপ শিক্ষায় নারীজাতির চক্ষু উন্মীলিত হইতে পারে, যেরূপ শিক্ষায় তাহাদিগের মন জ্ঞানের ধবল জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া

দিবসের পবিত্র শোভা প্রাপ্ত হয়, এবং আত্মরক্ষণেও সমর্থ হয়, যে প্রকারের শিক্ষা লাভ করিলে তাহারা যন্ত্রবৎ পর-হস্তে অবস্থান না করিয়া আপনারাই যন্ত্রীর ন্যায় পৃথিবীর কার্য্য করিতে পারে, ভোগ্যভাব পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য-নামের উপযুক্ত হইতে সমর্থ হয়, তবে তাহারই পক্ষে আমাদিগের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। কাব্যের অমৃত রসের আস্বাদ গ্রহণ কিম্বা ভাবাশিক্ষা জ্ঞান নহে। শুধু সুকুমার বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা নারীজাতি জ্ঞানী এবং সুশিক্ষিত হইতে পারে না। প্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞ হওয়াই যথার্থ জ্ঞান, এবং তাহাই মানসিক সমুন্নতির পথ। আমাদিগের ঊর্দ্ধে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ উপগ্রহ সকল শূন্যমার্গে অবিরাম ভ্রমণ করিয়া ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির পরিচয় দিতেছে, আমাদিগের চতুর্দ্দিকে জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি যে ভূতপুঞ্জ বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমাদিগের নিবাসস্থান এই পৃথিবী, আমাদিগের পিঞ্জরস্বরূপ এই দেহ, এই সমুদয়ই জ্ঞানীর নিকট আশ্চর্য্য গ্রন্থ। নারীজাতি তাহাদিগের বলবত্তর প্রতিবেশী-দিগের ন্যায় এই সমুদয় গ্রন্থেই সমানরূপে অধিকারী। নারী-জাতি পুরুষের সঙ্গে ভূতজগতের তত্ত্বজ্ঞ হইয়া যেমন প্রশস্ত প্রগাঢ় এবং কঠিন জ্ঞান লাভ করিবে, বিজ্ঞানের আলোকে আপনাদিগের মানসক্ষেত্রকে আলোকিত করিবে, সেইরূপ তর্কবিদ্যা মনোবিজ্ঞান এবং নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া একটি সূক্ষ্মতর রাজ্যে বিচরণ করিবে, জগতের অন্তঃপুরে পাদচারণা করিতে অধিকার লাভ করিবে। বাহিরে এবং অন্তরে উভয়ত্র ঈশ্বরের হস্তাক্ষর পাঠ করিবে, সকল

পদার্থেই তাঁহার জ্ঞান শক্তি এবং মঙ্গলভাব নয়নগোচর করিয়া আত্মার চরিতার্থতা সাধন করিবে।

হৃদয় আমাদিগের শোণিতস্বরূপ, জ্ঞান অস্থিমাংস। কবিতা এবং সঙ্গীত প্রভৃতি হৃদয়ের ভোগ্যবস্তুসকল কুসুমের সৌরভের ন্যায় আমাদিগকে প্রমোদিত করে, কিন্তু জ্ঞানান্ন সেবন না করিলে আমরা কখনই দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ হইতে পারি না। নারীজাতি সর্ব্বত্রই দুর্ব্বলপ্রকৃতি বলিয়া উপেক্ষিত হয়। কিন্তু জ্ঞানাশ্রয়বিরহই কি তাহাদিগের এই মানসিক দুর্ব্বলতার কারণ নহে? জ্ঞান লাভে বঞ্চিত থাকিলে তাহারা সংসারে চিরকালই পুরুষজাতির প্রমোদকর বস্তুর ন্যায় অবস্থান করিবে। শক্তি এবং ক্ষমতা কখনই তাহারা উপার্জ্জন করিতে পারিবে না। বস্ত্রময়ী পুত্তলিকা যেরূপ রজ্জু দ্বারা ইতস্ততঃ সমাকৃষ্ট হইয়া ক্রীড়কের হস্তে নৃত্য করে, তাহারাও চিরকালই ঠিক সেই রূপ আচরণ করিবে, এবং তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন হওয়া নারীজাতির পক্ষে কতদূর শোচনীয় এবং অমঙ্গলকর আমাদিগের কি তাহা বুঝিতে আর অবশিষ্ট আছে? হৃদয় যতই কেন কোমল, মধুর এবং সুস্নিগ্ধ হউক না, জ্ঞানই উহার পথপ্রদর্শক। যাহার নিজের জ্ঞান নাই সে চিরকালই অন্ধের ন্যায় অন্যকর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। পরে যে পথ প্রদর্শন করে, সুপথই হউক আর কুপথই হউক তাহাই তাহার পথ। সে কোন বিষয়েই কখন স্বাধীন চিন্তা অবলম্বন করিতে পারে না। স্বাধীন চিন্তা যাহার নাই তাহার আপনার উপর স্বত্ব স্বামিত্বই নাই। সে যথার্থই পরের বস্তু। পরের চক্ষুই তাহার চক্ষু, পরের কর্ণই তাহার কর্ণ এবং পরের আনু-

সত্যই তাঁহার জীবন। পরস্ববস্তু কি কখনও মহৎ এবং উচ্চ বলিয়া পৃথিবীর পূজা লাভ করিতে পারে?

নারীজাতির মানসিক উন্নতির আবশ্যকতাবিষয়ে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের রচনা হইতে আমরা কতিপয় পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহার সারবান্ বাক্যগুলি অন্তঃকরণ কিরূপ স্পর্শ করে, পাঠ মাত্রই বিদিত হইবে।

"নারীজাতির শিক্ষাগত উন্নতির সমালোচনার সময় এই বিষয়টী চিন্তা করিয়াই আমার হৃদয় ভয়ানকরূপে ব্যথিত হয় যে, সুকুমারপ্রকৃতি বালিকাবৃন্দকে আমরা যে সকল গুণে বিভূষিত করিতে চাই, তাহাদিগকে যে সকল বিষয়ে শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত আমরা অধিক আগ্রহান্বিত হই, পরিণয়ই তাহার পরিণাম। স্বামিলাভই তাহার শেষ। কুমারীজনে আমরা একটী ভাবিপত্নীই অবলোকন করি এবং তাহাকে তদনুরূপ শিক্ষাই প্রদান করি। সর্ব্বদাই এইরূপ উক্তি আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয় যে, "যে সকল বিষয় পরিণয়ের পর ইহাদিগের তাদৃক্ ফলোপধায়ক হইবে না, ইহাদিগকে তাহাতে শিক্ষাদান করিবার সার্থকতা কি? আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, নারীর অধ্যাত্ম উন্নতি কি শুধু ফলান্তর লাভেরই উপায়স্বরূপ? উহা আপনিই কি অভিপ্রেত একটী মুখ্য ফল নহে? নারীর অস্তিত্ব কি তাহার নিজের জন্য নয়? পুরুষের সঙ্গিনী না হইলে কি আর সে ঈশ্বরের সন্তান নহে? আমাদিগের প্রত্যেকেরই যেমন এক একটী পৃথক্ পৃথক্ আত্মা আছে তাহারও কি সেইরূপ একটী স্বতন্ত্র এবং অবিনাশী আত্মা নাই? বস্তুতঃ নারী তাহার দুষ্কৃতের

দুর্ভোগ আপনিই ভোগ করে, তাহার সুকৃত এবং সদনুষ্ঠানের পুরস্কারও আপনিই প্রাপ্ত হয়। তাহার আপনার জন্য সে আপনিই দায়ী। পত্নীভাব এবং মাতৃভাব নিত্য-স্থায়ী পদার্থ নয়। পত্নী এবং মাতা প্রভৃতি উপাধি সকল সাময়িক এবং ঘটনাধীন। মৃত্যু ইহাদিগকে বিনাশ করিতে পারে এবং বিচ্ছেদ ইহাদিগের বিড়ম্বনা করিতে সমর্থ হয়। এ সকল উপাধি কাহারও ভাগ্যে ঘটে কাহারও ঘটে না। কিন্তু মানবজাতীয় জীব এই যে একটী আদিভূত এবং অপরি-হার্য্য উপাধি কিছুতেই ইহার বিনাশ নাই, এবং মানবজাতীয় জীব বলিয়াই নারী তাহার হৃদয়ের এবং মনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশলাভে অধিকারিণী। পৃথিবীর কিছু দিনের আচার এবং বিধিব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া নারীজাতির শিক্ষার বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হয়, তাহা যেন আমা-দিগের শ্রুতিপথের সমীপবর্ত্তীও হয় না। আমি অনন্ত-কালের দোহাই দিয়া তোমাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করি, তোমরা নারীজাতিকে জ্ঞানের আলোকে আর বঞ্চিত রাখিও না।”

কি কি বিষয়ে নারীজাতির শিক্ষালাভ করা উচিত এবং পুরবাসিনীদিগের পরিপক্ক শিক্ষার সহিত পারিবারিক সুখের কতদূর সম্বন্ধ, তৎপ্রসঙ্গে প্রস্তাবিত গ্রন্থের স্থলান্তরে যাহা লিখিত আছে, আমরা তাহাও উদ্ধৃত করিলাম।

“বিজ্ঞান এবং শিল্পের সমুদয় শাখাই নারীজাতির শিক্ষার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত। কিন্তু সকলের সকল বিষয়ে সমান অভিরুচি থাকে না। নারীদিগের মধ্যে কাহারও

কোন বিশেষ বিষয়ে মনের অভিরুচি না থাকিলেই আমরা তাঁহাকে সে বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে নিবৃত্ত থাকিতে পারি। এই রুচিগত প্রভেদ ব্যতীত আর কোন হেতুতেই কাহাকেও কোন বিষয়ের শিক্ষালাভে বঞ্চিত করা উচিত নহে। শিক্ষাবিষয়ে বৈষম্য না থাকিলে নরনারীর প্রকৃতি-গত প্রভেদ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এই যে এক অশিক্ষা ইহা নিতান্তই অমূলক। শিক্ষণীয় বিষয় সম্পূর্ণরূপে সমান হইলেও নরনারী উহা হইতে তাহাদিগের নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন ফলই প্রাপ্ত হইবে।"

"নারীশিক্ষাবিরোধীরা পারিবারিক সংস্থানের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনরূপ কৃত্রিম আবরণ দ্বারা আপনাদিগের অবৈধ প্রভুত্ব বাসনাকে আচ্ছাদিত রাখিয়া এই বলিয়া চীৎকার করেন যে "সাবধান! দেখিও যেন নারীজাতিকে সুশিক্ষিত করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মেরই সর্ব্বনাশ না করিয়া ফেল। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমি পারিবারিক সংস্থান, পরিণয়ধর্ম্ম এবং পৌরবর্গের মঙ্গলেরই নাম লইয়া কুলকন্যা-দিগকে গভীরতর শিক্ষা দিতে তোমাদিগকে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করি।"

"মাতা এবং পত্নী প্রভৃতি সম্ভ্রজনীয় নামকে নারীজাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার কৌশলময় যন্ত্রস্বরূপ করিয়া উঠান হইয়াছে। এস! আমরা একবার উহার যথার্থ মর্ম্ম-বোধ করিতে চেষ্টা করি। আমি এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের কর্ত্তব্যনিচয়ের নিকট কেহই আমা হইতে অধিকতর ভক্তির সহিত মস্তক অবনত করিতে

পারিবে না। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যে সকল কার্য্যকে কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন, তাহা আপাত দর্শনে নিতান্ত দীনবেশ এবং লঘুসাধ্য অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ অতীব গুরুতর এবং মহান্। কারণ, পরার্থচিন্তাই গৃহীর সমুদয় কর্ত্তব্যের সার। কিন্তু গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত কি নারীর আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই? আহারীয় সামগ্রী প্রস্তুত করা, ভৃত্য-বর্গকে শাসন করা এবং পরিবারের পার্থিব মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখাই কি মাতা এবং পত্নীর সমুদয় কর্ত্তব্যের শেষ? অথবা পৌরজনদিগকে প্রীতি করা, দুঃখদুর্ভাগ্যের সময় তাহাদিগকে সান্ত্বনা দান করা এবং তাহাদিগের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করাতেই কি গৃহিণীর সকল কার্য্য সমাপিত হয়? তিনিই যথার্থরূপে গৃহিণী নামের যোগ্য হইতে পারেন, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম তাঁহা কর্ত্তৃকই প্রতিপালিত হইতে পারে, যিনি পরিবারস্থ সমুদয় ব্যক্তির কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দেশ করিতে এবং তাহাদিগের প্রকৃতিকে উন্নতির দিকে আনয়ন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু আপনি পরিপক্করূপে শিক্ষিত না হইলে ইহা কি কখনও সম্ভবপর হয়? জ্ঞানালোকে বঞ্চিত থাকিলে মাতা কখনই মাতৃধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন না, পত্নীও কখন পত্নীনামের অধিকারিণী হন না। আমরা যে, নারীর জ্ঞানচক্ষুর নিকট প্রকৃতির তত্ত্বভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিতে চাই, ইহাই তাহার মুখ্য প্রয়োজন যে, আমাদিগের কুলকন্যাগণের মানসিক বৃত্তি সকল বিজ্ঞানসংক্রান্ত সুদৃঢ় শিক্ষায় পরিপক্কতা লাভ করিবে, এবং তাহারা তাহাদিগের স্বামী এবং সন্তান সন্ততিকে সহানুভূতি প্রদান করিতে সমর্থ হইবে। শিক্ষার

দোষরাশিই সচরাচর পরিকীর্ত্তিত হয়; মূর্খতা যে কত মারাত্মক বিঘ্নবিপত্তির প্রসবিনী তাহা কাহারই স্মৃতিপথারূঢ় হয় না। জ্ঞান স্বামী স্ত্রীর বন্ধনী রজ্জু, মূর্খতা তাহাদিগের ভয়ানক অন্তরায়; জ্ঞান সান্ত্বনার সুশীতল সলিলস্বরূপ, মূর্খতা মূর্ত্তিমান্ বিষ এবং অশেষ দোষের প্রস্রবণ। তোমরা কখনই এরূপ আশঙ্কা করিও না যে, জ্ঞান মাতা এবং পত্নীর গৃহিণীজনোচিত কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতিকূল। গৃহিণীর গৌরবান্বিত ব্রতপালনে ঈদৃশ সহায় আর কিছুই নাই। কিন্তু যদি জ্ঞান গার্হস্থ্য জীবনের অনুকূলও না হয়, তথাচ তদুপার্জ্জনে নারীজাতির সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। আমরা কে, যে তাহাদিগকে জ্ঞানালোকে বঞ্চিত রাখিব, এবং বলিব, "তোমাদিগের চক্ষু উন্মীলন করিবার প্রয়োজন নাই।"

"নারীজাতির জ্ঞানালোক বিরহের বিষময় ফল।"

যাহারা নারীজাতিকে নানাবিধ কমনীয় গুণে বিভূষিত দেখিলেই পরিতৃপ্ত হন, এবং এইরূপ মনে করেন যে, যে সকল কঠিন বিদ্যা পৃথিবীতে পুরুষসমাজেই সমালোচিত হয় পুরবধূদিগকে তাহার সংস্পর্শ হইতেও দূরে অবস্থান করা উচিত; বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র ইহাদিগের হৃদয়কে শুষ্ক করিবে, রাজনীতি এবং ব্যবস্থা বিদ্যা ইহাদিগকে সংসারের জটিল তন্ত্রে

দীক্ষিত করিবে, ইতিহাস ইহাদিগের চক্ষু উন্মীলিত এবং ইহা-দিগকে ইহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট করিবে, আমরা বলিতেছি, নারীজাতির শিক্ষাবিষয়ে এইরূপ যাঁহাদিগের সংস্কার, তাঁহারা কেন নারীসমাজের ভূত এবং বর্ত্তমান দশার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করেন না, তাহা আমরা কিছুতেই অনুভব করিতে পারি না। জ্ঞান হৃদয়কে শোষন করে, এ একটি ভয়ানক কুসংস্কার। জ্ঞানিগণের রাজা, ধীমান্ নিয়ুটন প্রভৃতি মহাত্মারা প্রকৃতির তত্ত্বতরুর শাখায় শাখায় নির্ম্মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় অহর্নিশ বিচরণ করিয়াও কিরূপ বিনম্রপ্রকৃতি, অভিমানশূন্য এবং কোমলস্বভাব ছিলেন তাহা চিন্তা করিলে কে না দ্রবীভূত হয়? যদি উদাহরণস্থলে ত্রিভুবন পূজনীয় পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ ভয়ানক পাপ না হয় তবে আমরা বলিতে পারি যে, যোগী ভোগী জ্ঞানী মূর্খ সকলেই যাঁহাকে অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবণ বলিয়া অর্চ্চনা করে, বেদ বাইবল কোরাণ প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রই যাঁহার অচিন্ত্য-জ্ঞানের স্তুতিকীর্ত্তনে পরিপূরিত, কীটদেহ অবধি সৌর জগৎ পর্য্যন্ত বিশ্বের ক্ষুদ্র এবং প্রকাণ্ড সমুদয় পদার্থই যাঁহার অপার জ্ঞানের কারুকার্য্য, সেই পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা আবার প্রীতিরও অপার জলধি। কুসুমের সুললিত সৌন্দর্য্য, সঙ্গী-তের অমৃতস্বাদ, মাতার স্তন্য, সতীর প্রীতি, সাধকের শান্তি-পূর্ণ হৃদয়, এবং প্রেম-পুলকিত কলেবর, এই সমুদয় বস্তুই উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে যে, ঈশ্বরের স্নেহ মমতার এবং প্রীতির শেষ এবং সীমা নাই। যদি আর কখনও আমরা কাহারও মুখে শ্রবণ করি যে, শুষ্ক জ্ঞান এবং সজলাপ্রীতি একাধারে

অবস্থান করিতে পারে না আমরা তাঁহার সহিত অনর্থক তর্ক বিতর্ক না করিয়া, তাঁহাকে এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব যে, একবার ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

জ্ঞান প্রীতির শত্রু হওয়া দূরে থাকুক, প্রীতির এমন সুহৃৎ এমন সহায় আর নাই। পিতা যেমন সস্নেহ নয়নে এবং উৎকণ্ঠিত মনে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া দুহিতার রক্ষণাবেক্ষণ করেন, জ্ঞানও সেইরূপ অভিভাবক এবং রক্ষকের ন্যায় সর্ব্বদা সচেতন থাকিয়া প্রীতিকে আশ্রয় দিয়া রাখেন। প্রীতির কোমল অঙ্গে কণ্টকের আঘাতও না লাগে ইহাই জ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞানের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে প্রীতি পদে পদেই বিঘ্ন বিপত্তিতে নিপতিত হয়। চৌর দস্যু উহার অবমাননা করে এবং প্রবঞ্চকদিগের প্ররোচক বাক্যে নানাবিধ কুপথে গমন করিয়া উহা অবশেষে এরূপ দারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করে, উহার স্বর্গীয় লাবণ্য এরূপ অপসারিত হইয়া যায়, উহার মুখচ্ছবি এরূপ পরিবর্ত্তিত এবং কলঙ্কিত হয় যে, পুনরায় দেখিলেও উহাকে আর সেই প্রীতি বলিয়া চিনিবার সম্ভাবনা থাকে না।

নারীজাতি প্রীতির পুত্তলীর ন্যায় সুসজ্জিত হইয়া সমাজের অভিনয়-ভূমিতে বিচরণ করিলেই যাঁহারা আপনাদিদিগকে সুখী এবং সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করেন, আমরা তাঁহাদিগকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করি, নারীজাতির কল্যাণ এবং মঙ্গলের প্রতিও যেন তাঁহাদিগের দৃষ্টি থাকে। আমরা হৃদয়ের কমনীয় ভাবনিচয়কে চিরকালই স্নেহের চক্ষে অবলোকন করিব। হৃদয়হীন জগতে কে বাস করিতে চায়?

কিন্তু একথাও আমরা অবশ্যই বলিব যে নারীহৃদয়ের সৌন্দর্য্যরাশি জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত না হইলে, নারীজাতি জ্ঞান এবং বিবেককে অনাদর করিলে তাহাদিগের দুর্গতি এবং দুর্ভাগ্যের পরিসীমা রহিবে না। হৃদয় স্বভাবতই রসস্বরূপ; জ্ঞান, সূর্য্যের আলোক। আমরা যদি চক্ষুতে আমাদিগের গতিপথই না দেখিলাম, তবে শুধু রসাস্বাদেই কি আমাদিগের জীবন চরিতার্থ হইবে? না দেখিয়া কি অমৃতজ্ঞানে বিষপানও অনেক সময়ে সম্ভবপর নয়? জ্ঞান এবং বিবেকের আপাতকঠোর পরিণামমঙ্গল শিক্ষার প্রতি অনাদর হওয়ায় এবং কেবল চক্ষুর প্রীতিকর চিত্তবিনোদন গুণরাজিরই অনুসরণ করায় অসভ্য দেশের ত কথাই নাই, সভ্য দেশেও কি কি ভয়ানক দোষ লোকমোহন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নারীসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, এস্থলে প্রসঙ্গতঃ তাহার উল্লেখ করা আমরা অতীব কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। আমরা প্রলাপভাষী স্তাবকের ন্যায় নারীজাতির স্তুতিকীর্ত্তন করিতেই উপবেশন করি নাই। নারীসমাজের দোষ গুণ উভয়ই আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রকাশ করিব। সুশিক্ষা লাভ করিলে নারী কিরূপ শোভনীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় আমরা তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছি; শিক্ষাবিষয়ে শিথিলতা ঘটিলে অথবা কুশিক্ষায় নারীর চরিত্র কি কি দোষে মলিনীকৃত হয়, তাহাও আমরা ক্রমশঃ দেখাইতেছি।

জ্ঞানগর্ভ গাঢ় শিক্ষার অভাবের প্রথম ফল অনুচিত আমোদ-প্রিয়তা। আমোদ-প্রিয়তা যে মনুষ্যমনের স্বাভা-

বিক বৃত্তি, ইহা আমরা কখনই অস্বীকার করিতে পারি না। সুশীতল সমীরণ সেবনে যেমন শরীরের ক্লান্তি বিদূরিত হয়, আমোদও সেইরূপ মনের ক্লান্তি দূর করে। বুদ্ধি বহুক্ষণ প্রগাঢ় অধ্যয়ন কি গাঢ়তর চিন্তাতে পরিশ্রান্ত এবং অবশ-প্রায় হইলে একটুকু আমোদ প্রমোদই উহাকে সুস্নিগ্ধ এবং সজীব করে। চিত্তের স্বাভাবিক আমোদস্রোতকে রুদ্ধ করিতে গেলে বরং তাহাতে অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। প্রকৃতিকে যিনি অবমাননা করিবেন প্রকৃতিও তাঁহাকে নিশ্চয়ই অব-মাননা করিবেন। আমেরিকানিবাসী পণ্ডিতবর ফাউলর আমোদ প্রসঙ্গে তাঁহার এক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার অপরিপক্ক তরুণবয়সে একজন কালবিনীয় ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সম্যক্ প্রকারে হাস্য সংবরণ করিতে না পারিলে কখনই মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। ফাউলর লিখিয়াছেন যে, যত দিনে না সুশি-ক্ষার প্রভাবে ঐ ভ্রান্তি হইতে তিনি অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, প্রকৃতির বেগ এবং ঐ উপদেশে বিশ্বাস এই উভয়ের বিরোধ নিবন্ধন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে অহর্নিশ ভয়ানক অন্তর্জ্বালা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহামাত্র একটী উদাহরণ। কিন্তু বস্তুতঃ এখনও অনেকে এইরূপ ভ্রমে নিপতিত হইয়া ভয়ানক কষ্ট ভোগ করেন। আমরা এই নিমিত্তই এরূপ অভিলাষ করি না যে, নারীজাতি সমাধিমন্দির কিম্বা অমানিশির ন্যায় অপ্রকৃত গাম্ভীর্য্যেই তাহাদিগের জীবন অতিবাহিত করিবে। যাঁহার এই সুখময় বিশ্বরাজ্যে কীট পতঙ্গ প্রভৃতিও দিবা-নিশি আমোদস্রোতে ভাসমান থাকে, প্রীতির প্রতিকৃতি

নারীজাতি যে তথায় শ্মশানমুখী হইয়া সময়াতিপাত করিবে ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু নারীজাতির মধ্যে যাঁহারা মধুরপ্রকৃতি বলিয়া সকলের নিকট সমাদৃত হইবার জন্য আমোদকে অত্যন্তই প্রিয় বোধ করেন, আমোদসাগরে যেন একেবারে নিমজ্জিতের ন্যায়ই অবস্থান করেন, আমরা তাঁহাদিগকে একবার নয়, একথা শত সহস্রবার বলিব যে, যদি কল্যাণ তাহাদিগের কাম্য হয়, তাহা হইলে যে আমোদের সহিত কোন প্রকারে লঘুতার সংস্রব থাকে, যে আমোদ ঘুণাক্ষরেও চিত্ত চাঞ্চল্যের উদ্দীপক হয়, তাহা যেন তাঁহারা বিষবৎ পরিত্যাগ করেন।

চিত্তের গাম্ভীর্য্য এবং মাধুর্য্য দুইই চাই। প্রভেদ এই যে, মাধুর্য্যহীন গম্ভীরতা অনাবশ্যক দুর্ভোগ। কিন্তু গাম্ভীর্য্যহীন মধুরতা অমঙ্গলেরই নিদান। মধুরতা গাম্ভীর্য্যের সংস্পর্শে পবিত্র এবং প্রীতিকর মূর্ত্তি ধারণ করে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন হউক, উহাতে আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারিবে না। উহা জ্ঞান এবং বিবেকের উপদেশ অবহেলন করিয়া কেবলই সুখের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, এবং অবশেষে নিতান্ত খেদজনক ও লজ্জাকর বিপত্তির গর্ত্তে নিপতিত হয়। আমোদকে যাঁহারা পবিত্র ভাবে সেবনীয় সাময়িক সুখ জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতে আমাদিগের কখনই সাহস হইবে না। কিন্তু নারীজাতির মধ্যে যে সমস্ত হতভাগ্যা, অভিভাবকদিগের যত্নের ক্রটিতে অথবা আপনাদিগের আলস্যদোষে শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া জীবনকে দুর্ব্বহ ভার বোধ করে, এবং সময় যাপনের উপায়ান্তর অবলোকন না করিয়া

দিবানিশি আমোদ-স্রোতে ভাসমান রহিতে অভিলাষী হয়, আমরা তাহাদিগকে অবশ্যই নিন্দা করিব। অবশ্যই তাহাদিগকে পরিণামের জন্যে সাবধান হইতে বলিব। প্রসারিত জ্ঞান এবং অবিকৃত বিবেক যে আনন্দ প্রদান করেন তাহা চন্দ্রমার গম্ভীর জ্যোৎস্নার ন্যায় স্থায়ি সুখ। আমোদ বিদ্যুদ্দাম সদৃশ ক্ষণস্থায়ী। নিরবচ্ছিন্ন আমোদ প্রগাঢ় চেতনাকেও তরলিত করে, এবং পাপের সমুদয় প্রচ্ছন্ন প্রবেশ-পথগুলিকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। উহা যে স্বভাবদুর্ব্বল নারীপ্রকৃতির সর্ব্বনাশ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কত সহস্র সহস্র অবলা, সুশিক্ষিত ভদ্রসমাজে বাস করিয়াও জ্ঞানালোক বিরহে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবলোকন করিতে না পারিয়া, আপনাকে এবং আপনার প্রিয়জনবর্গকে সুখী করিবারই উদ্দেশে আমাদের চরণে দেহমন সমর্পণ করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হৃদয় দুঃখে জর্জ্জরিত হয়। বোধ হয় ইহাদিগকে মনে করিয়াই কবিকুলতিলক শেক্সপীয়র বলিয়াছেন, "অবলে! ভঙ্গুরতাই তোমার নাম।"

জ্ঞান এবং ধর্ম্মের স্বাভাবিক সম্মান রক্ষা করিয়া যদি নারীহৃদয়ে কমনীয় গুণরাশি বিকশিত হয়, যার পর নাই আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু হৃদয়ের কমনীয়তা সাধনের নামে অপবিত্র আমোদে কলুষিত হওয়া অপেক্ষা নারীজাতি লৌহবৎ কঠিনপ্রকৃতি হউক, নিষ্ঠুর হউক, ক্রূরচিত্ত হউক, একেবারে স্নেহ মমতা বিবর্জ্জিত হউক, তাহাও আমাদিগের অধিক বাঞ্ছনীয়। মহাত্মা থিয়োডোর পারকার এ বিষয়ে একটী সংক্ষিপ্ত এবং সারবান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।—

"শুষ্কহৃদয় সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় তিক্তভাবপূর্ণ নীরস জীবন যাপন করা আমি অনুমোদন করি না। গোলাবগুচ্ছে শুধু কণ্টকনিচয়ই অবস্থান করে এমত আমার বিশ্বাস নহে। কণ্টকচয়-পরিরক্ষিত কুসুমিত গোলাব শোভাও আমার নয়ন মন আকর্ষণ করে। আমি দেখিলাম, পরিণামে যে অনেকে সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় নিতান্ত নিরানন্দভাবে দিনপাত করে, পাপকলুষিত বিলাস-সম্ভোগ অথবা কুসংস্কারমূলক উপধর্ম্মে বিশ্বাসই তাহার কারণ। নিরানন্দ জীবন অনেক অলক্ষিত পাপকেও পোষণ করিয়া রাখে। ঈশ্বর মানবদেহ নির্ম্মাণ সময়ে উহাতে এমন একটী শিরাও প্রদান করেন নাই, যাহা অনর্থক, এমন একটী ইন্দ্রিয়ও দেন নাই যাহার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তরুণীর হৃদয় হইতে আমি একটী কুসুমও অপচয়ন করিতে চাই না; বরং অধিকতর সুসৌরভের কুসুমমালায় তাহাকে সুসজ্জিত করিয়া দিব। কিন্তু একথা আমি কখনই না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিব না যে, আমোদই যে জীবনের সর্ব্বস্ব অথবা মুখ্য সুখ, তাদৃশ দীনহীন অকর্ম্মণ্য জীবন লইয়া জীবিত রহিবার কিছুই সার্থকতা নাই। উহার প্রবাহ—অসন্তোষ; পরিণাম—অমঙ্গল। অসার অকর্ম্মণ্য আমোদে জীবনকে ক্ষয় করা অপেক্ষা সন্ন্যাসী হওয়াও বরং শ্রেয়স্কর। জীবনের পরিতৃপ্তি লাভের জন্য জীবনগত গাম্ভীর্য্যই একমাত্র পথ। আমোদ তোমাদিগের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করুক, কিন্তু জীবনের বৃহৎ বৃহৎ ভাগ যেন উহা গ্রাস করিয়া না ফেলে। ড্যেনিয়েল যেমন গৃহের বাতায়ন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রার্থনা করিত, তোমরাও সেইরূপ

গৃহদ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ কর, এই আমার অভিলাষ। যে আমোদে মুখচ্ছবি লজ্জায় মলিন হইতে পারে, তাহার ত্রিসীমাতেও পাদনিক্ষেপ করিও না। কারণ যাহা লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে হয়, তাহা পাপ না হইলেও, পাপের স্বজাতীয়। আর একটী কথা এই, কি প্রকারের আমোদ-সুখ উপভোগ করিবে তাহার প্রকৃতি এবং গুণের প্রতি সতর্ক নয়নে দৃষ্টিপাত করিও। স্মরণ রাখিও যে, তৃণরাশি অপেক্ষা একটীমাত্র গোলাব অধিক কমনীয় এবং সুখপ্রদ।"

অনুচিত আমোদপ্রিয়তার ন্যায় অনুচিত ভূষণপ্রিয়তাও নারীজাতির জ্ঞান-লালসার অতৃপ্তির আর একটী বিষময় ফল। আমোদপ্রিয়তার ন্যায় ভূষণপ্রিয়তাও স্বাভাবিক তাহার সন্দেহ নাই। ঈশ্বর মনুষ্যহৃদয়ে শোভানুভাবকতা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ স্বহস্তে নিহিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই শোভা এবং সৌন্দর্য্য নরনারীর নয়নের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। শোভানুভাবকতা না থাকিলে পূর্ণচন্দ্র এবং ভস্মস্তূপ উভয়ই আমাদিগের চক্ষে সমান হইত। প্রকৃতির চারু মূর্ত্তিতে আমরা এমন কিছুই অবলোকন করিতাম না, যাহাতে নয়ন মন উভয়ই অননুভূত সুখাস্বাদ প্রাপ্ত হইতে পারে। মনুষ্য নিরন্তর কেবল প্রয়োজনীয়েরই অন্বেষণ করিত। কমনীয়তা তাহাকে কখনই আকর্ষণ করিতে পারিত না। মানব-নিবাসে সুদৃশ্য এবং মনোহর কিছুই পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু আমাদিগের যে কোন বৃত্তিই প্রকৃতির সীমা উল্লঙ্ঘন করে, জ্ঞান এবং ধর্ম্মের অবমাননা করে, তাহারই ভয়া-

নক বিড়ম্বনা উপস্থিত হয়। এই শোভানুভাবকর্ত্তার লজ্জা-কর অপব্যবহারই তাহার এক বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল। অধুনাতন সভ্যদেশ সমূহের অনেক স্থানের পুরস্ত্রীদিগকে শোভা এবং সৌন্দর্য্যের জন্য উন্মাদিনী বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। ফ্রান্‌সরাজ্যে এখন এ রোগের এমন ভয়ানক প্রাবল্য হইয়া উঠিয়াছে যে, অচিরে ইহার প্রতিবিধান না হইলে, হয়ত, নারীদিগের ভূষণ-ব্যাকুলতাই ফ্রান্সের সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া দেশীয়দিগের অমঙ্গলের একশেষ প্রদর্শন করিবে। মাসে মাসে, পক্ষে পক্ষে, যেখানে নারীর পরিচ্ছদরীতি পরি-বর্ত্তিত হয়, গ্রহনিচয়ের গতিতত্ত্ব নিরূপণের নিমিত্ত নিয়ুট-নের মন যত না চিন্তানিবিষ্ট হইয়াছিল, যে স্থানের ভদ্র পরিবারগণ নারীর বেশভূষা বিষয়ে কোন নূতনচ্ছন্দ আবি-ষ্কার করিবার জন্য তাহা হইতেও অধিকতর চিন্তানিবিষ্ট হইয়া চেষ্টা করে, রাজসভা এবং ব্যবস্থাপক সমাজের গুরুতর কার্য্যকলাপের ন্যায় নারীর পরিচ্ছদরীতির পরি-বর্ত্তন যেখানে প্রতিনিয়ত সংবাদপত্রে সমালোচিত এবং প্রচারিত হয়, দিবসরজনীর জাগ্রৎকালের অষ্টাদশ ঘটিকায় যেখানে প্রায় ততবারই নূতন বেশ এবং নূতন ভূষণ ধারণ করা কুলকন্যাদিগের মধ্যে ভদ্রনীতি এবং শিষ্টাচারের অঙ্গী-ভূত প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত হয়, কর্ত্তব্য জ্ঞান এবং পবি-ত্রতা তথায় কতকাল অবস্থান করিতে পারেন; যথার্থ সভ্যতা রক্ষা করা তথায় কিরূপ সুকঠিন হইয়া উঠে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

পুরনারীগণ শোভাকর অথচ দোষবর্জ্জিত পরিচ্ছদাদি

ইচ্ছানুসারে ধারণ করুন আমাদিগের তাহাতে বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই। বরং উহা আমরা বাঞ্ছনীয়ই জ্ঞান করিব। চক্ষুর পরিতৃপ্তি কাহার না অভিলষিত? কিন্তু যদি তাঁহারা তাঁহাদিগের অধিকাংশ সময়ই দর্পণ সন্নিধানে অথবা অঙ্গ-সংস্করণেই ব্যয়িত করেন, আমাদিগের নিশ্চয়ই এই বিশ্বাস হইবে যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য সকল কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই। আমরা তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে অন্তঃসারশূন্য বিবেচনা করিব এবং মুহূর্ত্তের জন্যও ভক্তি অথবা সম্ভ্রম না করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃপার চক্ষেই দৃষ্টিপাত করিব।

শরীর অপেক্ষা হৃদয় এবং মন যেমন অসংখ্য গুণে অধিক মূল্যবান্, শারীর-সৌন্দর্য্য অপেক্ষা হৃদয় মনের সৌন্দর্য্যও তেমন অসংখ্য গুণে অধিক আদরণীয় এবং গৌরবান্বিত। শারীর শোভা কুসুম-সৌন্দর্য্যের ন্যায় এই বিকশিত, এই দেখিতে দেখিতেই মলিন। কিন্তু হৃদয় এবং মনের শোভা যুগযুগান্তরেও ক্ষয় হইতে পারে না। যদি কালের ভীষণ আঘাতে সূর্য্য চন্দ্র সমেত সমুদয় ভৌতিক জগৎ চূর্ণিত হইয়া যায় তথাচ উহা তরুণ শ্রীতেই চিরকাল বিরাজ করিবে। আমরা দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে, যদি নারীকুলের সকলেরই চিত্তফলকে এই সত্যটী সুদৃঢ় অঙ্কিত হয় যে, "অন্তরের সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য, তোমাদিগের হৃদয় মন সুন্দর হউক, তবেই তোমরা চিরদিন সুন্দর রহিবে" তবে সমাজসুখ অতি অল্প সময়েই আর একরূপ ধারণ করে। হৃদয় মনের সৌন্দর্য্য যে কেবল অধ্যাত্মশ্রীই পরিবর্দ্ধন করে এমন নয়, উহা শরীর-

কেও এক আশ্চর্য্যকান্তি, এক আশ্চর্য্য শোভা প্রদান করে। প্রীতিময়ী সতীর মুখচ্ছবি কি, পাঠক! একবার দেখিলে আর বিস্মৃত হইতে পার? দরিদ্রবৎসলা পরদুঃখকাতরা কুলবালার স্নেহরসপূর্ণ প্রিয়ংবদ নয়ন কি স্তূপীকৃত স্বর্ণ রজতকেও লজ্জায় মলিন করে না? কতিপয় বৎসর অতীত হইল দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িত নরনারীদিগের দুঃখে বিদীর্ণহৃদয়া হইয়া যে নারীকুলরত্ন স্বকীয় অঙ্গ ভূষণহীন করিয়াছিলেন, তিনি কি স্বয়ংই নারীজাতির অমূল্য ভূষণস্বরূপ নহেন? পৃথিবী ব্যাপিয়া এই কথা প্রচারিত হউক যে সলজ্জ কোমলতাই নারীর অপূর্ব্ব ভূষণ, পবিত্র প্রীতিই অবলাকুলের কণ্ঠহার এবং ধর্ম্মের রজতকান্তিই তাহাদিগের চিরসেব্য পরিচ্ছদ।

আমরা ইহা কল্পনা করিয়া বলিলাম না, কিন্তু সৌন্দর্য্য-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে প্রগাঢ় আলোচনা করিয়া ইহা স্থির করিয়াছেন যে, শরীরের শোভা সৌন্দর্য্য মানসিক সৌন্দর্য্যের উপর অত্যন্ত নির্ভর করে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যিনি একসময় দেবেন্দ্র-সদৃশ রূপবান্ প্রতীয়মান হন, মনের অধোগতি নিবন্ধন তাঁহাকে আর এক সময় পিশাচ হইতেও কুৎসিত অনুমান হয়। নারীজাতির সকলেরই নিকট আমাদিগের এই অনুরোধ, তাঁহাদিগের হৃদয় মন প্রসারিত এবং সুশোভিত হইলে আভরণ বিনাও তাঁহাদিগের শরীর অপূর্ব্ব কমনীয় এবং অপূর্ব্বরূপে বিভূষিত হয় কি না, ইহা যেন একবার তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। একজন ইউ-রোপীয় মহিলা বলিয়াছেন, "অনেকে বাহিরের সৌন্দর্য্য এবং বাহিরের ভূষণকে কেন অতীব আদরণীয় জ্ঞান করেন,

আমি তাহার কারণ অনুভব করিতে পারি না। আমার এই সংস্কার যে, নারী প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিলে, যে শিক্ষা জ্ঞান এবং ধর্ম্মের উপর সংস্থাপিত তাদৃশ শিক্ষায় বিভূষিত হইলে, বাহ্য শোভা এবং বাহ্য আভরণের প্রতি তাহার হৃদয়ে স্বভাবতই জ্ঞানিজনোচিত এক সাভিমান উদাসীনতা এবং শান্তরস পূর্ণ এক অপূর্ব্ব বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বাহিরের শোভা সৌন্দর্য্য এবং বাহিরের আভরণের সহিত জীবনের সুখ দুঃখ এবং মঙ্গলামঙ্গলের কিছুই যে, সংশ্রব নাই ইহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? কে না অবগত আছেন যে, চক্ষু যাঁহাকে আপাতদর্শনে লাবণ্যময়ী বলিয়া প্রীতি করে নাই, তাহার হৃদয় মনের সৌন্দর্য্যের পরিচয় লাভের পর, তাহাতেই আমরা অলৌকিক রূপলাবণ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং যাঁহাকে এক সময়ে নিতান্ত রূপবতী মনে করিয়াছিলাম, যখন দেখিতে পাইয়াছি যে, তাঁহার হৃদয় অতীব অসার এবং মলিন, তখন তিনিও আমাদিগের নিকট নিতান্ত কুৎসিতমূর্ত্তি প্রতীয়মান হইয়াছেন? এই নিমিত্তই আমার এই বিশ্বাস যে, উচ্চপ্রকৃতির নারী কখনই বাহিরের শোভা-সৌন্দর্য্য এবং বাহিরের বেশভূষণের অভাবে মুহ্যমান হন না। ইহার কিছুমাত্র না থাকিলেও নারী যার পর নাই কমনীয় এবং মনোহর প্রতীয়মান হইয়া হৃদয়ের প্রগাঢ়প্রীতি উপার্জ্জন করিতে পারে।”

যে সমস্ত কুলনারীগণ ভূষণ-প্রিয়তার একেবারে ক্রীতদাসী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের পরমুখপ্রেক্ষিতা তাঁহাদিগের চিত্তের অশান্তি এবং হৃদয়ের দরিদ্রতা মনে করিতেও আমাদিগের দুঃখ বোধ হয়। যত শীঘ্র তাঁহারা এই হীন দশা

হইতে অব্যাহতি লাভ করেন ততই মঙ্গল। এই অনুচিত ভূষণপ্রিয়তা অনেক সময়ে রূপাভিমানে কিংবা অসঙ্গত প্রশংসা লাভ-লালসায় পরিণত হইয়া আরও কত অমঙ্গলের হেতু হয়। কত নিষ্ঠুর নরাধম ঐ সূত্রে বন্ধন করিয়াই কত কুলমহিলার সর্ব্বনাশ সমুৎপাদন করে! সৌভাগ্যবতী প্রতিবেশিনীর সাড়ম্বর বেশভূষণ অবলোকনে মর্ম্মবেদনা প্রাপ্ত হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেও যখন নারী ভীত বা উৎকণ্ঠিত হয় নাই, তখন অনুচিত ভূষণপ্রিয়তা তাহাকে কোন্ পাপে না প্রবর্ত্তিত করিতে পারে? যাঁহারা নারীজাতির জ্ঞানগত শিক্ষার প্রতিরোধ করেন, তাঁহাদিগকে বিনয়ের সহিত আমরা জিজ্ঞাসা করি, জ্ঞানের মহীয়সী শক্তি ব্যতীত এ রোগের কি আর ঔষধ আছে?

আমরা একস্থলে নারীজাতির পক্ষে কাব্য এবং উপন্যাস প্রভৃতি সুকুমার শাস্ত্র অনুশীলনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি যথোচিত রূপে পরিমার্জ্জিত হইয়া কাচকাঞ্চনের তারতম্য নির্বাচনে এবং গভীর চিন্তাগত তত্ত্ব-রসের আস্বাদগ্রহণে অসমর্থ রহিলে হৃদয়ের স্বাভাবিক সুখ-লালসা কত জঘন্যভাবে পরিতৃপ্ত হয়, অর্দ্ধশিক্ষিত তরুণীগণ বিদ্যার পবিত্র নাম লইয়া কিরূপ পাপময়ী অবিদ্যার কলঙ্কিত সাহচর্য্য উপভোগ করে, আমরা তাহা প্রদর্শনের জন্য আর একটী ভয়ানক বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই।

ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, অনেক অশ্লীল এবং জঘন্য পুস্তক ছদ্মবেশে কাব্য এবং উপন্যাস জগতে প্রবেশ করিয়া অনেক হৃদয়ের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ঈদৃশ পুস্তক-

গুলিকে মেষ-পরিচ্ছদে বৃক বলিলেই হয়। মুদ্রাযন্ত্রের বদন হইতে এইরূপ কত শত নরক উদ্গীরিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তাহার গণনাই নাই। এই শ্রেণীর কতকগুলি পুস্তক অপেক্ষাকৃত সরল ; অন্তরে বাহিরে উভয়ত্রেই পাপ। দৃষ্টিমাত্রেই তাহাদিগের কুৎসিত মূর্ত্তি প্রতীয়মান হয়। কতকগুলি আবার ভয়ানক বঞ্চক। সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিপতিত না হইলে তাহাদিগের কাপট্য-জাল ভেদ করা কঠিন। সমাজের দুর্নীতি সংশোধন ইহাদিগের প্রকাশ্য লক্ষ্য। কিন্তু গূঢ় লক্ষ্য তাহার বিপরীত। পাপের প্রকৃত ছবি প্রদর্শনের ছলনায় ইহারা সমাজের বাস্তব কিম্বা কল্পিত পাপনিচয়কে চিত্রিত করিয়া প্রথমে পাঠকের চক্ষু আকর্ষণ করে, এবং যখন দেখিল যে, হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে তখন অমৃতের নামে কালকূট গরল উহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট করায়। সুখস্পৃহার বশবর্ত্তিনী হইয়া কত স্থানে কত নারী ঈদৃশ বিষপানে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে। শিক্ষিত নামা নারীসমাজের ভূত এবং বর্ত্তমানই তাহার সাক্ষী। আমরা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া লেখনীকে কলঙ্কিত এবং পাঠকের চিত্তকে ব্যথিত করিতে চাই না। কিন্তু শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত নারীবৃন্দকে আমরা অন্তরের সহিত অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন জীবনের চিরন্তন সুখসম্পদ ক্ষণিক সুখ অপেক্ষা অশেষ গুণে অমূল্য বলিয়া জ্ঞান করেন। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের নিকট অনন্ত কালকে বলিদান করিতেও কি তাঁহাদিগের ভীত হওয়া উচিত নয়? যাহাদিগের লেখনী হইতে এই সমস্ত জঘন্য বস্তু বিনিঃসৃত হইয়াছে, যাহাদিগের প্ররোচনায় তাঁহারা এই

সমস্ত কুৎসিত দ্রব্যের সহিত পরিচিত হইয়াছেন, বিশ্বাস করুন, উহারা তাঁহাদিগের যার পর নাই শত্রু এবং প্রকৃতির ভয়ানক বিদ্রোহী। যদি কোন শক্তিমন্ত সম্রাট্ পৃথিবীর সমুদয় জঘন্য পুস্তক গুলিকে, অশ্লীল কাব্যনাটক উপন্যাস সংসারে যত আছে, সমুদয় গুলিকে একস্থানে একত্র করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে ভস্মীভূত করেন, তবে সেই পাপ-নাশন যজ্ঞধূমে পৃথিবীর কত মঙ্গল সংসাধিত হয়, তাহা কল্পনাও করা যায় না। অনেকে আমাদিগকে পবিত্রধ্বজী বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে আমাদিগের এই সংস্কার একটুকুও শিথিলীকৃত হইবে না যে, যেরূপ পুস্তক পাঠ অথবা গীত শ্রবণ, যেরূপ আলেখ্য অথবা অভি-নয় দর্শন, মুহূর্ত্তের জন্যও চিত্তকে লজ্জিত এবং গ্লানিযুক্ত করিতে পারে, মুহূর্ত্তের জন্যও অন্তঃকরণে চপলতার উত্তে-জনা করিতে পারে, নবনীতহৃদয়া নারীজাতির তাহা হইতে একেবারে দূরে থাকাই উচিত। যাঁহারা সভ্যতা এবং সহৃদয়-তার নাম লইয়া কুলনারীদিগকে এই সমস্ত ভয়ানক দোষে কলঙ্কিত করিতে চান, তাঁহাদিগের ভ্রমাপনোদনের জন্য সভ্যতার শীর্ষস্থান আমেরিকা রাজ্যের একজন * নীতিশাস্ত্র-বেত্তার উপদেশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তাহাঁদিগের এইটী জানা আবশ্যক যে, সভ্যতার সহিত পবিত্রতার প্রাকৃত কোন বিরোধই নাই। বিরোধ যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা আমাদিগেরই ভ্রান্তির ফল। সভ্যতা যদি পাপকেই আশ্রয় দিতে বলে, সাগর সলিলে উহাকে বিসর্জ্জন কর। সভ্যতা যদি সেই সমস্ত

* নীতিবিজ্ঞান রচয়িতা ফ্রান্সিস্ ওয়েলেণ্ড্।

আচার ব্যবহারই পরিপোষণ করে, যাহাতে হৃদয় মন স্বভাবতই অপবিত্র ভাবে পরিপূরিত হয়, উহার চরণে নমস্কার করিয়া পুনরায় বনচারী হও।

"মন অপবিত্র কল্পনাতে যাবৎ না কলুষিত হয়, বহিশ্চরিত্রে তাবৎ কখনই শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মন যদি একবার কলুষিত হইল, তবে বাসনানুরূপ সুযোগ ব্যতীত অধ্যাত্ম সর্ব্বনাশের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই নিমিত্তই অন্তঃকরণের চিন্তানিচয়ের সুদৃঢ় শাসন বিষয়ে আমাদিগের প্রগাঢ় সতর্কতা আবশ্যক; এই নিমিত্তই যে কোন পুস্তক যে কোন ছবি যে কোন সংসর্গ এবং যে কোন রূপ আচরণ পবিত্রতার বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধ ভাব দ্বারাও হৃদয়কে মলিন করিতে পারে, তাহা আমাদিগের সর্ব্বথা পরিহার করা উচিত। কোন পুস্তক রচনাগত মাধুর্য্য প্রভৃতি নানাগুণে বিভূষিত হইয়াও, যদি অপবিত্র কিম্বা শিথিলভাবসম্পন্ন হয়, উহাকে একবারে পরিত্যাগ কর। কোন পরিচিত বান্ধব যত কিছু কমনীয় গুণেই সমলঙ্কৃত হউন না কেন, সেই সখা কি সখী যদি আলাপনে কিম্বা ব্যবহারে হৃদয়ের বিন্দুমাত্র শিথিলতাও প্রদর্শন করেন, তাঁহা হইতে একবারে পলায়ন কর। বক্ষঃস্থলে অগ্নি রাখিব অথচ পরিধেয় বস্ত্র দগ্ধ হইবে না ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। অপবিত্রতা যেমনই কেন রুচিকর এবং মনোহর পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত হউক না, উহার সাহচর্য্যে আমরা কখনই কলঙ্কিত না হইয়া থাকিতে পারি না। পাপের দর্শন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করাই রক্ষার একমাত্র উপায়। এই নিমিত্তই অশ্লীলভাবব্যঞ্জক

অভিনয়, নির্লজ্জ নৃত্য গীত, এবং অপর যে কোন প্রকারের আমোদ কি আচরণ হৃদয়কে তরলিত করে এবং ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপক হয়, তাহা মারাত্মক শক্রর ন্যায় সুনীতির সর্ব্বনাশ করে। আমরা জানিতে চাই, ধর্ম্মশীলা কুলনারী সুনীতির কোন্ নিয়মের নাম লইয়া তাদৃশ আমোদস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন, যেখানে তিনি চক্ষুর উপরে প্রত্যক্ষ করিবেন যে, যে নারী এক দিন সলজ্জ প্রীতির প্রতিমূর্ত্তি ছিল, আজ সে সহস্র লোকের সমক্ষেও অম্লানবদনে ভয়ানক অশ্লীল ব্যবহার করিতেছে; যেখানে তিনি এইরূপ শত শত অবলা কর্ত্তৃকও পরিবেষ্টিত হইবেন, যাহারা এক সময়ে তাঁহার ন্যায় নির্ম্মলহৃদয়া ছিল, কিন্তু ঈদৃশ শিথিল আচরণ নিবন্ধনই কুল-মান বিনাশ করিয়া, এই ধ্রুব আশাতে এইক্ষণ ঐ স্থলে একত্রিত হইয়াছে যে, তাহাদিগের প্ররোচক দৃষ্টান্ত অন্যান্য কুলনারী-রও সর্ব্বনাশ সমুৎপাদন করিবে।"

আমরা নারীজাতির জ্ঞানগত উন্নতির আবশ্যকতা প্রমা-ণের জন্য, তাহাদিগের অনুচিত আমোদপ্রিয়তা প্রভৃতি যে সমস্ত লজ্জাকর দোষের উল্লেখ করিলাম, যদি তৎসমুদয়েই তাহাদিগের মূর্খতার ফল পর্য্যাপ্ত হইত, কুলনারীগণের মানসক্ষেত্র প্রসারিত না হইলে পারিবারিক ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইতে পারে না, ইহাই যদি নারীজাতিকে শ্রেষ্ঠকল্পের শিক্ষা প্রদানের একমাত্র কারণ হইত, অথবা যখন ন্যায়স্বরূপ পরমেশ্বর নারীজাতিকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন তাহাদিগকে অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিলে আমরা তাঁহার নিকট দায়ী হইব, কেবল এই ন্যায়মুলক সংস্কার অবলম্বন

করিয়াই যদি আমরা নারীজাতির নিকট জ্ঞানের সমুদয় দ্বার নির্ম্মুক্ত করিতে অভিলাষী হইতাম, তবে সমাজের কালপরম্পরাগত বদ্ধমূল কুসংস্কারের নিকট মস্তক অবনত করিয়া নারীজাতির জ্ঞানকরী শিক্ষার জন্য এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করা হইতে আমরা কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত থাকিতে পারিতাম। কিন্তু ইতিহাসের সমালোচনায় যখন আমরা অবগত হইতেছি যে, নারীজাতি জ্ঞানবলে বলীয়সী না হইলে পৃথিবীর ক্রূরকর্ম্মা বঞ্চকদিগের হস্ত হইতে ধর্ম্ম ও আপনাদিগের মান রক্ষা করিতে পারেন না; যখন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, প্রীতি এবং ভক্তি প্রভৃতি যে সমস্ত পবিত্র ভাবের আশ্রয় লইয়া মনুষ্য স্বর্গের সোপানে আরোহণ করে, নারীহৃদয়ের সেই সমস্ত ভাবই জ্ঞানবিরহে অপ্রাকৃত রূপে উত্তেজিত এবং বিপথে পরিচালিত হইয়া, অনেক স্থলে তাহাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ হয় এবং যখন এই সংস্কার আমাদিগের চিত্তে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়াছে যে, নারীজাতি যে কোন দুর্গতিই ভোগ করুক, যে কোন রূপেই মনুষ্যসমাজে নিপীড়িত হউক, তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধতাই তাহার একমাত্র কারণ, তখন আমরা আমাদিগের সমুদয় শক্তি সামর্থ্যের সহিত ইহা পুনঃ পুনঃ না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিব না যে, নারীজাতি পুরুষের ন্যায় প্রগাঢ়, পরিপক্ক এবং প্রশস্ত শিক্ষা লাভ করিতে না পাইলে, জ্ঞানের শাণিত অস্ত্র অবলম্বন করিয়া তাহারা আত্মরক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে সমর্থ না হইলে, তাহাদিগেরও কল্যাণ নাই, সমাজের কলঙ্কাপনোদনেরও উপায়ান্তর নাই।

ঈশ্বর নারীজাতিকে অতীব নতিপ্রবণ প্রকৃতি প্রদান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু, হায়! হিতাহিত জ্ঞান-বিরহে তাহাদিগের সেই প্রকৃতিগত নতিপ্রবণতাই অনেক সময়ে তাহাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ হয়। আমরা এরূপ বলিতে চাই না যে, একমাত্র জ্ঞান লাভ করিতে পাইলেই তাহাদিগের সমুদয় দুর্গতির শেষ হইবে। হৃদয়শূন্য জ্ঞান কত সময়ে মানবজাতির কত ভয়ানক অমঙ্গলের হেতু হইয়াছে তাহা কে না অবগত আছে? কিন্তু এ কথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, জ্ঞানী কখনই পরের প্ররোচনায় পাপ-পথে গমন করে না এবং পরের পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার বিষয় হওয়াও তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে অসম্ভব। পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যখন সে তাহার বিশাল জ্ঞান এবং বিপুলা শক্তির অবমাননা করে, তখন সে আপনিই আপনার প্রবর্ত্তক হয়। "অমঙ্গল! তুমিই আমার মঙ্গল হও" এইরূপ সগর্ব্ব বচন প্রয়োগ করিয়া সে আপনার পায় আপনিই কুঠারাঘাত করে। বেকন অথবা ড্েনিয়েল ওয়েবষ্টারকে তাহাদিগের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসৎ পথে আনয়ন করিতে পৃথিবীতে কয়টী ব্যক্তি সাহস করিতে পারে? কিন্তু জ্ঞানের অভাব নিবন্ধন যাহাদিগের প্রকৃতি অত্যন্ত দুর্ব্বল, বাতবিক্ষিপ্ত তৃণখণ্ড অথবা কর্ণহীন তরণীর ন্যায়, যাহারা পরশক্তিতেই ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়, আপনার উপর যাহারা বিন্দুমাত্রও নির্ভর করিতে পারে না, তাহাদিগের হৃদয় নিষ্পাপ রহিলেও নিষ্পাপ জীবন যাপন করা তাহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত সুকঠিন এবং এই নিমিত্তই আমরা বিশ্বাস করি যে, যাঁহারা নারীজাতির যথার্থ সুহৃৎ তাঁহারা

কখনই মধুরতা এবং কোমলতা প্রভৃতি মনোহর গুণরাজির নাম লইয়া তাহাদিগকে জ্ঞান-বল-বিহীনা সহায়হীনা অবলোকন করিতে সাহসী হইতে পারিবেন না। রোমের পুরাতন ধর্ম্মযাজকগণ হৃদয়ে শান্তির সলিল সেচন করিবার আশ্বাস দিয়া কত অবলার সর্ব্ব ধর্ম্ম বিনাশ করিয়াছে তাহা স্মরণ করিতে কাহার হৃদয় না দুঃখে দগ্ধীভূত হয়! অধিক দিন নয়, কতিপয় বৎসর মাত্র হইল, প্রসিয়ার আর্চডীকন ইবেল, ইংলণ্ডের প্রিন্স এবং আমেরিকার নয়েস প্রভৃতি ভণ্ডতাপস ধর্ম্মপ্রচারকগণ, স্বাধীন প্রেম এবং হৃদয়ের নির্ম্মুক্ততার পবিত্র নাম লইয়া, কত নারীর ভক্তি এবং প্রীতির অপবিত্রতম ব্যবহার করিয়াছে; রূপ লাবণ্য সম্পন্না সুকুমারপ্রকৃতি কুলকন্যাদিগকে সমুত্তেজক উপদেশ দ্বারা একেবারে উন্মাদিনী করিয়া তুলিয়া, কত নির্ম্মল কুলে দুরপনেয় কলঙ্ক প্রদান করিয়াছে; কত জনক জননীর বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত এবং অভিমান চূর্ণ করিয়াছে; তাহা মনে করিতে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি ক্রোধ এবং মর্ম্ম-বেদনায় মুহুর্ম্মুহুঃ বিকম্পিত না হইয়া থাকিতে পারেন? এই ভারতবর্ষের কাপালিক তান্ত্রিক প্রভৃতি পাপকর্ম্মা সম্প্রদায়িগণ অধ্যাত্মযোগ সাধনের স্বর্গীয় নামে স্থানে স্থানে অবলার যেরূপ ভয়ানক দুর্গতি করে, তাহা চিন্তা করিতে কোন পাষাণের চক্ষু প্রভূত বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ না হইয়া যায়। বোম্বাইয়ের বল্লভাচারী মহারাজগণ আপনাদিগকে মুক্তির একমাত্র আধার বলিয়া প্রচার করিয়া, কত সহস্র সহস্র জ্ঞানহীন দুর্ব্বলহৃদয়া নারীর দেহ মন কলঙ্কিত করিয়াছে; জীবন্ত নরকের ন্যায় মুখ ব্যাদান করিয়া কত পুরবধূর ধর্ম্ম, অর্থ, স্বর্গ, মোক্ষ চারি-

শত বর্ষকাল পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত চর্ব্বণ করিয়াছে; তাহা পাঠ করিবার সময় কে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক এই বলিয়া ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারে যে, "হে সর্ব্বশক্তি পরমেশ! তোমার বজ্র বিদ্যুৎ কি একেবারেই নিদ্রিত ছিল? নারীজাতিকে অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন রাখা সমাজের বস্তুতই ভয়ানক পাপ। নারীজাতি জ্ঞানশক্তি উপার্জ্জন করিয়া যদি ভয়ানক কঠিন প্রকৃতি হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহাদিগের প্রকৃতির দুর্ব্বলতা-জনিত এ সমস্ত দুর্গতি আর সহ্য করা যায় না। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া আমরা আর কোনমতেই নারীজাতির অর্দ্ধ শিক্ষার অনুমোদন করিতে পারি না। আমাদিগের প্রার্থনীয় এই যে, নারীর হৃদয় মন উভয়ই প্রসারিত হয়। যে শিক্ষায় নারীজাতির স্বভাবসুন্দর মধুময় হৃদয় নররাগ-রঞ্জিত কুসুম-কলিকার ন্যায় পরিশোভিত হইয়া আমাদিগের চক্ষু শীতল করিতে পারে, অথচ তাহাদিগের মানসক্ষেত্র জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে আলোকিত এবং তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইয়া তাহাদিগকে আত্মরক্ষণের সামর্থ্য প্রদান করে, আমাদিগের বিবেচনায় তাহাই নারীজাতির প্রকৃত শিক্ষা। সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শিক্ষা লাভ করিলেই নারীজাতির ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গলের সম্ভাবনা।

বঙ্গীয় কুলনারীদিগের শিক্ষা।

নারীজাতির শিক্ষা-প্রসঙ্গে আমরা এইক্ষণ আমাদিগের স্বদেশীয় নারীকুলের বর্ত্তমান শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটী কথার উল্লেখ করিতে অভিলাষ করি। এ দেশে এক সময়ে যে নারী-

শিক্ষা কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত ছিল তাহাতে কখনই সন্দেহ হইতে পারে না। কাব্য এবং উপন্যাস প্রভৃতিতে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে এদেশীয় কুমারীগণ ছন্দোবন্ধে ভূর্জ্জত্বচে প্রণয়পত্রিকা রচনা করিয়া হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশ করিত, তাপসগণের সন্নিধানে গমন করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করিত, এবং অনেকে মুনি-দিগের আশ্রমে অবস্থান করিয়া মুনিকুমারদিগের সহিত একত্র অধ্যয়নও করিত। কিন্তু নারীজাতির শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ মহান্ এবং উচ্চ লক্ষ্য থাকা উচিত, এদেশে যে তাহা কখনও ছিল আমরা এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। এদেশের উন্নতকল্পের জ্ঞানীদিগের মধ্যে আর কেহই যে ধীমান্ ভাস্করাচার্য্যের সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া দুহিতার শিক্ষা বিষয়ে প্রগাঢ় মনঃসন্নিবেশ করিয়াছিলেন এরূপ শ্রুতি-গোচর হয় না। আমরা পৃথিবীর পশ্চিম খণ্ডের যে সকল সুশিক্ষিতা নারীর নাম কীর্ত্তন করিয়াছি, লীলাবতী এবং খনা প্রভৃতি কতিপয় কুমারী ব্যতীত ভারতবর্ষের কোন নারীই তাঁহাদিগের সদৃশী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। বস্তুতঃ ভারতসন্ততিগণের সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণের কোন সময়েও এই সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ ছিল না যে, সমাজের নারীভাগ সুশিক্ষিত না হইলে সামাজিক মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

দেশানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যের অপলাপ করা কখনই ভদ্রজনোচিত ব্যবহার হইতে পারে না। আমাদিগের কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করা উচিত যে, ভারতবর্ষে বৃটিশাধি-কার সংস্থাপন অবধিই আমাদিগের ভগিনী এবং দুহিতা

প্রভৃতির মানসিক দীনতার প্রতি আমাদিগের চক্ষু সমাকৃষ্ট হইতেছে। বৃটিশদিগের সমাগম অবধিই এ দেশে স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তরুণীগণ স্বামীর সাহায্য লইয়া শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতেছে এবং কোন কোন সৌভাগ্যবতী স্বকীয় যত্নে একটুকু অধিক উন্নতি লাভ করিয়া ইদানীন্তন দুই একখানা উৎসাহজনন গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারাও আমাদিগকে আশ্বস্ত করিতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি আমাদিগের কুলনারীগণের এই যৎসামান্য উন্নতি দর্শনেই হর্ষোন্মত্ত হইয়া মানবসমাজে আমাদিগের ক্ষুদ্রাশয়তার পরিচয় দিব? পৃথিবীর অপরাপর স্থানের স্ত্রীলোকগণ যখন বিজ্ঞানের সকল তত্ত্বেরই রসাস্বাদ করিতেছে, কবির চক্ষু এবং জ্ঞানীর বুদ্ধি লইয়া প্রকৃতির সকল পদার্থেরই মর্ম্মার্থ পাঠ করিতে সমর্থ হইতেছে, ভূপৃষ্ঠচারী কীট পতঙ্গ, সাগরগর্ভস্থ মুক্তা প্রবাল এবং আকাশের তারকাচয় এই সমুদয়ই যখন তাহাদিগের অধ্যয়নের বিষয়, মনুষ্যের অন্তর্জ্জগতের দুর্ব্বোধ তত্ত্বসমূহও যখন তাহাদিগের বুদ্ধিকে পরাজয় করিতেছে না, তখন আমাদিগের পুরস্ত্রীগণ কতকগুলি কণ্ঠস্থ বাক্যের সংযোগ দ্বারা এক খানা প্রীতিরসপূর্ণ অর্থশূন্য পত্র রচনা করিতে পারিলেই কি আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারি? ধিক্ আমাদিগকে! যদি আমাদিগের আশা কূপোদকের মণ্ডূকের ন্যায় এইরূপ সীমাবদ্ধ এবং সঙ্কুচিত ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াই পরিতৃপ্ত রহে। ধিক্ আমাদিগের পুরবধূদিগকে! যদি তাঁহারা বর্ণপরিচয়ও প্রাপ্ত না হইয়া শিক্ষাভিমানে স্ফীত হন, এবং আপনাদিগকে জ্ঞানে

গুণে বিভূষিত মনে করিয়া তাঁহাদিগের শ্বশ্রূজনদিগকে অনক্ষর বিবেচনায় অবমাননা করেন।

সংবাদপত্রে অবগত হওয়া যায় যে, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশের নারীগণ শিক্ষার পথে দিন দিনই অগ্রসর হইতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে পরিগণনার বাহিরে রাখিয়া আমাদিগের স্নেহাস্পদ বঙ্গীয় অঙ্গনাদিগকে অনুনয়ের সহিত বলিতেছি, তাঁহারা যেন কখনই আপনাদিগের বর্ত্তমান নাম মাত্র শিক্ষাতে তৃপ্তচিত্ত থাকিয়া বঙ্গবাসীদিগের অভিমানকে চূর্ণ না করেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই অবগত হওয়া উচিত যে, আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের বর্ণজ্ঞানও হয় নাই। মনুষ্যের অভিজ্ঞেয় কোন বিষয়ই তাঁহারা আজপর্য্যন্তও জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। মানবসমাজ কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গমন করত বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে তাহা তাঁহারা অবগত নন। নারীজাতি পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে কিরূপ সম্মাননীয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, কিরূপ বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহা তাঁহাদিগের শ্রুতিগোচরও হয় নাই। দূরের বৃত্তান্ত পরিত্যাগ কর, তাঁহারা তাঁহাদিগের বাসভূমি এই বঙ্গদেশের বিবরণও অবগত নহেন। এই বঙ্গভূমির কোথায় কোন্ নগর অবস্থিত রহিয়াছে, উহার বক্ষঃস্থলে কতবিধ লোক বসতি করে, উহার আচারপদ্ধতি ধর্ম্মনীতি পূর্ব্বেই বা কিরূপ ছিল এবং এখনই বা দিন দিন কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাও তাঁহারা জানেন না। তাঁহাদিগের ক্রোড়স্থ শিশুর শরীররক্ষণের জন্য যতটুকু অভিজ্ঞতা আবশ্যক, তাহাও তাঁহাদিগের নাই। গৃহের আয়ব্যয়ের

তত্ত্বাবধানের ভার রাখিবার জন্য যতটুকু গণিত-বোধ একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাও আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে দেখিতেছি না। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহারা যাহা কিছু শিক্ষা লাভ করেন, সমুদয়ই ভিত্তিহীন। কি কারণে কোন্ মতে তাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করেন, ইহা তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন না। এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহাতে তাঁহারা মুহূর্ত্ত কালও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারেন; এমন কোন প্রসঙ্গই সম্ভবে না যাহাতে তাঁহারা স্বাধীনভাবে স্বকীয় মত প্রকাশ করিয়া, তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথনে আমাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। মতামতবিষয়ে তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের স্বামীর প্রতিকৃতি বলিলেই হয়। স্বামী পৌত্তলিক হইলে তাঁহারাও পৌত্তলিক, স্বামী নাস্তিকতার নিরাশ রাজ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহারাও এক এক জন এক একটী ক্ষুদ্র নাস্তিক! এইরূপ অকিঞ্চিৎকর অকর্ম্মণ্য শিক্ষাতেই যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ অহঙ্কারে পরিপূরিত হয়, কে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে পারে?

আমরা এইক্ষণে নিতান্ত দুঃখিত ভাবে যাহা বলিলাম, আমাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীরা ইহাতে অসন্তুষ্ট অথবা বিরক্ত হইলে আমাদিগের ক্ষোভের পরিসীমা থাকিবে না। তাঁহারা যেন কখনই এইরূপ মনে করেন না যে, তাঁহাদিগকে মর্ম্মবেদনা দিবার জন্যই আমরা এইরূপ নিষ্ঠুর উক্তি করিলাম। প্রত্যুত আমরা তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বয়ংই মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ কর্কশ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহাদিগের অধিকাংশ স্বভাবতঃ যেরূপ বুদ্ধিমতী এবং মেধাবিনী, তাহাতে

তাঁহারা হৃদয়ের সহিত চেষ্টা করিলে আলস্য এবং ভোগ-লালসা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া, আশাকে উদ্দীপিত এবং সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় করিয়া, প্রাণগত যত্ন করিলে শিক্ষার প্রণালীবদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়া, পিতা কি পরিণেতার নিকট প্রতিনিয়ত সাহায্য গ্রহণ করিলে তাঁহারা অবশ্যই এক সময়ে বাঞ্ছানুরূপ শিক্ষালাভ করিয়া আমাদিগকে আহ্লাদ-সাগরে নিমজ্জিত এবং হতভাগ্য বঙ্গভূমির মুখমালিন্য দূর করিতে পারিবেন। এই পরাধীন দরিদ্র দেশে কোন নারী যে তিন চারি শতাব্দী মধ্যেও হারিয়েট মার্টিনিয়ো প্রভৃতির ন্যায় অতুল জ্ঞানবৈভব উপার্জ্জন করিয়া ইতিহাস-পত্র অলঙ্কৃত করিবেন, আমরা কখনও এইরূপ প্রত্যাশা করিতে সাহসী হইতে পারি না। আমরা আপনারাই যখন যথার্থ শিক্ষালাভে বঞ্চিত রহিয়াছি, অপরাপর দেশের কিশোর-বয়স্কা অবলাগণের লেখনী হইতে যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ পুস্তক বিনির্গত হইয়াছে, তাহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলেই যখন আমাদিগের অভিমানের পরিসীমা থাকে না, মুষ্টিমেয় মুদ্রালাভই যখন আমাদিগের সমুদয় শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং পরিণাম, তখন আমরা পুরবধূদিগের নিকট আর কত আশা করিতে পারি! কিন্তু অন্ততঃ যতটুকু শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে নারী আপনার মান সম্ভ্রমও রক্ষা করিতে পারে না, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন এবং সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যতটুকু বিদ্যা বুদ্ধি চাই, হিতাহিত বিষয়ে স্বামীকে সৎপরামর্শ প্রদানের নিমিত্ত এবং বিধবা হইলে পরের গলগ্রহের ন্যায় অবস্থান না করিয়া স্বামীর সম্পত্তি রক্ষা করিয়া জীবন

ধারণের জন্য, যতটুকু জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়, বঙ্গীয় কুলনারীগণ কি তাহাও উপার্জ্জন করিবেন না? তাঁহারা কি একবারও স্মরণ করিবেন না যে, বিধাতা তাঁহাদিগকেও মনুষ্যকুলেই জন্মদান করিয়াছেন?

বঙ্গদেশের অধুনাতন কুলনারীদিগের মধ্যে শিক্ষাবিষয়ে অনেকেরই আন্তরিক অনুরাগ দৃষ্ট হয়। সুশিক্ষিত হইয়া নারী নামের যোগ্য হইবার জন্যে অনেকেই হৃদয়ের সহিত অভিলাষ করেন; তথাচ তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ হইতেছে না, ইহার কারণ কি? আমাদিগের বিবেচনায় আত্মনির্ভরের অভাব এবং অলসতাই তাঁহাদিগের শিক্ষার পথে ভয়ানক অন্তরায়। আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি, তাঁহারা যদি আত্ম-চেষ্টার উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিতে না পারেন এবং অধ্য-য়নের ক্লেশ যত কেন ভয়ানক হউক না, তাঁহারা যদি তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে বহন করিতে প্রস্তুত না হন, তবে শিক্ষাগত উন্নতিবিষয়ে তাঁহাদিগের নিরাশ হওয়াই উচিত। দুরারোহ জ্ঞানাচলে আরোহণ করিবার নিমিত্ত রাজপথ নাই। জ্ঞান-লাভ সরস্বতীর সাধনা-স্বরূপ। ইহা বস্তুতই তপস্যাবিশেষ। বিশ্বনিয়ন্তার এই এক অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম যে, অপরাজিত অধ্যবসায় সহকারে প্রতিনিয়ত যত্ন না করিলে, মনুষ্যাত্মা মানসিক কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আমরা বিন্দুমাত্রও পরিশ্রম না করিয়া স্তূপাকৃত ধনরাশির অধিকারী হইতে পারি। আমরা এক দিনের জন্যও ক্লেশ ভোগ না করিয়া পরানুগ্রহে বহুলোকের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারি, কিন্তু জ্ঞানধনে আমাদিগকে অন্য কেহই অধি-

কারী করিতে পারে না। মানসিক বৈভব আমরা কখনই পরের কৃপায় প্রাপ্ত হইতে পারি না। আমরা আপনারা নিদ্রিত রহিলে, সমুদয় চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আলস্য-কীট অথবা জড়পিণ্ডের ন্যায় নিৰ্জ্জীবভাবে অবস্থান করিলে, পিতা মাতা বন্ধু ভ্রাতা শিক্ষক উপদেষ্টা কাহারই যত্নে মনুষ্যজনোচিত শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না। অন্যে আমাদিগকে সাহায্য দান করিতে পারে, কিন্তু যথার্থ মানসিক উন্নতি আমাদিগের আপনার উপরই নির্ভর করে। শিক্ষাবিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে স্বাবলম্বন যদি কোন সময়েও কোন শ্রেণীর মনুষ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে আমাদিগের পুরবধূদিগেরই তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজার কৃপায় তাঁহাদিগের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। রাজ-পুরুষগণ তরুণীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। কিন্তু কালপরম্পরাগত সংস্কার এদেশের অধিবাসীদিগের অন্তঃকরণের উপর যেরূপ ভয়ানক ভাবে অধিপত্য করিতেছে, তাহাতে তরুণীগণ কখনই অন্তঃ-পুরের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। পিতা কিংবা স্বামীর নিকটও তাঁহাদিগের প্রচুর সাহায্য লাভের প্রত্যাশা হইতে পারে না। দ্বাদশ-বর্ষ বয়ঃক্রমের সময়েই তাঁহারা জনকের গৃহ পরিত্যাগ করেন এবং স্বামীর সন্দর্শন-লাভ সূর্য্য চন্দ্রমার পরস্পর সন্দর্শন অপেক্ষাও তাঁহাদিগের মধ্যে অধিক বিরল। চতুর্দ্দিকেই যখন এরূপ ভয়ানক বাধা বিঘ্ন, কোথাও যখন উৎসাহ লাভের সম্ভাবনা নাই, বরং শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ ব্যাকুলতা

প্রদর্শন করিলে তাঁহাদিগের অভিভাবকদিগের মধ্যে অনেকে যখন তাঁহাদিগের প্রতি হৃদয়-বিদারক তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিতেও ত্রুটি করেন না, তখন আপনার উপরই সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর না করিলে, তাঁহারা কখনই সফলকাম হইতে পারিবেন না।

পল্লবগ্রাহিতাও আমাদিগের কুলনারীদিগের প্রকৃত-শিক্ষার পক্ষে আর এক অন্তরায়। তাঁহারা অত্যল্প সময়ে, অত্যল্প ক্লেশে, বহুশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইতে ইচ্ছা করেন; সুতরাং কোন শাস্ত্রেই তাঁহাদিগের যথোচিত ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। ক্রমোন্নতিই প্রকৃতির চিরনিয়ম। আত্মার ক্রমিক বিকাশই পূর্ণবিকাশের পূর্ব্বলক্ষণ। তরু, ক্রমে ক্রমেই পরি বর্দ্ধিত হয়। মনুষ্য শৈলশিখরেও ক্রমে ক্রমেই আরোহণ করে। এক সময়ে বহু বস্তু গ্রাস করিলে কিছুই সুজীর্ণ হয় না। সুনিপুণ ধানুষ্কও এক সময়ে বহু লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চারণ করিলে একটী লক্ষ্যও ভেদ করিতে পারে না। যাঁহারা অনেক ভাষায় কৃতবিদ্য এবং অনেক শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহা-রাও এক সময়ে একটী মাত্র বিষয়ের প্রতিই মনের সমুদয় শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। বঙ্গমহিলাগণও যদি যথার্থ রূপে শিক্ষিত হইতে অভিলাষ করেন, তবে শিক্ষাবিষয়ে তাঁহা-দিগেরও অবশ্যই একটী সুনির্দ্দিষ্ট স্থির প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। আজ ভূগোলের কতিপয় পত্র দৃষ্টি করি-লাম, কল্য তত্ত্ব বিদ্যার দুই পংক্তি পাঠ করিলাম, পরশ্ব প্রমোদলালসায় অধীর হইয়া একখণ্ড কাব্য কি নাটকের রসা-স্বাদে প্রবৃত্ত হইলাম; এই প্রকার চঞ্চলতা এবং ভ্রমর-বৃত্তি

শিক্ষার প্রকৃত পথ নহে। উহাতে মনের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার না হইয়া বরং ভয়ানক অধোগতিই হয়। অন্তঃকরণ কোন বিষয়েই মনঃসন্নিবেশ করিতে শক্তিলাভ করে না, সুতরাং শিক্ষাগত ফলও কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞানসরোবরে অবগাহন করিতে হইলে, উহাতে একেবারে নিমজ্জিতই হইতে হইবে। কূলে উপবেশন করিয়া সরোবরের সলিল শোভা দর্শন করিলে কখনই শরীরের তাপ দাহ দূর হইবার নয়।

বঙ্গীয় কুলনারীদিগের শিক্ষাবিষয়ে আমাদিগের শেষ বক্তব্য এই যে, তাঁহারা সকলেই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুভব করুন। শিক্ষা যে সাময়িক আমোদ নহে, কিন্তু আত্মার চিরব্রত, ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ রূপে অবগত হউন। তাঁহাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যে সকল দোষের উল্লেখ করিলাম, তাহা তাঁহারা পরিত্যাগ করুন। স্বকার্য্যনিপুণ নাবিকগণ যেমন একটী সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া বৃহদায়তনা তরঙ্গিণীর পর পারে গমন করে--বামে দক্ষিণে কোন দিকেই বিচলিত হয় না, এক দিকেই ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিয়া অবশেষে স্বকীয় গম্যস্থলে উপস্থিত হয়; তাঁহারাও সেইরূপ শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যের প্রতি তাঁহাদিগের মানসনেত্র স্থির রাখিয়া একটী সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক অবিচলিতভাবে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হউন। তাঁহাদিগের উৎসাহ যেন এক সময়ে স্ফীত এবং এক সময়ে ম্রিয়মাণ হইয়া না পড়ে। সকল সময়েই একরূপ অটল থাকিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের জীবনের এই মহান্ কার্য্য সংসাধন করুন। মনের

সঙ্কল্প সুদৃঢ় হইলে বাধা, বাধাদিতে পারে না, বিঘ্নও বিঘ্ন-জনক হয় না। সুস্থির প্রতিজ্ঞার নিকট প্রতিকূল অবস্থা অনুকূল হইয়া পড়ে, কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম বর্ত্মও কুসুমসমাবৃত প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা সকলেই যদি এইরূপ সুদৃঢ় সঙ্কল্প অবলম্বন করেন যে, "যে কোন রূপেই হউক জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিত হইয়া মনুষ্যশ্রেণীতে পরিগণিত হইবই হইব, নচেৎ এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহন করিবার প্রয়োজন নাই," আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, তাঁহারা সকলেই যদি এই রূপ স্থির প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিয়া কার্য্য-নিষ্ঠ হন, সংবৎসর পূর্ণ না হইতে তাঁহাদিগের হৃদয় মন এক নূতন শোভা লাভ করিবে এবং দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই বঙ্গভূমি আনন্দহিল্লোলে প্লাবিত হইবে। কি কি বিষয় নারীজাতির বিশেষ শিক্ষণীয় আমরা পূর্ব্বেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি। বঙ্গ নারীগণের মানসিক উন্নতির বর্ত্ত-মান অবস্থানুসারে আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা ইতিহাস শাস্ত্রের প্রতিই সবিশেষ মনঃসন্নিবেশ করুন। মানবজাতির ইতিহাসগ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে তাঁহারা বস্তুতই এক নূতন জগতে প্রবেশ করিবেন। অবলাগণ সৃষ্টি-কাল অবধি অদ্য পর্য্যন্ত সকল দেশেই কিরূপ দুর্ভোগ দুর্গতি ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা অবগত হইতে পারিলেই তাঁহাদিগের অন্তর্জ্জ্বালা উপস্থিত হইবে এবং পুরুষজাতি জ্ঞানের মঞ্চ হইতে মঞ্চে ক্রমে ক্রমে অধিরোহণ করিয়া কিরূপে এইক্ষণ পৃথিবীর রাজা হইয়া বসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলেই তাঁহাদিগের মৃতকল্পা উৎসাহ শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।

অদ্য ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইল বোষ্টনের তরুণবয়স্ক কুলকুমারীগণ নারীশিক্ষাবিষয়ে একটী নিতান্ত জ্ঞানগর্ভ এবং হিতকর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উহা অক্ষরে অক্ষরে আমাদিগের বঙ্গীয় কুলনারীদিগের অবস্থার উপযোগী। আমরা ঐ উপদেশটীর একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। বঙ্গবালাগণ উহার গৌরবান্বিত এবং মূল্যবান্ বাক্যগুলি একেবারে হৃদয়স্থ করিয়া রাখিতে পারিলে, তাঁহাদিগের কীদৃশ উপকার দর্শিবে তাহা আমরা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

"হে তরুণীগণ! তোমরা তোমাদিগের মানসক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনে যত্নশীল হও; উচ্ছৃঙ্খল, অকিঞ্চিৎকর, অধ্যয়ন একেবারে পরিত্যাগ কর; দরিদ্র, দুর্ব্বল, অন্তঃসারশূন্য, অকর্ম্মণ্য পুস্তকচয় তোমরা ভ্রমেও স্পর্শ করিও না। অধ্যয়নের প্রথম প্রয়োজন জ্ঞান লাভ। যদি জ্ঞান লাভ করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করিতে চাও, তবে তাদৃশ কঠিন গ্রন্থ অধ্যয়ন কর, যাহাতে মনঃসন্নিবেশ, স্মৃতি এবং চিন্তা এই তিনই আবশ্যক হয়। ভূগোল, গণিত, জ্যোতিষ, ইতিহাস অথবা আর যে কোন শাস্ত্রেই তোমাদিগের স্পৃহা হয়, তাহার একখণ্ড উৎকৃষ্ট এবং সারবান্ পুস্তক অবলম্বন কর; কিন্তু গ্রন্থোপরি দৃষ্টিসঞ্চারণেই পরিতৃপ্ত না হইয়া, উহার মর্ম্মার্থ অবগত হইতে, উহাতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে, অন্ততঃ ঐ একটী বিষয় পরিপক্ক রূপে জ্ঞাত হইতে সচেষ্ট হও। হৃদয়ের সৌন্দর্য্য লালসার সন্তর্পণও অধ্যয়নের আর এক প্রয়োজন; তন্নিমিত্ত যে সকল সদর্থসম্পন্ন সরস গ্রন্থের সমা-

লোচনায় কল্পনা উপাদেয় অন্ন লাভ করে এবং নানাবিধ কমনীয় ছবিতে পরিপূরিত হয়, যে সকল গ্রন্থ হৃদয়ের উদার এবং মহদ্ভাবচয়কে যেন নিদ্রা হইতেই উত্থিত করিয়া দেয়, তাৎসমুদায় তোমাদিগের পাঠ করা উচিত। দেশীয় এবং বিদেশীয়, অধুনাতন এবং পুরাতন কবিকুল হইতেই এবিষয়ে তোমরা অনুকূলতা প্রাপ্ত হইবে। প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধির পরিমার্জ্জনের জন্যও অধ্যয়ন অতীব আবশ্যক। যে সকল মূলতত্ত্ব অবগত হইলে প্রকৃতির সাধারণ এবং সার্ব্বভৌমিক নিয়মাবলী অবগত হওয়া যায়, তাহাও তোমাদিগের জানিতে হইবে। পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ে দিব্যজ্ঞান লাভের জন্যও তোমাদিগের অধ্যয়নব্রতে ব্রতী হইতে হইবে। হয় ত, তুমি নিতান্ত দীনদরিদ্র, তোমার মুহূর্ত্তকালেরও অবকাশ নাই; হয় ত, তোমার বিষয় বৈভব অপার, সুতরাং অবকাশও প্রচুর; কিন্তু অলস এবং কর্ম্মঠ, ধনী এবং নির্দ্ধন, সকল নারীই একপ্রকৃতি লাভ করিয়াছে, কেহই মনুষ্যত্বে বঞ্চিত নহে, এবং পক্ষপাত বিরহিত মহৎকল্পের গ্রন্থ সকলকেই সমান রূপে তত্ত্বসুধা বিতরণ করিবে।”

“অধ্যয়নে মনঃসন্নিবেশের ন্যায় আত্মার অন্তর্নিহিত পাপপুণ্যবিষয়ক সংস্কারচয়ের সম্মান করাও তোমাদিগের অতীব গুরুতর কর্ত্তব্য। যে কোন কার্য্য যখন তোমাদিগের সম্মুখীন হয়, উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিবেকের নিকট প্রতিনিয়তই এই প্রশ্ন করিও যে, ইহা কি ন্যায়সম্মত? হৃদয়কেও একবার জিজ্ঞাসা করিও যে, প্রীতি কি ইহাতে অনুমোদন করেন? পুরুষজাতি যে বিপথগামী হয়, আপনার

প্রতি অনুচিত প্রীতিই তাহার কারণ; কিন্তু হায়! পরের প্রতি প্রীতিই তোমাদিগের অধঃপতনের হেতু হয়। তোমাদিগকে এই নিমিত্ত সাবধান করিয়া দিতেছি, তোমাদিগের নিজ নিজ আত্মার সম্মান এবং স্বাধীনতাকে একটী স্বর্গীয় বস্তু জ্ঞান করিয়া, উহার সংরক্ষণ বিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিও; কি ধর্ম্মোপদেষ্টা, কি স্বামী, কি পিতা, কি মাতা, কি প্রণয়াস্পদ বান্ধব, কি স্নেহভাজন সন্তান কাহারও নিকটেই আত্মার স্বাধীনতা—আত্মার সম্মানকে বলিদান করিও না। যদি প্রশংসার শ্রুতিমধুর মনোহর ধ্বনি শ্রবণ করিতে অভিলাষিণী হও, তবে নরনারী কাহারও প্রতিই তোমরা দৃষ্টিপাত করিও না; তোমাদিগের নিজ নিজ হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিবেকরূপ হৃদয়স্থ চিরবান্ধবেরই মুখপ্রেক্ষিণী হও এবং বিবেক যে কার্য্যকে সাধুকার্য্য বলিয়া প্রশংসা করিবেন, স্বর্গেও শুদ্ধ সেই কার্য্যেরই প্রশংসা এবং পুরস্কার আছে, ইহা বিশ্বাস করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান কর।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নারীজাতির স্বাধীনতা।

সামাজিক শুভাশুভ-সংক্রান্ত যত প্রকারের কূট প্রশ্ন অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্যসমাজে বিশেষ আগ্রহের সহিত সমালোচিত হইয়াছে, বোধ হয় নারীজাতির স্বাধীনতাবিষয়ক প্রশ্নই তৎসমুদায়ের প্রধান। নারীজাতির শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়েও এইক্ষণ অধিকাংশ লোক মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু নারীজাতির স্বাধীনতা বিষয়ে সর্ব্বত্রই ভয়ানক মতভেদ। অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে, নারীজাতির স্বাধীনতা সংসারের অশেষ অনর্থের মূল কারণ। অনেকের আবার তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত।

ইংলণ্ড এবং আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশ হইতে যাঁহারা আমাদিগের এই ভারত বর্ষে প্রথম সমাগমন করেন, তাঁহারা এদেশীয় অবলাকুলের স্বাধীনতার অভাব অবলোকন করিয়া কতদূর দুঃখিত এবং বিরক্তচিত্ত হন, আমাদিগকে কিরূপ অসামাজিক এবং বন্য বিবেচনা করেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভারতবর্ষে পাদনিক্ষেপ অবধিই তাঁহাদিগের এই প্রতীতি হয় যে, তাহাঁরা সুরলোক পরিত্যাগ করিয়া একেবারে নরকনিবাসেই উপস্থিত হইয়াছেন। এদেশের পুরনারীদিগের মান নাই, সম্ভ্রম নাই, বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই

নাই। আফ্রিকার কৃষ্ণকলেবর অসভ্যেরা যেরূপ নীচ, আমরাও প্রায় তদ্রূপ। কোন অংশেও আমরা তাঁহাদিগের সাহচর্য্যের উপযুক্ত নহি। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষের অধিনিবাসিগণ যখন ইয়োরোপ এবং আমেরিকার নারীবৃন্দের সামাজিক স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ করেন, তাহাঁরা কিরূপ নির্ম্মুক্ত ভাবে এবং অনাবৃত বদনে সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন, সকলের সহিত কথোপকথন করেন, সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করেন, ইহা যখন তাঁহারা সমালোচনা করেন তখন সংস্কারের প্রবল শাসনে তাহাঁদিগের সকলেরই এইরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, নারীজাতি পৃথিবীর যে যে স্থানে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ধর্ম্ম এবং পবিত্রতা তাহার ত্রিসীমাতেও অবস্থান করিতে সমর্থ নন। আমরা পৌরাণিক হিন্দুসন্তানগণের অন্তঃকরণের পরিচয় লইয়া দেখিয়াছি, নারীজাতির স্বাধীনতার নামশ্রবণেও তাঁহাদিগের হৃদয় বিকম্পিত হয়। পবিত্রতা এবং স্বাধীনতা যে একাধারে অবস্থান করিতে পারে, ইহা তাহাঁরা কিছুতেই অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের অধিকাংশেরই এই বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য সংস্থাপন অবধি হিন্দুজাতির যত প্রকারের অমঙ্গল হইয়াছে, তাহার কিছুই হিন্দুনারীগণের স্বাধীনতার সূত্রপাতরূপ সামাজিক বিপত্তির অনুরূপ নহে। পুরবধূদিগের স্বাধীনতার প্রস্তাব হইলে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ এরূপ ভয়ানক আঘাত প্রাপ্ত হয় যে পূর্ব্বতন যবন রাজাদিগের নানাবিধ দুর্নীতি দৌরাত্ম্যও তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া, তাহাদিগের অধিকার সময়ে নারীজাতি যে স্বাধীনতাসুখ স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারে

নাই, শুদ্ধ এই নিমিত্তই তাহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রস্তুত হন।

এইরূপ বিষম মত ভেদস্থলে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ যে কতদূর কঠিন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আমরা এই নিমিত্ত মনে করিয়াছি যে, মনুষ্যের মতামতের প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া প্রকৃতি এবং বুদ্ধি এ বিষয়ে কি উপদেশ প্রদান করেন, আমরা তাহাই অবগত হইতে চেষ্টা করিব। সত্যের অনুসরণ এবং নীতি নিরূপণ রূপ গুরুতর কার্য্যে মনুষ্যের হৃদয় এবং কল্পনাকে কখনই বিশ্বাস করা যায় না। হৃদয় এবং কল্পনা স্বভাবতই অন্ধ। উহারা, কারণবিশেষে এক সময়ে ব্যথিত, এবং কারণবিশেষে এক সময়ে হর্ষে উল্লসিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মতে অনুমোদন করে। কিন্তু বুদ্ধি নির্ব্বাত প্রদীপবৎ সকল সময়েই স্থির। প্রকৃতিও সকল সময়েই সমান। প্রস্তাবিত জটিল বিষয়ে মনুষ্যের বুদ্ধি এবং সর্ব্বজন শিক্ষয়িত্রী প্রকৃতি কোন্ পক্ষ সমর্থন করেন, এবং আমাদিগকে কোন্ পথ প্রদর্শন করেন, তাহাই আমাদিগের বিশেষ অনুসন্ধেয়।

আদৌ স্বাধীনতা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহাই আমাদিগের অবগত হওয়া উচিত। অনেকের নিকট স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা এই উভয়ই একার্থ-প্রতিপাদক। কিন্তু ক্ষণকালের চিন্তাতেই তাঁহাদিগের ভ্রম স্পষ্ট উপলব্ধ হইতে পারে। বুদ্ধি এবং বিবেক এই উভয়েরই প্রতি বধিরকর্ণ হইয়া যথেচ্ছ আচরণ অবলম্বনের নাম স্বেচ্ছাচারিতা এবং বুদ্ধি ও বিবেক এই উভয়ের উপদেশানুশিষ্ট শারীর এবং মান-

সিক নির্ম্মুক্ততাই স্বাধীনতা। সুতরাং স্বেচ্ছাচারিতা এবং স্বাধীনতা কেবল যে একার্থের প্রতিপাদক নহে, এমন নয় বরং উহারা শৈত্য এবং উত্তাপের ন্যায় সম্পূর্ণ রূপে পরস্পরের বিপরীত। স্বেচ্ছাচারিতা অগণ্য পাপের প্রসবিনী ; স্বাধীনতা জগতের পরমদুর্লভ ধন। স্বেচ্ছাচারিতার স্রোত অপ্রতিরুদ্ধ রহিলে মনুষ্যসমাজ দিবসত্রয়ে নরকের প্রতিমূর্ত্তি হয়। স্বাধীনতা যদি সর্ব্বত্র সমাদৃত হন, মানবজাতির প্রত্যেক ব্যক্তি যদি স্বাধীনতার স্বাস্থ্যকর বায়ুসেবন করিতে পারে, পৃথিবীর সুখসম্পদের পরিসীমা থাকে না। স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি ইতর জন্তুর ন্যায় সর্ব্বদাই স্বকীয় কামক্রোধ প্রভৃতি অন্ধপ্রবৃত্তিসমূহের অধীন। কিন্তু আমরা তাঁহাকেই স্বাধীন বলিয়া সম্মান করি, যিনি একমাত্র ঈশ্বরের অধীন হইয়া স্বকীয় শরীর মনের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য সংস্থাপন করিতে পারেন।

আমাদিগের বিবেচনায় স্বাধীনতা, উহার প্রকৃতার্থে, নারী জাতির সর্ব্বথা লভনীয় ধন। যদি শিক্ষা লাভ নারীজাতির পক্ষে বাঞ্ছনীয় হয়, স্বাধীনতা যে তবে কেন বাঞ্ছনীয় হইবে না, আমরা তাহা কোন মতেই অনুমান করিতে পারি না। স্বাধীনতাবিরহে যথার্থ শিক্ষালাভ করা কখনই সম্ভবপর হয় না। রাশীকৃত পুস্তকের মধ্যে মনুষ্যকে নিবদ্ধ করিয়া রাখ, স্বাধীনতাতে বঞ্চিত হইলে সে কখনই সমুন্নত হইবে না। কুসুমকলিকার উন্মেষের জন্য সূর্য্যের আলোক যে পরিমাণে প্রয়োজনীয় ; মনুষ্যাত্মার বৃত্তিনিচয়ের বিকাশ লাভের জন্যও স্বাধীনতা ঠিক্ সেই পরিমাণে আবশ্যক, বিন্দুমাত্রও

প্রভেদ নাই। কূপোদকে মৎস্যকলেবরও বর্দ্ধিতায়তন হয় না। পুরুষজাতি এইক্ষণ যে প্রকার মানসিক উন্নতি লাভ করিয়াছে, স্বাধীনতা বিরহে কি তাহা কখনও সংসিদ্ধ হইত? নিশ্চয়ই না।

যাঁহারা নারীজাতিকে চিরদিনই মুহ্যমান লতার ন্যায় নির্জীব অবলোকন করিতে চান, তাঁহারাই নারীর স্বাধীনতার প্রতিরোধ করুন। কিন্তু এইরূপ যাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, অধ্যাত্ম-উন্নতি লাভে এবং শিক্ষার সুখাস্বাদে পুরুষজাতিও যেমন অধিকারী, নারীজাতিরও ঠিক্ তেমনই অধিকার, অন্ততঃ তাঁহারা যেন সঙ্গততার অনুরোধে নারীজাতির স্বাধীনতার বিরোধী না হন, এই আমাদিগের প্রার্থনা। বর্দ্ধমান তরুশিখরকে বলপূর্ব্বক নত করিয়া রাখিব, অথচ উহার বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হইব না, এমত কখনই হইতে পারে না। ঈশ্বরের রাজ্যে অনিয়মের রাজত্ব নাই। সমুদয়ই অনুল্লঙ্ঘনীয় অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অধীন। এই বহিঃস্থিত জড়জগতে এমন একটী পরমাণু নাই, যাহা ঈশ্বর-ক্ষুণ্ণ নিয়ম বর্ত্ম অতিক্রম করিয়া একপাদও দূরে গমন করিতে পারে এবং মনুষ্য মনের অন্তর্জ্জগতেও এমন একটী শক্তি এবং একটী বৃত্তি নাই, যাহার উন্নতি অথবা অধোগতি সেই প্রকার নিয়মাধীন নহে। যাঁহারা মনুষ্যাত্মার পরিবর্দ্ধনকে নিয়মরাজ্যের সীমাতীত মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রমে রহিয়াছেন। শরীরের পরিবর্দ্ধনের ন্যায় আত্মার পরিবর্দ্ধনও নিয়মেরই শাসনাধীন। আলোক এবং সমীরণ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ সকল যেরূপ মনুষ্যের শারীরিক পরিবর্দ্ধনের অপরাপর কারণের শ্রেণীভুক্ত

কারণ, স্বাধীনতাও সেইরূপ মনুষ্যের অধ্যাত্ম-সমুন্নতির এক প্রধান কারণ। স্বাধীনতাতে বঞ্চিত থাকিবে, অথচ নারী-জাতির হৃদয় এবং মন প্রসারিত হইবে; কারণ থাকিবে না, অথচ কার্য্য হইবেই হইবে, ইহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

অনেকে শিক্ষাগত উন্নতির সহিত স্বাধীনতার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া এইরূপ বলেন যে, নারীজাতি স্বাধীনতা প্রাপ্ত না হইলে সুশিক্ষিত হইতে পারিবে না, ইহা নিতান্ত অমূলক মত। এইরূপ আপত্তিকারীদিগের প্রতি আমাদিগের অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন কল্পনার রাজ্যে বিচরণ না করিয়া, জগতের বাস্তব বৃত্তান্তেরও পর্য্যালোচনা করেন। যদি কতকগুলি শব্দমাত্র উচ্চারণ করিতে এবং কতকগুলি প্রণালীবদ্ধ বাক্য কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিলেই, মনুষ্য শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইত; তবে আমরা স্বীকার করিতাম যে, শিক্ষার সহিত স্বাধীনতার কিছুই সংস্রব নাই। কিন্তু যখন তাঁহাকেই আমরা শিক্ষিত বলি, যাঁহার মানসিক সমুদয় বৃত্তিই সমান ভাবে প্রসারিত এবং যাঁহাতে স্বাধীন চিন্তা এবং প্রগাঢ় ভাব উভয়ই পরিলক্ষিত হয় তখন পুরুষই হউক আর স্ত্রীই হউক, যাহার স্বাধীনতা নাই, শিক্ষাগত প্রকৃত উন্নতিও তাহার লাভ করা সম্ভব নহে।

পৃথিবীর ভূত বর্ত্তমান পর্য্যালোচনায় ইহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণ হইয়াছে যে মনুষ্যসমাজের যে জাতি যে সময়ে যে পরিমাণে পরাধীনতার দুর্ভোগ ভোগ করে, সেই জাতি সেই সময়ে ঠিক্ সেই পরিমাণে নীচপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। পুরা-

তন রোমকদিগের রাজধানীর সহিত বর্ত্তমান রোম্ নগরের তুলনা কর। ইতিহাস শাস্ত্রের সমাদরের ধন রোম এখনও উহার সপ্ত শৈল সিংহাসনে সমারূঢ় রহিয়াছে, সেই প্রাচীন-তীবরের তরঙ্গমালা এখনও উহার পাদদেশে ক্রীড়া করে, উহার রাজ-সম্পদের ভগ্নাবশেষ সকল এখনও পরিব্রাজকের ভক্তি বিস্ময় উৎপাদন করে। কিন্তু রোমের সীজর, শিশিরো, পম্পী এবং ব্রুটস্ সকল এইক্ষণ কোথায়? রোমের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই রোমের সমুদয় ধন লুকাইয়াছে। রোমের সেই ভুবনমোহিনী বাগ্মিতা, সেই মনোহর কাব্যোদ্যান সেই তত্ত্ব-বিদ্যা, সেই বীরধর্ম্ম, সেই রাজনীতি, কিছুই আর এইক্ষণে নাই।

আমাদিগের দীনদশাপন্ন ভারতভূমির প্রতিও একবার নেত্রপাত কর। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি যে, সুসভ্য ইংলণ্ডীয়দিগের সংস্পর্শে ভারতবর্ষ পুনরায় উন্নতির দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার দিনে আর্য্য সন্তানগণের যে প্রকারের মানসিক শক্তি এবং হৃদয়গত সামর্থ্য ছিল, অদ্য কল্য কি তাহা নয়নগোচর হয়? মুদ্রা-যন্ত্রের অনুগ্রহে আমাদিগের দেশ এইক্ষণ প্রায় প্রতিদিনই নূতন পুস্তকের মুখাবলোকন করিতেছে; কিন্তু যদি এই সমুদয় পুস্তকই একত্র গ্রথিত হয়, তথাচ কি উহা অভিনবতা কিংবা চিন্তাগত শক্তিমত্তাবিষয়ে পুরাতন হিন্দুর তালপত্রের সংর-ক্ষণে অর্পিত দর্শনতত্ত্ব প্রভৃতির কোন পুস্তকের সমকক্ষ হইতে পারে? এইক্ষণ কাব্যও লিখিত হয়, তত্ত্ববিদ্যারও আলো-চনা হয়; কিন্তু কালিদাস ভবভূতি, গৌতম এবং কণাদ এ

দেশে আর দৃষ্টিগোচর হয় না। গতানুগতিক ন্যায়ই এইক্ষণ ভারতবর্ষের নীতিবর্ত্ম এবং ছন্দানুবর্ত্তনই ভারতবাসীদিগের স্থানগত উন্নতি।

ঐতিহাসিক যুক্তি পরিত্যাগ কর। আমাদিগের প্রতিদিন-পরিলক্ষিত যৎসামান্য ঘটনা সকল দ্বারাও সপ্রমাণ হইবে যে, স্বাধীনতা-বিরহে প্রকৃতি কখনই উন্নতি লাভ করেন না। গৃহপোষ্য পশু শতবিধ উপাদেয় বস্তু ভোগ করিয়াও যে, রূপে বীর্য্যে এবং কার্য্যদক্ষতায় বনপশুর সমতুল্য হইতে পারে না, স্বাধীনতার অভাবই কি তাহার কারণ নয়? বনচারী গো মহিষ তুরগাদির সৌন্দর্য্য এবং সামর্থ্যের সহিত তুলনা করিলে, মনুষ্যের দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধ তত্তৎজাতীয় জন্তুনিচয়কে কে নিতান্ত হীনদশাগত মনে না করিতে পারে? আশৈশব পিঞ্জরাবরুদ্ধ রাজহংস পক্ষপুট বিস্তার করিয়া একটী সামান্য তড়াগের পর পারেও গমন করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু নির্ম্মুক্ত মরালকুল নভোমণ্ডলে তীরগতিতে উড্ডীন হইয়া অনায়াসে নদ নদী এবং দেশ-দেশান্তর অতিক্রম করিয়া যায়।

উদাহরণের বাহুল্য করা নিষ্প্রয়োজন। সুস্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে, ইহা নিঃসংশয় বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বাধীনতা শিক্ষার অর্থাৎ মানসিক উন্নতির এক অপ্রতিহার্য্য কারণ। স্বাধীনারও অভাব হউক, প্রকৃতশিক্ষার নিশ্চয়ই অভাব হইবে। যে দেশের পুরমহিলাগণ স্বাধীনতার বিশুদ্ধ আলোক উপভোগ করিতে পাইয়াছেন, শিক্ষার সকলবিধ উপকরণ গুলিকে স্বায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দেশের প্রধানতম জ্ঞানী গুণবান্ এবং সাধুর সংসর্গ হইতে দেশাচার

যাঁহাদিগকে বঞ্চিত রাখে নাই, উন্নতির সমুদয় পথেই যাঁহাদিগের প্রবেশাধিকার রহিয়াছে, তাঁহাদিগের জ্ঞানোজ্জ্বল মুখকান্তি এবং মানসিক শোভাও দেখ এবং তাঁহাদিগের সমপ্রকৃতি হইয়াও তাহাঁদিগের যে সমস্ত দুর্ভাগিনী ভগিনীরা, দেশের সংস্কার-শাসনে স্বাধীনতার, এবং স্বাধীনতার নিত্য-সহচর শিক্ষার সাধনসমূহে বঞ্চিত রহিলেন, তাঁহাদিগের প্রতিও একবার দৃষ্টিপাত কর। নারীজাতি জ্ঞানে ধর্ম্মে বিভূষিত হউক, ইহা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, নারীজাতি স্বাধীনতা লাভ করুক, ইহাও সুতরাংই তাঁহার অভিপ্রেত সন্দেহ নাই।

নারীজাতির স্বাধীনতার নাম শ্রুতিতেও যে, অনেকের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, নারীপ্রকৃতির প্রতি গূঢ় অবিশ্বাসই তাহার কারণ। অনেকেরই এইরূপ সংস্কার যে, নারীহৃদয়ে সাধুতা এবং সুস্থিরতার লেশমাত্রও নাই; পবিত্রতার প্রতিও নারী স্বভাবতঃ অনুরাগিণী নহে। নারীর প্রকৃতি খলতা, শঠতা এবং চপলতা দ্বারাই গঠিত হইয়াছে। পাপই নারীর হৃদয়ের প্রিয় ধন। জগতে কদাচিৎ যে পুণ্যবতীর মুখাবলোকন হয় তাহা শুদ্ধ সুদৃঢ় শাসনেরই ফল। অগ্নির সংস্পর্শমাত্র ঘৃতপিণ্ড যেমন বিগলিত হইয়া যায়, স্বাধীনতার সংস্পর্শেও নারীর প্রকৃতি সেইরূপ তরলিত হইবে। নারীজাতির স্বাধীনতা লাভই সামাজিক সমুদয় অমঙ্গলের নিদান।

এ বিষয়সম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, যতবিধ ভ্রান্তিমূলক কুসংস্কার মনুষ্যমনের অন্তর্মূলে বাস করিয়া মানব-সমাজের সুখশান্তির অস্থি চর্ব্বণ করিতেছে, নারীপ্রকৃতির

প্রতি ইত্যাকার প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস তৎসমুদায়ের প্রধান। সামাজিক মঙ্গলের ঈদৃশ মারাত্মক অথচ কুদৃশ্য শত্রু আর নাই। পৃথিবীর আদিম বন্য জীবন সময়েই এইরূপ মত শোভা পাইতে পারিত। কিন্তু এখনও যে অনেক হৃদয়ে উহা স্থান পাইতেছে, ইহা আশ্চর্য্যেরই বিষয়। মনুষ্যসমাজে সকলেই কিছু সক্রেটিস কি শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় জ্ঞানী, মিল্টন কি ভবভূতির ন্যায় কবি, এবং মিলাংথন কি চৈতন্যের ন্যায় ঈশ্বরপ্রেমে প্রেমিক হইতে পারে নাই। কিন্তু এই ক্ষণ-জন্মা মহাপুরুষদিগের নভঃ-সমুন্নত শীর্ষদেশের প্রতি চক্ষুকে উন্নমিত করিলে কাহার না প্রতীতি হয় যে. পাপ এবং মলিনতার নীচভূমি নহে, বস্তুতঃ জ্ঞান এবং ধর্ম্মের উচ্চতম গগনই মনুষ্য-মনের প্রকৃত নিবাস। নারীকুলের সকলেই যে সীতা কি কর্ণীলিয়া এমন আমরা বলিতে চাই না। কিন্তু ইহা নিঃসংশয় স্থির যে, যে সমস্ত নারীরত্ন অবনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া নারী-জাতি এবং লোকালয় পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবন অখণ্ডিতরূপে প্রমাণ করিয়াছে যে, সতীত্ব অপেক্ষা নারীর ত্রিভুবনে অধিক আদরের ধন আর কিছুই নাই। পুরুষজাতির মধ্যে, অগণিত সঙ্খ্যক চোর দস্যু অগণিত সঙ্খ্যক দুর্ব্বৃত্ত পামর, আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ করিতেছি, অথচ পুরুষপ্রকৃতির প্রতি আমাদিগের হৃদয়গত ঘৃণা নাই; কিন্তু নারীজাতির মধ্যে কতিপয় কলঙ্কিনীর চরিত্র আলোচনা করিয়া আমরা সমুদয় নারীজাতিকেই অবজ্ঞা করিব,—বলিয়া বসিব যে, নারীর প্রকৃতিই খল, ইহা অপেক্ষা নির্লজ্জতা নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে? নারীজাতির কতকগুলি

দুর্ভাগিনীকে যদি আমরা বিস্মৃত হই, আমাদিগের বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে যে, নারী জীবন অপেক্ষাও স্বকীয় সতীত্বকে অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করে। দুর্ব্বৃত্তের হস্তে প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতেও নারী প্রস্তুত হইবে, কিন্তু যাবৎ আত্মায় চৈতন্য এবং কণ্ঠে প্রাণ থাকে, সতীত্বকে তাবৎ কখনই বিসর্জ্জন করিবে না। যদি দৈবের বিড়ম্বনায়, যদি অসুরসদৃশ মনুষ্যের বিষদন্ত-নিষ্ঠুরতায় দেহ কলঙ্কিতই হয়, অবমানিতা লুক্রিসিয়া তবে আত্মহত্যাকেও পাপবোধ না করিয়া আত্মীয় স্বজন কাহারই মুখপ্রেক্ষী না হইয়া, ঐ পাপস্পৃষ্ট শরীরকে স্বহস্তে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুণ্যতর লোকে পলায়ন করিবে।

মনুষ্যসমাজের যে ঘটনার প্রতি দৃষ্টি কর, তাহাই প্রমাণ করিবে যে, নারীর হৃদয় খলতার আধার হওয়া দূরে থাকুক, পবিত্রতার এরূপ প্রিয় নিবাস আর নাই। সভ্য অসভ্য সকল দেশেই নারীজাতি আবহমান কাল অবধি দেহ মনের পবিত্রতাকে পুরুষজাতি অপেক্ষা শতগুণ অধিক সম্মান করিয়াছে। পুরুষ শত অপরাধে অপরাধী হইতেছে, প্রবৃত্তির উত্তেজনায় শতবার পতিত হইতেছে, মৃত্যুর করাল বদনের সমীপবর্ত্তী হইয়াও কুলনারীর সর্বনাশ করিবার জন্য বিষয় বিভব ব্যয় করিতেছে; সমাজ তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না, তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি কিম্বা পদমর্য্যাদার আবরণ দ্বারা তাহার কলঙ্ককে আচ্ছাদন করিয়া রাখে। কিন্তু নারী, দৈব দুর্ব্বিপাক এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ, সমুদয় জীবনে একবার স্খলিতপাদ হউক, পাপের অপবিত্র হস্ত একবারমাত্র নারীর শরীর স্পর্শ করুক,

সমুদয় জগৎ তাহাকে কলঙ্কিনী বলিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিবে; মাতার স্নেহপূর্ণ ক্রোড়দেশও তখন আর তাহাকে আশ্রয় স্থান দিবে না। পৃথিবীর প্রতিদিন-পরিলক্ষিত এবং সংবাদপত্র-চয়ের প্রতিদিন-সমালোচিত প্রস্তাবিত ঘটনা দ্বারা ইহাই কি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপাদিত হইতেছে না যে, নারীজাতি সতীত্ব ধর্ম্মকে অত্যন্ত সমাদর এবং অত্যন্ত গৌরব করে বলিয়াই নারীবিশেষের পতন সংসার কর্ত্তৃক এই রূপ ঘৃণার চক্ষে অবলোকিত হয়? বস্তুতঃ, পবিত্রতা নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পদ; লজ্জা নারীর প্রকৃতিদত্ত আবরণ। অবিকৃতহৃদয়া কুলনারীর চক্ষু ভ্রমেও কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। যাঁহারা নারীজাতির স্বাধীনতার বিরোধী হইয়া নারীহৃদয়কে অপবিত্র বলেন, কতিপয় সরল-বিশ্বাসের সাধু ব্যক্তিকে গণনার বাহিরে রাখিলে আমরা বলিতে পারি যে, অপবিত্রতা তাঁহাদিগেরই চক্ষে। পাণ্ডু-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন শ্বেত নীল প্রভৃতি জগতের সমুদয় পদার্থকেই পীত বর্ণ অবলোকন করে, তাহাঁরাও ঐ রূপ রোগশক্তিতে, নারীর মুখমণ্ডলে খলতার এবং শঠতারই চিহ্ন অবলোকন করেন। কিন্তু যাঁহারা সাধু, সরল এবং নিরভিমান, যাঁহারা বুদ্ধির বিকাশ অবধিই সুসাধনা অবলম্বন করিয়া দেহ মন অকলঙ্কিত রাখিয়াছেন; অথবা জীবনের একসময়ে পাপদাহে দগ্ধীভূত হইয়া ঈশ্বরের করুণায় এইক্ষণে শান্তির নিকেতনে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর; তাঁহাদিগের মুখে অবশ্যই শ্রবণ করিবে যে, চিত্তের চঞ্চলতা বিনাশ করিতে, হৃদয় এবং চক্ষু উভয়কেই পবিত্র করিতে, তাহাঁদিগের অনেক আয়াসসাধ্য কঠোর ব্রত

আচরণ করিতে হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদিগের ভগিনী, ভার্য্যা এবং দুহিতারা সেই দেবসেব্য পবিত্রতা-সলিলে স্বভাবতই স্নাত রহিয়াছে, তাহাদিগের হৃদয় ইতস্ততঃ বিচরণ করে না, তাহাদিগের চক্ষুও তাহাদিগের ধর্ম্মদ্রোহি নহে।

আমরা নারীজাতিকে খলহৃদয়া বলিয়া উপহাস করি, কিন্তু আমাদিগের এই বিশ্বাস যদি ভ্রান্তিমূলক না হইয়া বস্তুতই সত্য হইত, আমরা নারীর প্রকৃতিকে যে রূপ পাপময়া মনে করিতে চাই যদি উহা বস্তুতই তদ্রূপ হইত, পুরুষজাতির মধ্যে অনেকে ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভদ্রজনোচিত শিক্ষালাভ করিয়া, মর্য্যাদার উচ্চ আসনে অধিরূঢ় থাকিয়া, ব্যভিচারস্রোতে অহর্নিশ যেরূপ ভাসমান থাকেন, ঈশ্বর না করুন, তাঁহাদিগের কুলনারীগণও যদি তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিত, ভয়ানক নির্লজ্জ জীবন যাপন করিয়াও পুরুষজাতি যে রূপ সম্মানের সহিত সংসারে অবস্থান করিতে পারে, নারীজাতির পক্ষেও যদি তাহা সম্ভবপর হইত, পাপের চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া পুরুষজাতির মধ্যে অনেকে আপনাকে যে রূপ সম্মানিত এবং সমলঙ্কৃত বিবেচনা করে, পুরনারীদিগের অধিকাংশও যদি তদনুরূপ আচরণ করিত, পৃথিবীর তবে কি দশা হইত, একবার তাহা কল্পনা কর। বোধ হয়, সেই মূর্ত্তিমন্ত নরকে অসুর পিশাচগণও অবস্থান করিতে চাহিত না। আমাদিগের এই বিশ্বাস যে, যদি সংসার অদ্য পর্য্যন্ত পাপপঙ্কে সম্পূর্ণ রূপে নিমজ্জিত না হইয়া থাকে, নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক পবিত্রতানুরাগই তাহার কারণ। সাধারণতঃ সমুদয় নারীজাতি

নারীর মান্ ধর্ম্মকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করে বলিয়াই ধর্ম্ম অদ্য পর্য্যন্তও পৃথিবীতে আছেন। নচেৎ লোকান্তরে গমন না করিলে কেহই জীবন্ত পবিত্রতা অবলোকন করিতে পারিত না।

যাঁহারা নারীহৃদয়ের অবিশ্বসনীয়তা, সুতরাং নারীজাতির স্বাধীনতালাভে অনধিকারিতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত কলঙ্কিত এবং পতিত নারীকুলের প্রতিই আমাদিগের চক্ষুকে বিশেষ আগ্রহ সহকারে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেন, আমরা তাঁহাদিগের নিকট কয়েকটী নিষ্ঠুর প্রশ্ন করিতে চাই। আমরা স্বীকার করি, অনেক স্থলে অনেক কুলনারী চরিত্রের শিথিলতা প্রদর্শন করিয়া জনক জননীর বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছে, কুলগৌরব চূর্ণ করিয়াছে, সমুদয় নারীজাতির মুখচ্ছবি ম্লান এবং গ্লানিযুক্ত করিয়াছে। আমরা স্বীকার করি, অনেক সময়ে এমন অনেক ক্লিয়োপেট্রা নারীকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, যাহাদিগকে বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই অতীতসাক্ষি ইতিহাস শাস্ত্র কৃতার্থতা লাভ করেন। কিন্তু দুঃখ এবং লজ্জার সহিত আমরা জিজ্ঞাসা করি, কি হেতু— কাহার অপরাধে নারীজাতির এই সমস্ত অধঃপতন সংসাধিত হয়? পুরুষজাতির মধ্যে দুর্ব্বৃত্ত পামরদিগের প্ররোচনাই যে, দুর্ব্বলহৃদয়া নারীর পতনের নিদান, ইহা কি মনুষ্য-সমাজ লুক্কায়িত রাখিতে সমর্থ হইবে? নারী-প্রকৃতিতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নাই, এমন আমরা বলিতে চাই না। সত্যকে আচ্ছাদন করিয়া রাখা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়; বিশেষতঃ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বর মনুষ্য-প্রকৃতিতে যে সকল বৃত্তি প্রদান

করিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব স্বীকারে লজ্জিত হওয়া, 'ভয়ানক মূর্খতা। কিন্তু একথা আমরা অবশ্যই বলিব যে, নারীর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, যত বলবতীই কেন হউক না, উহা কোথাও কখন পাপের আদি প্রবর্ত্তক হয় না।

নারীজাতির প্রকৃতি বর্ণনচ্ছলে এ দেশীয় পৌরাণিক গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অনেকে, নিজ নিজ কলুষিত কল্পনারই উপর নির্ভর করিয়া, এমন ভয়ানক অপ্রাকৃত এবং ভয়ানক জঘন্য উক্তি করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিতে, মনুষ্য মনের ত কথাই নাই, অন্ধকারও লজ্জিত হয়। সেই সমস্ত গ্রন্থকারেরা কি প্রকারে এবং কোন্ চক্ষে তাঁহাদিগের মাতা এবং দুহিতা প্রভৃতির মুখাবলোকন করিতে সমর্থ হইতেন তাহা তাঁহারাই জানেন। কিন্তু স্পার্জিম, কুম্ব্ এবং ফাউলর প্রভৃতি ইউরোপ এবং আমেরিকা নিবাসী হৃৎতত্ত্ববিবেকবিৎ প্রধান পণ্ডিতেরা, জগতের বাস্তবিক ঘটনা সকলের সমালোচনা দ্বারা এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রানুমোদিত পরিপক্ক তত্ত্বান্বেষণ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া, ইহা অখণ্ডিতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, নারীজাতির নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিচয়, পুরুষজাতির নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অপেক্ষা অত্যন্ত নিস্তেজ। যদি নিষ্ঠুর পুরুষ, অশেষবিধ প্ররোচনা কি চাতুরীজাল বিস্তার করিয়া, নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক নতি-প্রবণতা এবং স্তুতিবশ্যতার ঘোরতর অসদ্ ব্যবহার না করিত ; যদি পুরুষজাতির মধ্যে বিলাসলোলুপ স্বার্থপর দুরাচারেরা নারীর সর্ব্বনাশ সমুৎপাদনের নিমিত্ত, কবির লেখনী, সঙ্গীতের কলনাদ, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং অর্থ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি সমুদয়কে ভয়ানক রূপে কলঙ্কিত না করিত ;

বোধ হয় এই দুঃখসন্তপ্তা পৃথিবীকে তবে কখনই এত পাপের সাক্ষী হইতে এবং এত পাপের ভার বহন করিতে হইত না। নারীজাতি, পুরুষ কর্ত্তৃক প্রগাঢ় শিক্ষাতে বঞ্চিত হইয়া, প্রকৃতির দুর্ব্বলতা পরিহার করিতে পারে না; এবং সেই পুরুষই আবার তাহাদিগকে দুর্ব্বলহৃদয়া বলিয়া উপহাস করে! নারীজাতি, স্বার্থতৎপর পুরুষের প্রতি ভ্রমান্ধভাবে বিশ্বাস করিয়া, অসতর্কতার প্রতিফলস্বরূপ নরকমুখে সশরীরে নিক্ষিপ্ত হয়; আবার সেই পুরুষই তাহাদিগকে অবিশ্বাসিনী বলিয়া ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করে!

নারীপ্রকৃতির খলতা এবং অপবিত্রতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অনেকে এরূপ অনুচিতরূপে ব্যাকুল যে, তাঁহারা, রাজপথচারিণী বারবিলাসিনীদিগের বিকৃত এবং বীভৎস জীবন আলোচনা করিয়াই, সমুদয় নারীজাতির চরিত্র সম্বন্ধে আমাদিগকে সংশয়াপন্ন করিতে প্রয়াস পান। এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি কুম্ভীপাক নরক দর্শন করিয়াই, স্বর্গ শোভা অনুভব করা সম্ভবপর হয়, যদি নীরো এবং ক্যালিগিয়ুলা প্রভৃতি নির্লজ্জ দুরাচারদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়াই, পল এবং লূথর প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রকৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি বারাঙ্গনাদিগের জীবন অবলোকন করিয়া, পুরমহিলাদিগের হৃদয়ের পবিত্রতা অনুভব করা, সম্ভব হইতে পরে না। যাঁহারা এই দুইকে তুলনাস্থলে উপস্থিত করেন, ধন্য তাঁহাদিগের চিন্তাশক্তি, ধন্য তাঁহাদিগের কল্পনা! কিন্তু যদি মূলগত প্রকৃতির একতার প্রতি দৃষ্টি করিয়াও আমরা বারাঙ্গনার চরিত্র

আলোচনা দ্বারাই সাধারণতঃ সমুদয় নারীর চরিত্র অবগত হইতে অধিকারী হইতাম, তাহা হইলেও কি আমরা এইরূপ বিশ্বাস করিতে পারিতাম যে, নারীর হৃদয় পাপ এবং খলতারই আধার। যাঁহারা গণিকাগণের বাহিরের বেশ ভূষণ এবং বাহিরের প্রফুল্লতা অবলোকন করিয়াই মনে করেন যে, তাহারা নিজ নিজ অবস্থায় সন্তৃপ্ত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের ভয়ানক ভ্রম। অধিকাংশ বারাঙ্গনাদিগের অন্তঃকরণ দুঃখের মর্ম্মদাহনে দিবানিশি যে প্রকার দগ্ধীভূত হয়, তাহাদিগের বাহিরের অপ্রাকৃত কাষ্ঠহাস্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের চিত্তের নিভৃত নিলয়ে যেরূপ পঞ্জরভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস সকল সমুত্থিত হয়, তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইলে বোধ হয় ঘোরতর ইন্দ্রিয়দাসও ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

বেশ্যাবৃত্তির গরল স্রোতে অধিকাংশ প্রধান জনপদের শান্তি-সম্পদ যে একেবারে ধৌত হইয়া যাইতেছে, বারাঙ্গনাদিগের সংখ্যা যে লোকসংখ্যার পরিবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিনই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, পবিত্রতা যে লোকালয় হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছেন, মানবসমাজ যে উহার বক্ষঃস্থলে এই কীটসমাকুলিত দুর্গন্ধপূর্ণ ক্ষতরোগ পরিপোষণ করিয়াই রাখিতেছে, ইহা কি নারীজাতির অপরাধ? পাপের সহিত প্রতিনিয়ত সাহচর্য্যনিবন্ধন, যে নারীর অস্থিপঞ্জর প্রভৃতি দগ্ধ অঙ্গার হইতেও অধিক মলিন হইয়াছে, সেও পাপকে প্রিয় বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত নয়। সেও অবস্থার অধীন হইয়াই পাপের ক্রীত দাসীর ন্যায় আচরণ

করে। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের গাঢ়দর্শী সমাজসংশোধকেরা অনেক অনুসন্ধান এবং অনেক বারাঙ্গনার হৃদয়বিদারক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া, স্থির রূপে নিরূপণ করিয়াছেন যে, বেশ্যাদিগের মধ্যে অনেকেই, বেশ্যার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, আশৈশবই পাপের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছে, তাহাদিগের পরিত্রাণের জন্য কেহই হস্তপ্রসারণ করে নাই ; অনেক দুর্ভাগিনী, পরিণয়ের নামে প্রতারিত হইয়া, বেশ্যাজীবনের নরকমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, বেশ্যাব্যবসায়ীদিগের নিকট বিক্রীত হইয়াছে, উদ্ধারের জন্য চীৎকার করিয়া দেখিয়াছে, তাহাদিগের চীৎকার, রাজসভা, ধর্ম্মাধিকরণ কিম্বা প্রচারকদিগের উপাসনামন্দির, ইহার কোথাও প্রবেশপথ প্রাপ্ত হয় নাই। যে সমস্ত হতভাগিনীরা ইচ্ছা পূর্ব্বকই এই পাপের ভার মস্তকে বহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের অধিকাংশই কেবল উদরের জ্বালাতেই অধীর হইয়া, প্রাণ ধারণের আর কোন পথই না দেখিয়া, সংসারের সকল দ্বারই আপনাদিগের প্রতি অবরুদ্ধ অবলোকন করিয়া, অবশেষে শোচনীয় বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বসিয়াছে।

সমাজের এই সমস্ত অবস্থা আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিলে, কেহই কি আর বলিতে পারিবেন যে, নারীজাতিকে বিশ্বাস করা অনুচিত এবং ভ্রম। লোকের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করা সম্ভবপর বটে। কিন্তু সেই লোকাতীত ত্রিভুবনদর্শী চক্ষুকে কেহই কোন দিন বঞ্চনা করিতে পারে নাই, কেহই কোন দিন বঞ্চনা করিতে পারিবে না। পৃথিবীর কলঙ্কিত এবং বঞ্চিত নারীগণ এবং তাহাদের কলঙ্ককারণ প্রবঞ্চক শত্রুগণ

যখন সেই অসহনীয় আলোক সন্নিধানে উপস্থিত হইবে, তখন পুরুষও সামর্থ্য ও মর্য্যাদার কবচ ধারণ করিয়া অভিমান রক্ষা করিতে পারিবে না এবং নারীও দুর্ব্বলা ও দরিদ্রা বলিয়া, উপেক্ষাভাজন হইবে না। সেই পক্ষপাতশূন্য ন্যায়ের নিকট পৃথিবীর অবিচারের সম্ভাবনা নাই। নারী-জাতি, পৃথিবীর আচারের নিকট, পরদোষে মহাদণ্ডভোগ করিল, এই নিমিত্ত তথায়ও পাপীয়সী বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে, এরূপ মনে করা ভয়ানক ভ্রম। সেই বিশ্বতশ্চক্ষুর নিকট নারী-প্রকৃতি যে ভাবে অবলোকিত হয়, যদি মনুষ্যচক্ষেও তদ্রূপ হইত, বোধ হয় তবে জগতে কেহই বলিত না যে, নারীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করা সমাজের অমঙ্গল। বোধ হয় "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু" ইত্যাকার দুর্বিনীতবাক্য তবে কখনই মনুষ্য লেখনীকে কলঙ্কিত করিত না।

আমরা সংসারে এরূপও অনেক লোক দেখিতে পাই, যাহাঁরা নারীর প্রকৃতিকে খলতাময় এবং সর্ব্বথা অবিশ্বসনীয় মনে না করিয়াও নারীজাতির স্বাধীনতার নাম শ্রবণে অতীব অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাহাঁরা নারী প্রকৃতিকে নিতান্ত সরল এবং সাধু-ভাব পূর্ণ বিবেচনা করেন, এবং নারীজাতির কল্যাণ কামনাও অহর্নিশ তাহাঁদিগের হৃদয়ে জাগরূক থাকে। কিন্তু তাহাঁদিগের হৃদয়ের এই স্নেহ মমতা হৃদ-য়েই বদ্ধ থাকে, কার্য্যেতে পরিণত হইতে পারে না। প্রকারা-ন্তরের যুক্তি অবলম্বন করিয়া, তাহাঁরাও নারীজাতিকে চিরদিনই স্বাধীনতাতে বঞ্চিত রাখিতে চান। তাহাঁরা নারীজাতির অধিকাংশকে যে রূপ পবিত্রহৃদয়, সেই রূপ

পুরুষজাতির অধিকাংশকেই লোলেন্দ্রিয় বিবেচনা করেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস এই যে, যখন নারীজাতির সংশ্রবে আসিলে দুশ্চরিত্র পুরুষদিগের আরও দুশ্চরিত্র হইবার সম্ভাবনা, তখন নারীজাতির নির্ম্মুক্ততা লাভ না করাই সমাজের কল্যাণ।

প্রস্তাবিত আপত্তিটী, আপাততঃ শ্রবণে কিয়ৎপরিমাণে সত্য এবং সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে, স্বার্থপরতা, শিষ্টতর-পরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া, ইহারও মূল দেশে অবস্থিত রহিয়াছে; এবং পৃথিবীর বাস্তবিক ঘটনা সকল ইহারও পক্ষ সমর্থন করে না। আমরা বলিলাম, স্বার্থপরতা ইহারও অন্তর্ম্মূলে রহিয়াছে। বস্তুতই এ কথা ঠিক্। পুরুষজাতি নির্ম্মম এবং তরলেন্দ্রিয়, অতএব নারীজাতিকে নির্যাতন কর, এ কি স্বার্থপরতারই উক্তি নয়? পুরুষজাতির মধ্যে অনেক ব্যক্তি নিতান্ত দুর্ব্বিনীত-প্রকৃতি এবং শিথিলচরিত্র, অতএব নারীজাতিকে তাহাদিগের শিক্ষা এবং উন্নতির অপরিহার্য্য হেতু স্বাধীনতাতে বঞ্চিত কর, গূঢ়স্বার্থপরতা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিই কি এই রূপ উপদেশ করিতে পারে? কথিত প্রকারের আপত্তি শ্রবণে স্পেন দেশের লোকপ্রসিদ্ধ রাজদম্পতী ফারডিনাণ্ড এবং ইসাবেলার সময়ের একটী ঐতিহাসিক উপাখ্যান আমাদিগের স্মৃতিপথে সমাগত হয়।

রাজা এবং রাজমহিষী উভয়ই ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মানুরাগ অবশেষে এতদূর বিকৃত হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগের অধিকার মধ্যে যে কোন

ব্যক্তিতে তাঁহাদিগের মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধভাব ঘুণাক্ষরেও পরিলক্ষিত অথবা আরোপিত হইত, তাহাকেই তাঁহারা ঘোরতর যাতনা দিতেন। এমন কি, জ্বলন্ত অগ্নিমুখে তাহাকে নিক্ষেপ করিতেও তাঁহারা লজ্জিত কিম্বা কুণ্ঠিত হইতেন না। দুর্ভাগ্য বশতঃ রাজকুমার গুরুজনের অশেষ যত্ন সত্ত্বেও, ধর্ম্মবিষয়ে জনক জননীর বাসনানুরূপ অনুরাগী হইলেন না। বরং তাঁহার চরিত্রে দিন দিনই নানারূপ শিথিলতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। এইরূপ কথিত আছে যে, একটী য়িহুদীদেশীয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা ঐ সময়ে রাজমহিষীর সংরক্ষণে অর্পিত ছিল। ধর্ম্মবিষয়ে ঐ কন্যাটীর হৃদয়গত অনুরাগ প্রত্যক্ষ করিয়া, রাজ্ঞী তাহাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বকীয় অন্তঃপুরে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, এবং তাহার য়িহুদীধর্ম্মাবলম্বী পিতা তাহার খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে কণ্টক-স্বরূপ না হয়, এই নিমিত্ত তাহাকে প্রহরিবৃন্দে পরিবেষ্টিত করিয়া লোকসংস্রব হইতে একেবারে দূরে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকুমারের পাপচক্ষু অন্তঃপুরের প্রাচীর ভেদ করিল। তিনি ভয়প্রদর্শন এবং প্রলোভন বাক্য, এই উভয়ই অবলম্বন করিয়া অশেষবিধ চেষ্টা করিলেন। ধর্ম্মানুরক্তা য়িহুদীবালা কিছুতেই বিচলিত হইল না। প্রলোভনের প্রতিঘাতে পবিত্রতার প্রতি তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুরাগ আরও পরিবর্দ্ধিত হইল। রাজমহিষী, যুবরাজের ঐ দুর্ব্বিনীত চেষ্টা এবং ঐ অনাথা য়িহুদীকুমারীর তাদৃশ অটলতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। কতিপয় দিবস মধ্যে এ বিষয় রাজা এবং রাজগুরুরও কর্ণগোচর হইল। কিন্তু তাঁহারা রাজ্ঞীর ন্যায়,

ঐ অবরুদ্ধা বালার গুণপক্ষপাতী না হইয়া, এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, রাজকুমার আপনা হইতে পাপ-পথের অনুসরণ করিয়াছেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। ঐ পাপীয়সীর অলোক সামান্য রূপলাবণ্যই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্যের মুখ্য কারণ; অপদেবতা উহাতেই আবির্ভূত হইয়া, তাঁহার অমঙ্গলের চেষ্টা করিতেছে। এই পক্ষপাতশূন্য বিচারে রাজকুমারের কেশাগ্রও যে স্পৃষ্ট হইল না, একথা বলা বাহুল্য। পরিণাম এই হইল, ঐ জনকাশ্রয়-বঞ্চিতা সরলহৃদয়া বালা, রাজমহিষীর করুণায় জ্বলদগ্নিতে দগ্ধীভূত না হইয়া, আরও দৃঢ়রূপে অবরুদ্ধ হইয়া কারাগারের কষ্ট ও যাতনা ভোগ করিতে রহিল।

নারীজাতির সংশ্রবে আসিলে কুৎসিতচরিত্র পুরুষ সকল আরও কুৎসিতচরিত্র হইবে, অতএব নারীজাতিকেই কারারুদ্ধ কর, মনুষ্য সমাজের এই সিদ্ধান্ত কি মহারাজ ফর্ডিনাণ্ডের কুলগুরুর পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ নয়? নারীজাতির সাহচর্য্যে পুরুষের চরিত্র অবনত হয়, ইহা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না; আমাদিগের সংস্কার বরং তাহার বিপরীত। স্বীকার করিলাম, মনুষ্যসমাজের অনেক ব্যক্তি এতদূর জঘন্য-প্রকৃতি এবং এতদূর গরলহৃদয় যে, তাহাদিগের দৃষ্টিও নারীজাতির অসহনীয়। আরক্তনয়ন কালসর্পকে বিশ্বাস করিলেও তাহাদিগকে নারীজাতির বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়। তাহারা জ্ঞাতি হউক, কুটুম্ব হইক, বান্ধব বলিয়া পরিচিত হউক, তাহাদের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করাই অবলাদিগের উচিত। স্বীকার করিলাম যে, পরস্ত্রী-

পহারী চৌর দস্যুগণের চক্ষু যেমন পরের দ্রব্য সামগ্রীর প্রতিই সমাকৃষ্ট হয়, পরগৃহের প্রবেশপথ অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত থাকে; মনুষ্যসমাজেও তেমন অনেক পিশাচ-চরিত্র ব্যক্তি আছে, যাহাদিগের চক্ষু তরুণীগণের রূপলাবণ্য ভিন্ন আর কিছুই অবলোকন করে না এবং তরুণীর হৃদয়-দুর্গে প্রবেশ করিবার পথ ব্যতীত আর কিছুই অনুসন্ধান করে না। কিন্তু তাহা হইলেও নারীজাতিকে নির্ম্মুক্ততা প্রদান করিয়া, নারীজাতির উন্নতির পথের অবরোধ সকল দূর করিয়া, ঐ সমস্ত সমাজ-কণ্টকদিগকে সুশাসনে রাখাই কি মনুষ্যসমাজের ন্যায়ানুমোদিত কর্ত্তব্য নহে? শরৎকালের পূর্ণবিকশিত চন্দ্রমার মুখমাধুর্য্য এবং বসন্ত কালীন প্রভাত-কমলের তরুণ-কান্তি নয়নগোচর হইলে, সাধুর হৃদয় যেমন ঈশ্বরের প্রেমে বিগলিত হয়, অসাধুর অসদ্ভাবনিচয়ও তেমন প্রবল বেগে উত্তেজিত হয়। কিন্তু অসাধুর তাদৃশ অপ্রাকৃত অনাবশ্যক চিত্তচাঞ্চল্য মনে করিয়া কি ঈশ্বর রূপরাশি চন্দ্রমাকে মেঘাবরণে আচ্ছাদিত রাখিয়াছেন? অথবা আকাশমণ্ডল হইতে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছেন? না পৃথিবীর বন উপবন সমূহকে কুসুমশূন্য শ্মশান ভূমি করিয়াছেন? যাঁহারা শিথিল-প্রকৃতি পুরুষদিগকে, উপদেশ অপমান তিরস্কার এবং রাজদণ্ড দ্বারা দৃঢ় শাসনের অধীন না করিয়া, কেবল নারীজাতিকে শাসন করিয়াই সমাজের কল্যাণ সাধনের সঙ্কল্প করেন, ভারতবর্ষের এক জন প্রাচীন জ্ঞানগুরু তাঁহাদিগকে যেরূপ তিরস্কার করিয়াছেন, আমরা তাহা অপেক্ষা অধিক তিরস্কার করিতে সমর্থ নহি।

"ঈর্য্যয়া রক্ষতো নারীর্ধিক্ কুলস্থিতিদাম্ভিকান্।
স্মরান্ধত্বাবিশেষেঽপি তথা নরমরক্ষতঃ॥"

যাহারা ঈর্ষ্যার পরবশ হইয়া, নারীজাতিকে সংরক্ষণ করতই কুলস্থিতির দম্ভ করেন, অথচ পুরুষজাতিতে সমধিক চিত্তচাপল্য অবলোকন করিয়াও তাহাদিগকে সেইরূপ সংরক্ষণ করিতে বিরত থাকেন তাঁহাদিগকে ধিক্।

মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা যত দূর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং সামাজিক পরিবর্ত্তনসমূহের ফলাফল বিষয়ে আমরা যতদূর চিন্তা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যে, নারীজাতির যথার্থ স্বাধীনতা, জনসমাজের অমঙ্গলের নিদান হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত মঙ্গলেরই কারণ। স্বাধীনতা, দিবসের আলোক-স্বরূপ; অবিমুক্ততার আবরণ অমানিশির অন্ধকার। পাপ এবং মলিনতা, উহাদিগের কুৎসিত মূর্ত্তি লইয়া আলোকের বহিরঙ্গণে পার্য্যমাণে উপস্থিত হইতে চায় না। উহারা অন্ধকারের অলক্ষিত নিবাসেই অবস্থান করিতে অভিলাষ করে। পাপ এবং মলিনতার সহিত অন্ধকারেরই যে বিশেষ সৌহৃদ্য বান্ধুতা, তাহা জগতে অবিদিত নাই। তরুতূলিকার ন্যায় উহারাও অন্ধকারেরই প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, এবং অন্ধকারের সমাগমে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া স্ব স্ব দুষ্কৃত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়। তস্কর এবং দুর্বৃত্তগণ কোথায় অবস্থান করে, আমরা তাহা দিবসে দেখিতে পাই না। নিশিই তাহাদিগের দিন। প্রাচীন প্রবাদ এইরূপ যে, প্রেতপিশাচ প্রভৃতি অপদেবতা সকলও, নিশিযোগেই নিজ নিজ লুক্কায়িত নিবাস

পরিত্যাগ করিয়া, লোকালয়ের উপদ্রব করিতে বহির্গত হয়। অনেকে এইরূপ মনে করেন যে, নারীজাতিকে পারসীক কিংবা তুরস্কদিগের সুদৃঢ়বদ্ধ অন্তঃপুরের ন্যায় কারানিলয়ে আবদ্ধ রাখিলেই; তাহাদিগের মানধর্ম্ম সুন্দররূপে রক্ষিত হয়। কিন্তু অন্তঃপুরের প্রাচীরচতুষ্টয় যে নারীজাতিকে পাপের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে না, মনুষ্যজাতির দুর্ব্বুদ্ধি যে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের জন্যেই সমধিক লালায়িত হয়, নিতান্ত অবরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিলেই যে নারীজাতির হৃদয় নানাবিধ অপবিত্র কল্পনায় কলুষিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা, ইহা যদি তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখেন, বোধ হয়, তাঁহাদিগের সংস্কার তবে অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হয়।

"অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥"

"বিশ্বস্ত ও হিতকারী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা। যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।"

বস্তুতঃ নরনারী, সকলেরই ইহা অবগত হওয়া উচিত যে, ধর্ম্ম এবং সুশিক্ষার দুর্ভেদ্য কবচে পরিহিত না হইলে, আর কিছুতেই নারীর মানধর্ম্ম রক্ষা পাইতে পারে না। প্রহরিজালে পরিবেষ্টিত কর, লৌহদুর্গে নিবদ্ধ করিয়া রাখ, পাপরূপ ক্রূর ভুজঙ্গ তথাচ বিনিবৃত্ত থাকিবে না। অনেক দেশের অবলাগণ যেরূপ ভয়ানকভাবে অবরুদ্ধ থাকে, তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় ভীত হয়। কিন্তু সেই অবরুদ্ধ অবস্থা কি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিয়াছে? আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি পুরাতন

গ্রন্থে অবরোধের যেরূপ দারুণ দুর্গতি বর্ণিত আছে, তাহা কে না পাঠ করিয়াছেন? সত্য বটে উপন্যাসনিচয়, জগতের বাস্তব বৃত্তান্তের ইতিহাস বলিয়া সম্মানিত হইতে পারে না; কিন্তু উহারা যে জগতের সাময়িক আচারপদ্ধতির ইতিহাস, তাহাতে আর সংশয় নাই। উপন্যাসের লেখাকেই বরং কল্পনা বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। যে সমস্ত চিন্তাশীল সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী সত্যপ্রিয় পরিব্রাজকগণ, শুদ্ধ পৃথিবীর আচার ব্যবহার অবগত হইবার নিমিত্তই, দেশদেশান্তরে পর্য্যটন করিতেছেন, তাহাঁদিগকে কে অবিশ্বাস করিতে পারে? আমরা তাঁহাদিগের প্রমুখাৎও কি অবগত হইতেছি না যে, যে সমস্ত দেশে অবলাবৃন্দ ঘোরতর শাসনের সহিত অবরুদ্ধ রহিয়াছে, সূর্য্যের পবিত্র দৃষ্টি হইতেও কুলনারীদিগকে দূরে রাখিবার নিমিত্ত যে সমস্ত রাজ্যে যত্ন হইতেছে; পিতা এবং জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকেও যে সকল দেশে সম্প্রদত্তা দুহিতা এবং ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় না; নারীদিগের সংরক্ষণ কার্য্য সুনির্ব্বাহের জন্য যে সকল স্থানের স্বার্থপর অধিবাসীরা প্রকৃতির অসম্মান করিয়া মনুষ্যকে বিকলাঙ্গ করিতেও লজ্জিত কিম্বা দুঃখিত নহে; পাপ সেই সমস্ত স্থানেও স্বকীয় আসুরিক পরাক্রমে নারীর ধর্ম্মনাশ করিতেছে। প্রহরী, প্রাচীর, তরবার, দুর্গ, কিছুই তাহার লুক্কায়িত পথের অবরোধক নহে।

আমরা কি প্রকারের যুক্তি অবলম্বন করিয়া, এবং কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়া, এদেশীয় দিগের প্রতীতি জন্মাইতে সমর্থ হইব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমাদিগের

হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, অন্ধকারের অপ্রাকৃত আশ্রয়ে পাপ যেরূপ নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতে পারে, স্বাধীনতার শুভ্র আলোকে তাহা কখনই সম্ভবপর নয়। ইউরোপীয় কুলনারীগণের মুখমণ্ডল, অবগুণ্ঠন-সমাচ্ছাদিত থাকে না বলিয়া, ভারতবর্ষ-নিবাসীরা অন্তঃকরণে নানাবিধ অসাধু কল্পনাকে স্থান দান করেন। হায়! তাঁহারা অবগত নন যে, পবিত্রহৃদয়া কুলনারীর স্নেহরসপূর্ণ পবিত্র দৃষ্টি ভয়ানক পাপীর হৃদয়েও পবিত্রতার প্রতিভা প্রদান করে! আমরা দুর্ভাগ্য বশতঃ দিবসের বিশুদ্ধ আলোকে পূতচরিত্র কুল-নারীগণের পবিত্র মুখমাধুরী অবলোকন করিতে পাই না এই নিমিত্তই, দৈবাধীন নারীমুখ দর্শনে আমাদিগের হৃদয় স্পন্দিত হয়; আমাদিগের অন্তঃকরণে বিশুদ্ধই হউক আর অবিশুদ্ধই হউক, এক অননুভূত ভাব অনুভূত হয় এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব বস্তু দর্শনে চিত্তে স্বভাবতই যে এক নূতন-ভাবের সঞ্চার হয়, তাহা বিস্মৃত হইয়া, আমরা আমাদিগের তৎকালীন হৃদয়-স্পন্দনকে অসাধু চিত্তচাপল্য বলিয়া তিরস্কার করি। কিন্তু ইউরোপ এবং আমেরিকা প্রভৃতি যে সকল দেশে, নারীমুখকে বস্ত্রাবরণে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে হয় না, যে সকল দেশের ভদ্রবালাগণ, স্বচ্ছন্দমনে পরিচিত বান্ধবদিগের সহিত কথোপকথন করিতে সমর্থ হয়, রাজসভায় উপস্থিত হয়, ঈশ্বরের উপাসনামন্দিরে তাহাদিগের ভ্রাতা এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত আরাধনায় যোগ দেয়, প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত হইয়া উপদেশ শ্রবণ করে, বিদ্যালয়সমূহে অধ্যাপিকা কিম্বা ছাত্রীভাবে অবস্থান করে; সংক্ষেপতঃ, যে সকল দেশে

নারীর মুখচ্ছবিতে, নারীর সম্ভাষণে, কিছুই অভিনবত্ব নাই, তত্রত্য নিবাসীদিগের অন্তঃকরণও যে নারী দর্শনে আমাদিগের চিত্তের ন্যায় তরলিত কিম্বা স্পন্দিত হয়, এইরূপ মনে করা আমাদিগের পক্ষে স্বাভাবিক বটে, তথাপি অসঙ্গত।

আমরা আমাদিগের বয়সের প্রথম বিকাশ অবধিই আমাদিগের শিক্ষক, অভিভাবক, এবং গুরুজনের মুখে শুনিতে পাই যে, যাহার চক্ষু ভ্রমেও নারীর মুখপানে নিপতিত হয় না, তিনিই সাধু, তিনিই জিতেন্দ্রিয়, তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত সাধক। হিন্দুসন্তানগণ বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণের এই বলিয়াই ভূয়সী প্রশংসা করেন যে, তিনি অগ্রজের অনুগামী হইয়া অকলঙ্কহৃদয়া জনকতনয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বনে বনে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু ঐ সুদীর্ঘ সময় মধ্যে ভুলিয়াও একবার রামহৃদয়সরোজিনীর মুখচন্দ্রমা অবলোকন করেন নাই। আমরা ভারতবর্ষের পুরাতন মুনি ঋষিদিগের মধ্যে তাঁহারই সমধিক যশোঘোষণা শ্রবণ করি, যিনি নারীর মুখাবলোকনরূপ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার নিমিত্ত একেবারে লোকালয়ই পরিত্যাগ করিয়াছেন; গাঢ় গহনে প্রবেশ করিয়া, বনচারী শাখামৃগ এবং হিংস্র জন্তুচয়ের সংসর্গ করিয়াছেন; তথাপি নারীর সন্নিধানে অবস্থান করেন নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তকগণও, নারীর সংসর্গ হইতে দূরে অবস্থান করিবার নিমিত্ত ভূয়োভূয় উপদেশ করিয়াছেন। যাঁহার পবিত্র দেহ নারীস্পর্শে কলঙ্কিত হয় নাই, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রথম প্রচার সময়ে, তিনিই প্রচারকের উচ্চ আসন এবং যাজকীয় সম্মান লাভ করিতে অধিকারী হইতেন।

আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গকে এইক্ষণে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করি যে, জনসমাজের এই অপ্রাকৃত আচরণ কি প্রকৃতির স্পষ্ট বিড়ম্বনা এবং নারীর মুখারবিন্দ রচয়িতা বিশ্ববিধাতার স্পষ্ট অবমাননা নহে? তিনি কি পাপরূপ কলঙ্কতূলিকা লইয়াই নারীর মুখচ্ছবি চিত্রিত করিয়াছেন? নারীজাতির সৃষ্টি কি জগতের অমঙ্গলেরই নিদান? ইহাদিগকে সাগরসলিলে বিসর্জ্জন করিয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে নারীর অস্তিত্ব চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলোপ করাই কি আমাদিগের শান্তিসম্পদের উপায়; আমরা যে নারীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছি, ইহা কি আমাদিগের লজ্জার বিষয়? আমরা কি আমাদিগের নয়নযুগল হইতে এক্ষণে এইরূপ এক প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইব যে,যদি আমাদিগের সঙ্গী হইয়া অবস্থান করিতে চাও, তবে কখনই নারীর মুখাবলোকন করিবে না? হা বিধাতঃ! তুমি একবার তোমার সুপবিত্র সৃষ্টির বিড়ম্বনা দেখ!

সুনির্ম্মল-হৃদয়া কুলনারীর সদানন্দ প্রদ পবিত্র সংসর্গ হৃদয়ের শিথিলতার কারণ হওয়া দূরে থাকুক, আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, হৃদয়ের নির্ম্মলতা সম্পাদনের এইরূপ উৎকৃষ্ট সাধন আর নাই। সতী সাধ্বীর সুধাময়ী দৃষ্টিতে মানবচিত্ত যেরূপ আশ্চর্য্য রূপে সংমার্জ্জিত হয়, কুলনারীগণের সারল্যপূর্ণ, সুবিশুদ্ধ, মৃদুমধুর কথোপকথনে মনুষ্যমনের উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তিসমুদয় যেরূপ আশ্চর্য্যভাবে সংযত হইয়া আইসে, আর কিছুতেই তদনুরূপ হয় না। নারীর সংসর্গ হইতে বিরহিত হইলে, মনুষ্যজাতির অধিকাংশই বলীবর্দ্দ এবং ব্যাঘ্র মহিষের ন্যায় ভীষণপ্রকৃতি হইত। মনুষ্যের চরিত্রে স্বার্থ-

পরতা, কঠিনতা, এবং নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দোষ সকল এতই প্রবল হইত যে, লোকালয়ে এবং পশুনিবাসে, কিছুই প্রভেদ থাকিত না। আমাদিগের হৃদয়ের পরিমার্জ্জনার জন্য, প্রকৃতির কত পদার্থ কত স্থানে কি ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহা আমরা চিন্তা করিয়া দেখি না। বিহগাবলী তরুশাখায় উপবেশন করিয়া, শ্রুতিসুখকর মধুরধ্বনিতে দশদিক্ আমোদিত করে; নানাবিধ লাবণ্যপূর্ণ মনোহর কুসুম, উদ্যানে কিংবা উপবনে বিকসিত হইয়া, সৌন্দর্য্য এবং সুগন্ধ বিস্তার করে; মলয়ানিলের সুমন্দ সঞ্চালনে, তরঙ্গিণীর বক্ষঃস্থল নয়ন মনোহারিণী লহরীলীলায় পরিশোভিত হয়; চন্দ্রমা লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে, সমুদিত হইয়া অমৃত রসবর্ষি-শীতলরশ্মি বিকীর্ণ করে। আমরা দেখিয়া, নয়নের সার্থকতা করি; কিন্তু প্রকৃতির এই সমস্ত কমনীয় পদার্থ, আমাদিগের হৃদয়ের উপর, অলক্ষিত ভাবে কিরূপ কার্য্য করে, তাহা আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি না। নারীর সুধারসসিক্ত সংসর্গও ঠিক সেই প্রকার। মাতার স্নেহ-সজল-নয়ন এবং অমৃত-পূর্ণ সম্বোধন, ভগিনীর সরল আলাপ, পত্নীর সহাস্য নয়ন এবং প্রীতিপূর্ণ কথোপকথন, দুহিতাদিগের নির্দ্দোষ আমোদ উৎসব, এবং পরিবারস্থ ও পরিচিত অন্যান্য নির্ম্মল-চরিত্র নারীগণের সাহচর্য্য, আমাদিগের হৃদয়ে আনন্দ-ধারা বর্ষণ করে; আমরা সন্তৃপ্ত হই। কিন্তু আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে উহা হৃদয়কে কিরূপ সম্মার্জ্জিত করে, তাহা কি আমরা চিন্তা করিয়া দেখি?

নারীর সুপবিত্র সংসর্গে মনুষ্যজাতির হৃদয় এবং মনোবৃত্তিচয় কিরূপ পরিতৃপ্ত এবং উপকৃত হইতে পারে, তাহা

বুঝাইবার জন্য আর অধিক কিছু না বলিয়া, আমরা দুইটী সমুন্নত-মনা সাধুর জীবন-চরিত হইতে কতিপয় পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যাঁহাদিগের আত্মা, কুসংস্কারের সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খলে একেবারে বদ্ধ রহিয়াছে, তাঁহারাই নারীর সংস্পর্শ হইতে দূরে অবস্থান করা পুণ্যজনক এবং গৌরবান্বিত কার্য্য বলিয়া, মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমরা চরিতাখ্যায়কদিগের প্রসাদে যার পর নাই আহ্লাদের সহিত অবগত হইতেছি যে, জ্ঞান ও ধর্ম্মের পবিত্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, যে সকল মহামতি মনুষ্যগণ মনুষ্য নামের যথার্থ অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহই স্নেহশীল-প্রকৃতি নারীজাতির শান্তিপূর্ণ সংসর্গকে পরিহরণীয় মনে করেন নাই।

আমাদিগের পাঠকবর্গের মধ্যে, হয়ত অনেকেই আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বদর্শী, ধীমান্ চ্যানীং মহোদয়ের নাম কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার সুমার্জ্জিত বুদ্ধি, বিশালজ্ঞান, প্রগাঢ় পরমার্থনিষ্ঠা, পরোপকারিতা, এবং অত্যাশ্চর্য্য বক্তৃতাশক্তি আমেরিকা-নিবাসীদিগকে এরূপ বশীকৃত করিয়া রাখিয়াছিল যে, আমেরিকদিগের অন্তঃকরণের উপর তত্রত্য সর্ব্বাধ্যক্ষের মধ্যেও কেহ কোন দিন তাহাঁর ন্যায় আধিপত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে, তাঁহাকে বস্তুতই একটী দেবতা অথবা মহাতপা যোগী বলিয়া প্রতীতি হয়। চ্যানীং নারীজাতিকে কিরূপ স্নেহ এবং শ্রদ্ধার চক্ষে অবলোকন করিতেন, কুলনারীগণের পবিত্র সংসর্গে অবস্থান করিতে তিনি

কিরূপ সুখানুভব করিতেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাঁহার চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন যে—"যাহারা তাঁহার প্রকৃতির গাঢ়-গম্ভীরতা দর্শনে পূর্ব্বে তাঁহা হইতে সসম্ভ্রমে দূরে থাকিত, কালে তাঁহার হৃদয়ের ন্যায়পরতা, উদারতা এবং অবিচলিত নিঃস্বার্থ প্রীতির পরিচয় পাইয়া, তাহারাও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ়রূপে অনুরক্ত হইল। কিন্তু তিনি সুবুদ্ধিশালিনী সদুদারহৃদয়া কুলনারীদিগের সংসর্গেই বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। সুশিক্ষা এবং সদালোচনায় যে সকল নারীগণের মনোবৃত্তি পরিমার্জ্জিত ছিল, তাঁহাদিগের সন্নিধানে অবস্থান করিতে পাইলেই, তিনি সমধিক সুখানুভব করিতেন। নানাবিধ উচ্চবিষয়ের পরিকল্পনাতে তাঁহার অন্তঃকরণ উৎসাহে কিরূপ স্ফীত হইত, প্রকৃতি এবং শিল্পনৈপুণ্যের শোভা সৌন্দর্য্য অবলোকনের নিমিত্ত তিনি কিরূপ স্পৃহয়ালু হইতেন, মানবসমাজের পবিত্রতা সাধনের নিমিত্ত তাঁহার হৃদয় কিরূপ উন্মত্তের ন্যায় লালায়িত হইত, এবং মানবজাতির ভাবি উন্নতির চিন্তা করিতে তাঁহার হৃদয়ের আশা কত ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইত, তাহা তিনি তাঁহাদিগের নিকটই নির্ম্মুক্তচিত্তে প্রকাশ করিতেন। নারীজাতির প্রকৃতি এবং জীবনের প্রতি তাঁহার এরূপ প্রগাঢ়ভক্তি ছিল, কুলনারীগণের সহিত কথোপকথনের সময় তাঁহার অকপট শিষ্টাচার, সসম্ভ্রম দৃষ্টি এবং সাদর সম্ভাষণ, এরূপ সুন্দর ভাব ধারণ করিত যে, তাঁহারাও তাঁহাকে একজন হৃদয়ের বান্ধব বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার নিকট অন্তরের সমুদয় প্রিয় কথাই অকুণ্ঠিতমনে প্রকাশ করিতেন। তাঁহার জীব-

নের উজ্জ্বলতম সময়, বস্তুতঃ তাঁহার এই সমস্ত প্রিয়সুহৃৎ-দিগের সংসর্গেই অতিবাহিত হইয়াছে।"

আমরা এই পুস্তকে মহাত্মা থিয়োডোর পারকারের চির-স্মরণীয় নাম গ্রহণ করিয়াছি এবং হয়ত, প্রসঙ্গত পুন-রায় তাঁহার কথা উল্লিখিত হইতে পারে। তিনি এইক্ষণ পৃথি-বীর কোথাও আর অপরিচিত নন। তাঁহার বিষয়ে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই হয় যে, কি জ্ঞানের প্রশস্ততা এবং প্রগা-ঢ়তা, কি হৃদয়ের সৌন্দর্য্য এবং কোমলতা, কি ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, কি মনুষ্যের প্রতি প্রেম, ইহার সকল গুণেই তিনি সমানরূপে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বাংশে সমান, এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সাধু, পৃথিবীর কোন স্থানে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, সংশয়ের বিষয়। অন্ততঃ এই ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন ব্যক্তিই তাঁহার ন্যায় সকল বিষয়েই অসাধারণ হইতে পারেন নাই। এই সর্ব্বজন-সম্ভজনীয় মহা-শয় পুরুষ,—প্রকৃতির এই বিশেষ প্রেমাস্পদসন্তান, পঞ্চ-বিংশতি ভাষা-মুখে অহর্নিশ তত্ত্ব সুধাপান করিয়াও, নারীর হৃদয়-সুধার রসাস্বাদ গ্রহণের জন্য কিরূপ লালায়িত হইতেন, পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের সর্ব্বপ্রধান জ্ঞানীদিগের সৌহৃদ্যসুখ অনুভব করিয়াও, নারীর শান্তিপ্রদ সাহচর্য্যের জন্য কিরূপ তৃষিত হইতেন, তাহা পাঠ করিতে অন্তরের সকল অভিমান চূর্ণ হইয়া যায় এবং নারীর প্রীতিপূর্ণ পবিত্র সংসর্গের কোন বিশেষ সম্মোহিনী শক্তি থাকিবে, চিত্তে স্বভাবতই এইরূপ প্রত্যয় হয়।

পার্‌কারের জীবনবৃত্তান্ত সমালোচনা করিলে পরিলক্ষিত

হয় যে, তাঁহার স্নেহাস্পদ প্রিয়বান্ধবদিগের অধিকাংশই নারী। সহৃদয়া কুলবালাদিগের কোমলকর-বিরচিত সস্নেহ পত্রাবলীতেই তাঁহার জীবনচরিতের অনেকস্থল পূর্ণ রহিয়াছে। তিনিও ইহাঁদিগকে হৃদয়ের সহিত প্রীতি করিতেন; ইহাঁরাও তাঁহাকে অসাধারণ ভক্তি করিতেন। তিনিও ইহাঁদিগের সুস্নিগ্ধ এবং সুপবিত্র সংসর্গের জন্য ব্যাকুল হইতেন, ইহাঁরাও তাঁহার জ্ঞান-গম্ভীর মধুর উপদেশ শ্রবণের জন্য প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত থাকিতেন। কোন বৃহদায়তন প্রাচীন বটবৃক্ষকে কতকগুলি কমনীয় লতা দুহিতার ন্যায় পরিবেষ্টন করিয়া রহিলে, যেরূপ আশ্চর্য্য শোভা নয়ন-গোচর হয়, ধর্ম্মার্থব্যাকুল প্রিয়বালাগণ কর্ত্তৃক যখন তিনি পরিবেষ্টিত হইয়া বসিতেন, বোষ্টন নিবাসিরাও তখন ঠিক্ সেইরূপ এক আশ্চর্য্য শোভা অবলোকন করিত। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন যে—"নারীপ্রকৃতির যে বিশেষ কমনীয় গুণকে কবিজনেরা নিত্যনারীতা নামে নির্ব্বচন করেন, যাহার অস্তিত্ব নিবন্ধন নরনারীর প্রকৃতিতে একটী চিরস্থায়ী প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়, এবং যাহার প্রভাবে নরনারী পরস্পরের প্রতি স্বভাবতই সমাকৃষ্ট হয়, পারকার স্বকীয় হৃদয়ের পবিত্র এবং মধুর ভাবচয়ের প্ররোচনায়, সেই নারীগুণের বশীকরণী শক্তির নিকট ঠিক্ একটী স্বয়মিচ্ছু বন্দীর ন্যায় চিরবদ্ধ ছিলেন।"

পারকার স্বয়ং একস্থলে বলিয়াছেন—"আমি যাঁহাদিগের বন্ধুতা-শৃঙ্খলে, প্রয়োজনের অনুরোধে নয়, কিন্তু হৃদয়ের অনুরোধে বদ্ধ হইয়াছি, তাহার অধিকাংশই নারী। ইহাতে

আমার বিস্ময় হইতেছে বটে, কিন্তু আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক এরূপ করিয়াছি, এমন নয়। আমি চিরকাল ধরিয়াই উচ্চপ্রকৃতির নারীগণের সাহচর্য্যসুখ অনুভব করিয়া আসিতেছি; আমার পরিচিত বান্ধবদিগের মধ্যে প্রধান কল্পের পুরুষের সঙ্খ্যা বস্তুতই নিতান্ত অল্প। তথাপি সাহিত্য রচনা বিষয়ে আমি নারীগণের শক্তির বিশেষ প্রশংসাকারী নহি। হিমেন্স এবং মার্গারেট ফূলর, এই দুইটী মাত্র বিদ্যাবতী অঙ্গনাই আমার গ্রন্থাধানে বিরাজ করেন; কিন্তু যাঁহারা পত্র লিখিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন, তাহার অধিক ভাগই কুলনারী। তাঁহাদিগের স্নেহের সম্মোহিনী শক্তি, কি তাঁহাদিগের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, কিসে যে আমাকে তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ আকর্ষণ করে, আমি তাহা অনুভব করিতে পারি না।"

"নরনারীর প্রকৃতিগত স্বাভাবিক প্রভেদের বস্তুতই মহীয়সী শক্তি। আমি অবতীর্ণ নারীগুণের সন্নিধানে অবস্থান করিতে হৃদয়ে বস্তুতই এক বিশেষ আনন্দ অনুভব করি।"

"কতিপয় দিবস অতীত হইল, আমি রাজপথপ্রান্তে একটী অতীব শ্রদ্ধেয়প্রকৃতি তরুণীর সন্দর্শন লাভ করিলাম। আমাদিগের পরস্পরের নয়নের সঙ্গতি হইল। আমি সে দিবসের প্রাতঃকালে সমুদয় সময়ই এতন্নিবন্ধন এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতি উপভোগ করিলাম। আমার কেন এরূপ হইয়াছিল, আমি বলিতে পারি না, কিন্তু এরূপ হইয়াছিল বটে। এইরূপ আনন্দকেই আমরা অনিমন্ত্রিত আনন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমি রক্ষবেরী নগর পর্য্যন্ত গমন করিলাম, কিন্তু যাঁহাকে দেখিবার জন্য পর্য্যটন করিলাম,

তাঁহার দর্শন লাভ হইল না। তিনি তাঁহার একটী পাড়িত বান্ধবকে দেখিবার জন্য স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিতে পাইলে আমি বস্তুতই উৎকৃষ্টতর ব্যক্তি হই। তাঁহাকে দর্শন করা ঠিক্ একটী দেবালয় দর্শনের ন্যায়। তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, মনুষ্যের পাপ তাপ, নীচতা নিরাশা, আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। আমিও এই নিমিত্তই আমার এই প্রিয়দেবীকে সময়ে সময়ে দর্শন করিতে যাই এবং একটী উন্নততর ব্যক্তি হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হই। তাঁহার সাহচর্য্যে আমার প্রত্যেক মনোবৃত্তি যে, অধিক সমুজ্জ্বল এবং প্রসারিত হয়, তাহাতে আমার সংশয় নাই।”

কেহ কেহ এই প্রকারের আপত্তি করিতে পারেন যে, চ্যানীং এবং পারকার প্রভৃতি মহাত্মারা সিদ্ধযোগী। তাঁহারা নরলোকে অবস্থান করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রকৃতি দেবতার ন্যায়। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত লইয়া সাধারণের প্রকৃতি নিরূপণ করা তাঁহাদিগের হৃদয় দর্শন করিয়া সাধারণের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা কুলনারীগণের স্নেহপূর্ণ সংসর্গ তাঁহাদিগের উপকার জনক হইয়াছে বলিয়া, সকলেরই সেইরূপ হইবে, এই প্রকার মনে করা ; সঙ্গত হইতে পারে না। যদি জনসমাজের সমুদয় মনুষ্যই তাঁহাদিগের ন্যায় “শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশঃ” হইত, যদি সকল ব্যক্তির প্রকৃতিই তাঁহাদিগের প্রকৃতির ন্যায় অস্পৃষ্ট হিমরাশি সদৃশ পবিত্র হইত, এবং যদি সকলেরই চক্ষুই তাঁহাদিগের চক্ষুর ন্যায় সারল্যপূর্ণ এবং বিশুদ্ধ হইত, নারীজাতির স্বাধীনতার প্রতি তবে কিছুই

আপত্তি ছিল না। উহা দ্বারা লোকহৃদয়ের সমধিক উপ-কারই দর্শিত। কিন্তু যখন পাপের কুটিলভাবেই সংসারের অধিকাংশ মনুষ্যের হৃদয় মন পরিপূরিত রহিয়াছে; যখন রাজপথ, পণ্যশালা, বিচারালয়, অধ্যয়নাগার, সর্ব্বত্রই আমরা পাপের মলিনচ্ছবি প্রত্যক্ষ করিতেছি; তখন নারীজাতির স্বাধীনতা লাভ যে জনসমাজের অধিকতর অমঙ্গলের কারণ না হইয়া, উহার শুভসম্পদ বিধান করিবে, ইহা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না।

আমরা এই শ্রেণীর আপত্তিকারীদিগের প্রতি বিনয়ের সহিত বলিতেছি, তাঁহারা যেন মনুষ্যজাতির পুরাতন বিশ্বাস এবং পুরাতন সংস্কারের উপর, পুরাতন বলিয়াই অধিক আস্থা সংস্থাপন না করেন। লোকে এক সময়ে কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবী কূর্ম্ম-পৃষ্ঠে সংস্থাপিত রহিয়াছে, সূর্য্য উহাকে প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করেন। বিজ্ঞান উপদেশ করিতেছেন, সূর্য্য সকল সময়েই এক স্থানে স্থির, পৃথিবীই তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করে। লোকে এক সময়ে মনে করিত যে, চন্দ্রমা দেবতাবিশেষ, তারকাবলী তাঁহার পত্নীচয়। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইল যে, চন্দ্রতারকা সমুদয়ই অচেতন জড়পিণ্ড। এদেশীয়দিগের সকলেরই অন্তঃকরণে এক সময়ে এই রূপ দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, সুর-তরঙ্গিণী ভাগীরথী স্বর্গলোক হইতেই ধরাধামে প্রবাহিত হই-য়াছেন; কিন্তু এই ক্ষণ শত শত পরিব্রাজক হিমাচল-গহ্বরে তাঁহার উৎপত্তিস্থান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছেন। পুরাতন সংস্কার এবং পুরাতন বিশ্বাস, কেবল এই ভারত

ভূমিতে নয়, সমুদয় পৃথিবী ব্যাপিয়াই দিন দিন কত পরিবর্ত্ত-নের অধীন হইয়া আসিতেছে, তাহা পরিগণনা করিয়াও কেহ শেষ করিতে পারে না। নারীজাতির স্বাধীনতা লাভ জন-সমাজের শুভশান্তির নিদান নহে, কুলনারীর পবিত্র সংসর্গে মানব-হৃদয় অপবিত্র হয়, ইহাও লোকের একটী ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত পুরাতন সংস্কার। লোকালয়ের বর্ত্তমান ইতিবৃত্ত প্রতি-দিনই ইহার অমূলকতা প্রতিপাদন করিতেছে।

আমরা এতৎপ্রসঙ্গে অধিক কিছু না বলিয়া, পাঠকবর্গকে পুনরায় আমেরিকার সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। আমরা পূর্ব্বে এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি যে, আমেরিকার এইক্ষণ অন্যূন ঊনত্রিংশৎ সঙ্খ্যক অতিপ্রধান বিদ্যালয়ে, তরুণ তরুণীগণ সকলবিষয়ে সমানভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। কথিত বিদ্যালয়গুলির সংস্থাপনের সময়, কত লোকেই কত বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। অমঙ্গলাশংসীরা কতই বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু চত্বারিংশৎবর্ষ পরিমিত সুদীর্ঘ কালের গাঢ় পর্য্যবেক্ষণ, তাঁহাদিগের সমুদয় অশুভাশঙ্কাই সম্পূর্ণরূপ ভ্রান্তিমূলক প্রমাণ করিয়াছে। যাঁহারা ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে নিজ নিজ ভগিনী এবং দুহিতা-দিগকে শিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপ উৎক-ণ্ঠিত নয়নে পরিণামের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছিলেন, সহ-জেই অনুমান করা যায়। কিন্তু লোকমাতা প্রকৃতি তাঁহা-দিগের সকলকেই আশাতীত শুভফল প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত বিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপনা কার্য্যে যেমন অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান নিযুক্ত আছেন, তেমন অনেক সম্ভ্রান্ত-

কুলোদ্ভবা ভদ্র মহিলারাও অধ্যাপিকার পদে নিয়োজিত হইয়া, উহার শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ছাত্র এবং ছাত্রীগণ, ভ্রাতা এবং ভগিনীর ন্যায় এক শ্রেণীতে উপবেশন করিয়া, একই অধ্যাপকের নিকট একই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে, অহরহঃ পরস্পরের সন্নিধানে অবস্থান করে এবং সদালাপ প্রভৃতি সকল বিষয়েই, সকলে সকলের সহিত, ঠিক্ এক পরিবারের ন্যায় ব্যবহার করে। সদাচার এবং সুনীতি বিষয়ে ঐ বিদ্যালয়গুলির এতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে যে, পাঠ করিবার সময়, কেহই মানবপ্রকৃতির ভাবি উন্নতি বিষয়ে আশ্বস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। তরুণ তরুণী-গণ একস্থানে অধ্যয়ন করিলে, তাহাদিগের প্রকৃতি এবং চরিত্র তরলিত হইবে, এইরূপ লোকের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু যাঁহারা, সাহায্যদাতা কিংবা পর্য্যবেক্ষক রূপে প্রোক্তবিদ্যালয়-সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংসৃষ্ট আছেন, তাঁহারা, এবং অপরাপর সকলেই এইক্ষণ স্বীকার করেন যে, আচারগত বিশু-দ্ধতা এবং হৃদয়ের পবিত্রতা বিষয়ে ঐ বিদ্যালয়গুলি আমে-রিকার পুরাতন সমুদয় বিদ্যালয় হইতেই অতীব উচ্চতরভাব ধারণ করিয়াছে। যে সকল বিদ্যালয়ে, কেবল তরুণগণ কিংবা কেবল তরুণীগণই শিক্ষিত হয়, যে সকল বিদ্যালয়ে তরুণ তরুণীগণের পরস্পর সন্দর্শন এবং সদালাপ আচারবিরুদ্ধ বলিয়া সুশাসিত হয়, তাঁহাদিগের বিবেচনায়, কি শিষ্টাচার, কি কুলমান-সমুচিত ভদ্র ব্যবহার, ইহারা কিছুতেই, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়গুলির সহিত, সেই সমস্ত প্রাচীন রীতির বিদ্যালয়ের তুলনা হইতে পারে না।

সুবিখ্যাত হোরেশমান মহোদয়ের মত এবং অভিপ্রায় এক সময়ে অন্যরূপ ছিল। কিন্তু তিনি অনেকের অনুরোধে, আণ্টিয়ক কলেজ নামক প্রস্তাবিত রীতির একটী সহশিক্ষার বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে পাঁচ বৎসর কাল নিযুক্ত থাকিয়া তত্রত্য ছাত্র এবং ছাত্রীগণের দোষস্পর্শশূন্য আচার ব্যবহার দর্শনে এরূপ পরিতৃপ্ত এবং বিগলিত হইলেন যে, তাঁহার সমুদয় পুরাতন সংস্কার একেবারে দূর হইয়া গেল। তিনি তাঁহার জনৈক সম্ভ্রান্ত বন্ধুর নিকট উক্ত বিদ্যালয়ের অশেষ প্রশংসা করিয়া এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে, তথাকার সমুদয় তরুণবয়স্ক ছাত্রগণই এরূপ শান্তপ্রকৃতি, ভদ্রশীল এবং পূতচরিত্র যে, বিদ্যালয়েই তাহাদিগের দোষ দর্শন হয় না এমন নয়, কিন্তু গ্রামের কুলকন্যাগণও তাহাদিগকে যার পর পর নাই শ্রদ্ধা করে এবং রাজপথে কিংবা অপর কোন স্থলে তাহাদিগের কাহারও সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, কুলবালাগণ কোন অংশেও লজ্জা কিংবা অবমাননার আশঙ্কা না করিয়া, একজন শ্রদ্ধেয়প্রকৃতি ভদ্রলোকের নিকট উপনীত হইল, এইরূপ বিশ্বাসে আপনাদিগের নারীজনোচিত মান সম্ভ্রম বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিন্ত থাকে।

হোরেশমানের উন্নতহৃদয়া সহধর্ম্মিণী উক্ত বিদ্যালয়ের পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে স্বামীর বিস্তর আনুকূল্য করিতেন। লোক-চরিত্র বিষয়ে সদ্বুদ্ধি-শালিনী নারীর উক্তি কতদূর সম্মাননীয় তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। উক্ত মহিলা, তাঁহার স্বামীর লোকান্তর গমনের পর, আণ্টিয়ক বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্রীগণের চরিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—"যাঁহারা আণ্টিয়ক

বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন জীবন এবং আচার ব্যবহার বিলক্ষণ রূপে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, হৃদয়ের পবিত্রতা এবং আচারের বিশুদ্ধতা বিষয়ে, উহার উভয় বিভাগই অতীব শ্রদ্ধাস্পদ ; এমন কি, পরিচিত কোন বিদ্যালয়ই উহার সমতুল্য শ্রদ্ধার্হ নহে। আমেরিকার পশ্চিম প্রদেশে, তরুণবয়স্ক কুলনারীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এই প্রথা অবলম্বিত না হইয়া, পুরাতন বিদ্যালয় সকলের অনতিব্যবধানেই কতিপয় স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তরুণ তরুণীগণ, কেহ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে, তত্তৎস্থলে সুদৃঢ় নিয়মাবলীও বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পরিদর্শনকারীরা সকলেই সমস্বরে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, লুক্কায়িত সাক্ষাৎ-কার, অসঙ্গত পত্রপ্রেরণ এবং চরিত্রের কলঙ্কজনক অপরা-পর দোষ, এই শেষোক্ত বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র এবং ছাত্রী-গণের মধ্যে নিতান্ত বিরল নহে। হোরেশমানের এই বিশ্বাস ছিল যে, পবিত্রতাকে রক্ষা করিতে হইলে, প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিচয়ের অপ্রাকৃত শাসনরূপ, পুরাতন মঙ্কজনোচিত বিষম ভ্রমকে জনসমাজ হইতে একেবারে ধৌত করিয়া দেও-য়াই উচিত।”

ইমার্সন এবং থিয়োডোর পারকার প্রভৃতি অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ ব্যাক্তিরাও আণ্টিয়ক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া যার পর নাই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন এবং আমেরিকার ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সভ্য, উহার আচারগত পবিত্রতা দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া, এইরূপ বলিয়াছেন যে, আণ্টি-

য়ক বিদ্যালয় দর্শন করিতে মানবজাতির প্রকৃতির প্রতিই তাঁহার অধিক বিশ্বাস এবং ভক্তি হইল।

ইংলণ্ডদেশীয় জনৈক সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ভদ্র সন্তান, আণ্টিয়ক বিদ্যালয়ের সন্নিহিত কোন স্থানে ক্রমাগত সাত বৎসর কাল অবস্থান করিয়া, উহার আচার ব্যবহারের সর্ব্বাঙ্গীন বিশুদ্ধতা দর্শনে একেবারে বিমোহিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া, আহ্লাদ-পুলকিত-হৃদয়ে এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার যে সকল বিদ্যালয়ে কেবল তরুণগণই শিক্ষালাভ করে, তাহার একটীও, আচারগত পবিত্রতা, ধর্ম্মানুরাগ, শিষ্টতা, সভ্যতা এবং জ্ঞানলাভের নিমিত্ত উৎসাহ বিষয়ে আণ্টিয়ক বিদ্যালয়ের সমকক্ষ নহে। আণ্টিয়ক বিদ্যালয়ের তরুণবয়স্ক ছাত্রগণ সুরাপান প্রভৃতি কোন দোষেই দূষিত নহে। তাহাদিগের চরিত্রে ঔদ্ধত্য এবং প্রগল্‌ভতা প্রভৃতি পুরুষপ্রকৃতির দোষচয় একেবারেই পরিলক্ষিত হয় না; অথচ কুলবালাদিগের সাহচর্য্য নিবন্ধন নির্ভীকতা, এবং বীরতা প্রভৃতি পুরুষোচিত সমুদয় সম্মাননীয় গুণেই তাহাদিগের চরিত্র বিভূষিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে তত্রত্য তরুণীগণও, এরূপ লজ্জাশীল, বিনম্রপ্রকৃতি এবং পূতচরিত্র যে, দর্শনমাত্রই তাহাদিগকে সমুদয় নারীগুণের সজীব প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীতি হয়।

আমরা উদারপ্রকৃতি এবং সত্যপ্রিয় পাঠকবর্গকে এইক্ষণ জিজ্ঞাসা করি যে, পৃথিবীর এই সমস্ত পরীক্ষিত ঘটনার পর্য্যালোচনা করিয়াও কি তাঁহারা নারীজাতির স্বাধীনতার মঙ্গলজনক পরিণাম বিষয়ে সন্দিহান থাকিতে পারেন?

যখন প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মানুসারে, হৃদয় মনের উন্নতির সহিত স্বাধীনতার এক দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত রহিয়াছে; যখন প্রত্যক্ষই পরিলক্ষিত হইতেছে যে, আমাদিগের অন্তঃকরণের বৃত্তিচয় স্বাধীনতার নির্ম্মুক্ত সমীরণ সেবন দ্বারা যেরূপ সুস্থতা, সামর্থ্য এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য লাভ করে, আর কিছুতেই তদনুরূপ হয় না; যখন জনসমাজের অগণিত-সংখ্যক ঘটনা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, যেখানে স্বাধীনতা সেখানেই সম্মান, সাধুতা এবং যথার্থ মনুষ্যত্ব, এবং যেখানে পরাধীনতা সেখানেই সকল প্রকারের নীচতা, মলিনতা এবং পাপ; তখন কি আমরা কাল পরম্পরাগত কতিপয় পুরাতন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই কুলনারীদিগকে স্বাধীনতাতে বঞ্চিত রাখিব? কুলনারীর সুনির্ম্মল সংসর্গে পুরুষের হৃদয় মন কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে সম্মার্জ্জিত হয়, তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দর্শন করিয়াও কি আমরা নারীর স্বাধীনতার প্রতিরোধ করিব? ইংলণ্ড এবং আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশের যে সকল মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্মস্বরূপ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষেরা স্বকীয় ভগিনী, সহধর্ম্মিণী এবং দুহিতাকে স্বাধীনতা ভোগ করিতে দর্শন করিতেছেন, নিজ নিজ কুলমান গৌরবের প্রতি কি তাঁহাদিগের বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি নাই? তাঁহারা কি এতই হতমূর্খ, হিতাহিত বিষয়ে এতই বোধশূন্য এবং অধর্ম্মাচারী যে,. নারীর স্বাধীনতাকে পাপের প্রসবিনী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াও উহার প্রতিরোধ করিতে যত্নশীল নহেন? নারীর স্বাধীনতা যদি অমঙ্গলেরই প্রস্রবণ হইত, তবে কি সমুদয় সভ্যদেশ এতদিনে একেবারে উৎসন্ন যাইত না? ধর্ম্মের

অটল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত না থাকিলে মানবসমাজ কি দীর্ঘকাল জীবিত রহিতে পারে?

ইদানীন্তন কালের অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি; ফ্রান্সের রাজধানীস্থ কুলনারীদিগের চরিত্রগত শিথিলতার কথা উল্লেখ করিয়াই সাধারণতঃ সমুদয় নারীজাতির স্বাধীনতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন। সত্য বটে, প্যারীশ নগরে ধর্ম্ম এবং পবিত্রতার যথোচিত সম্মান নাই। সত্য বটে, প্যারীশের অধিকাংশ অবলা যেরূপ নির্লজ্জ জীবন যাপন করেন, তাহাতে অনেকের হৃদয়েই ভয়ানক মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু প্যারীশের এই দুর্গতি কি নারীজাতির স্বাধীনতারই ফল? যে দেশের সমাজভিত্তি, লোকপ্লাবন রাজবিপ্লবে পুনঃপুনই বিলোড়িত হয়; যে দেশের অধিকাংশ প্রধান পুরুষেরা জীবনের চরম লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া, ঈশ্বরের পাপনাশন পবিত্র নামকে মানব নিবাস হইতে একেবারে অপসারিত করিতেই চেষ্টা করে; যে দেশের মুদ্রাযন্ত্র প্রতিনিয়তই কালকূট গরল উদ্গীরণ করে; বিলাসলালসার সর্ব্বাঙ্গীন সন্তর্পণই যেদেশের একমাত্র প্রয়োজন এবং যে দেশের সামাজিক আচার, অবলার ধর্ম্মনাশরূপ পিশাচ-জনোচিত কার্য্যের প্রতি ভ্রমেও ভ্রূক্ষেপ করে না, ব্যভিচারের ভয়ানক স্রোত যে তথায় উত্তাল তরঙ্গে প্রবাহিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ইহাই বরং বিস্ময় কর যে, সেখানে এখনও এমন অনেক পবিত্রহৃদয়া কুলনারী আছেন, যাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত সমালোচন করিলে ঘোরপাপীরও একবার চৈতন্য হয়। উপহাস রসিকেরাও ক্ষণকালের জন্য গম্ভীর ভাব ধারণ করে।

স্বভাবদুর্ব্বলা অবলা জাতির ত কথাই নাই, সমাজের পুরুষসঙ্খ্যার অধিকাংশও কতিপয় প্রধান ব্যক্তিরই মত এবং আচরণের অনুকরণ করে; স্রোতোনিঃক্ষিপ্ত তৃণখণ্ডের ন্যায় প্রধানদিগের মততরঙ্গেই ভাসমান হয়। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রগাঢ় পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, প্যারীশ এবং তাদৃশ আর কতিপয় স্থানের আচারকলঙ্ক যে, মনুষ্যসমাজকে লজ্জায় মলিন করে, জনসাধারণের অসাধু-প্রবৃত্তির প্রবলতা অথবা আর কিছুই তাহার কারণ নহে। উহা তত্তৎস্থানীয় প্রধান পুরুষদিগেরই কুৎসিত দৃষ্টান্তের ফল। চতুর্থ জর্জের শাসন সময়ে, ইংলণ্ডের রাজধানী কিরূপ জঘন্য এবং লজ্জাকর ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহাও আমরা অবগত আছি। ইংণ্ডের বর্ত্তমানা অধীশ্বরীর স্ফটিক-তুল্য পবিত্র জীবন, লণ্ডনের সমুদয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের উপর, এইক্ষণ কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাও আমরা দেখিতেছি। সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা সদাচার পরায়ণ না হইলে সমাজমুখ কখনই বিশুদ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে না। নারীজাতি নির্ম্মুক্ত অবস্থাতেই অবস্থান করুক, অথবা ভূগর্ভেই লুক্কায়িত থাকুক, যে সমস্ত প্রধান ব্যক্তিদি-গের দৃষ্টান্তের উপর সমাজের সমুদয় শুভাশুভ নির্ভর করে, তাঁহারা যদি কলঙ্কিত জীবন যাপন করেন, সমাজও নিঃসং-শয়ই কলঙ্কিত রহিবে। নারীজাতি অনেক স্থলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিয়াও দেবজীবন যাপন করিতেছে, অনেক স্থলে অপরাধীর ন্যায় কারারুদ্ধ এবং দিবানিশি পরিরক্ষিত হইয়াও পাপের দুর্গন্ধ কর্দ্দমে নিমজ্জিত রহিয়াছে।

ধর্ম্মের সহিত স্বাধীনতার বস্তুতই কোন বিরোধ নাই। যথার্থ স্বাধীনতা ধর্ম্মের নামান্তর মাত্র। স্বাধীনতার সহিত স্বেচ্ছাচারিতার যে কিছুই সৌসাদৃশ্য নাই, ইহা আমরা প্রথমেই স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং আমরা সমুদয় নারীজাতিকে ভূয়োভূয়ঃ বলিতেছি, তাঁহারা যেন কখনই স্বাধীনতার সুধাময় নামে প্রতারিত হইয়া, স্বেচ্ছাচারিতারূপ দারুণ বিষপানে নিজ নিজ সর্ব্বনাশ সংঘটন না করেন। যদি স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিদিগকেই আমরা স্বাধীন বলিয়া সম্মান করি তবে ব্যভিচারের গরলকেও প্রেমের অমৃত বলিয়া আদর করা উচিত। মানবপ্রকৃতি, সুরাসুর উভয়েরই বাসস্থান। দেবতা এবং পিশাচ উভয়ই নরদেহে বাস করে। আমরা, ভক্তির তরঙ্গে ভাসমান হইয়া, এক সময়ে যাঁহার চরণধূলি স্পর্শ করিতে পারিলেও আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করি, হয়ত পিশাচ প্রবৃত্তির প্রবলতা নিবন্ধন, সেই ব্যক্তিই সময়ান্তরে এমন জঘন্য ভাব ধারণ করে যে, সূর্য্য চন্দ্রকেও তাহার পরমশত্রু বলিয়া প্রতীতি হয়; দর্পণ সন্নিধানে উপস্থিত হইতেও তাহার আত্মা সাহসী হয় না। একই মনুষ্যের জীবনের এই দুই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যতদূর প্রভেদ, স্বাধীনতার সহিত স্বেচ্ছাচারিতারও ঠিক্ ততদূর প্রভেদ। মনুষ্য যখন স্বকীয় প্রকৃতির দেবভাবের অধীন হইয়া, পৃথিবীতে ঠিক একটী মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান হয়, অন্তরে বাহিরে এক পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করে না, আপনার দেহমনের উপর, জগতের কোন ব্যক্তিকেই অনুচিত আধিপত্য সংস্থাপন করিতে অধিকার দেয় না, তখনই

তাহাকে যথার্থ স্বাধীন বলিয়া অভিবাদন করা সঙ্গত হয়। মনুষ্য, পাপের স্রোতে ভাসমান হইয়া, পাপেই অবশেষে নিমজ্জিত হইলে, তাহাকে স্বাধীন বলা দূরে থাকুক, পাপ-নিশাচরের ক্রীতদাস না বলিয়া, স্বেচ্ছাচারী নাম দেওয়াই তাহার প্রচুর সম্মান।

এইক্ষণে স্বভাবতই অন্তঃকরণে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, যখন আমরা নিঃসংশয় রূপে বুঝিতে পারিলাম যে, স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা কোন প্রকারেই এক বস্তু নহে, যখন ইহা বিলক্ষণ রূপে আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইল যে, স্বাধীনতা মনুষ্যত্ব লাভের অদ্বিতীয় সোপান, স্বেচ্ছাচারিতা নিরয়নিলয়ের সুপ্রশস্ত পথ, তখন সমাজের দুর্নীতি দোষে, এবং কুশিক্ষা, কুসংসর্গ ও কুদৃষ্টান্তের দুর্জ্জেয় শক্তিতে, স্বাধীনতা কোন কোন স্থলে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয় বলিয়া, নারীজাতির স্বাধীনতা বিনাশ করা কি কখনও ন্যায়সম্মত হইতে পারে? জগতে কোন্ বস্তুর না অপব্যবহার হয়? কিন্তু অপব্যবহার সম্ভবপর বলিয়া কি আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতেও বিরত থাকি?

জ্ঞানের স্বর্গীয় আলোক লাভ করিয়া, কীটসদৃশ মনুষ্য, প্রকৃতির সকল তত্ত্বই অবগত হয়; জ্ঞানাতীত পরমেশ্বরকেও জ্ঞাত হইবার জন্য হৃদয়ের সহিত চেষ্টা করে। জ্ঞানের প্রসাদে মানবজাতি, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে কত কোটি কোটি উপকার লাভ করিতেছে, তাহা চিন্তা করিতেও শক্তি হয় না। কিন্তু জ্ঞানের আবার কতরূপ ভয়ানক অপব্যবহার হইতেছে, তাহাও দর্শন কর। কোথায় জ্ঞান কেবল মানবজাতির হিতসাধ-

নেই চিরকাল ব্যাপৃত থাকিবে! কোথায় জ্ঞান মনুষ্যের প্রাণান্তক প্রপীড়নের জন্যও নিয়োজিত হয়! ঈশ্বরের জগৎ হইতে ঈশ্বরের নাম বিলোপ করিতেও উদ্যোগ করে! কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ জ্ঞানের এইরূপ অপব্যবহার হয় বলিয়া কি মনুষ্যজাতি বাক্যে, কিংবা কার্য্যে, ক্ষণ কালের জন্যও জ্ঞানের অবমাননা করিতে সাহসী হয়? জ্ঞান, কোন কোন সময়ে অসুরসদৃশ মনুষ্যের হস্তে নিপতিত হইয়া, পৃথিবীর সর্ব্বনাশকারি তরবারির ভাব ধারণ করে, এই কারণে কি আমরা উহার সর্ব্বজন পূজনীয় স্বাভাবিক গম্ভীর ভাব বিস্মৃত হইতে পারি?

প্রেমের মধুময় নাম উচ্চারণ করিলে, গাঢ়তপা যোগীও একবার নয়ন উন্মীলন করেন। কাব্যের রমণীয় উদ্যানে যত প্রকারের পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, সৌন্দর্য্য এবং সৌরভে তাহার কোনটি প্রেমের সম্মুখীন হইতে পারে না। সাধকের মুখে শুনিতে পাই, ঈশ্বর স্বয়ংই নাকি প্রেমস্বরূপ! কিন্তু হায়! মানবজগতে সময়ে সময়ে প্রেমের যেরূপ দারুণ দুর্গতি হয়, তাহা পাঠ করিবার সময় কে অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারে? কাহার হৃদয় না দুঃখে একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যায়? যখন আমরা মনুষ্যকে প্রেমের পবিত্র নাম লইয়া সতীর ধর্ম্মনাশ করিতে অবলোকন করি, অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় অকলঙ্ক হৃদয়া কুলবালার সর্ব্বনাশ করিতে প্রত্যক্ষ করি, তখন কি আমরা ভূপতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন না করিয়া কোনমতেও নিবৃত্ত থাকিতে পারি? কিন্তু প্রেমের এইরূপ নির্লজ্জ অপব্যবহার হয় বলিয়া কি মনুষ্য প্রেমের পূজা করিতে নিবৃত্ত হইয়াছে?

মনুষ্য কি প্রেমহীন জগতে ক্ষণকালের জন্যও অবস্থান করিতে পারে?

ভূলোক দ্যুলোক সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের সিংহাসন সংস্থাপিত রহিয়াছে। ধর্ম্মই ত্রিভুবনের অধিস্বামী। "ধর্ম্মের পর আর নাই"। ধর্ম্মের শাসনের উপরই সমুদয় জগতের শুভ সম্পদ অবস্থান করে। ধর্ম্মের সোপান অবলম্বন করিয়াই মনুষ্য দেবলোকে আরোহণ করে, ঈশ্বরের স্নেহময় ক্রোড় প্রাপ্ত হয়। গোশৃঙ্গের উপর সর্ষপ যতক্ষণ না অবস্থান করিতে পারে, ধর্ম্মের আলোক যদি সংসার হইতে ততক্ষণের জন্যও অপসারিত হয়, পৃথিবী একবারে হাহাকার রবে পূর্ণ হইয়া যায়। এ দিকে ইতিহাস শাস্ত্র শতমুখে সাক্ষ্য দিতেছেন যে, সংসারে ধর্ম্মের যেরূপ অবমাননা এবং অপব্যবহার হইয়াছে, নিতান্ত নিকৃষ্ট পদার্থেরও তদনুরূপ হয় নাই। ধর্ম্মের ধ্বজা উত্তোলন করিয়া মনুষ্য কোটি কোটি মনুষ্যের শোণিত পান করিয়াছে। যত প্রকারের উৎপীড়ন অত্যাচার, যত প্রকারের আসুরিক এবং পৈশাচিক পাপ, মনুষ্যের পাপবুদ্ধি কল্পনা করিতে পারে, সমুদয়ই ধর্ম্মের নামে, বিশ্বাসের দোহাই দিয়া সংসাধিত হইয়াছে। এমন কুকার্য্য নাই, ধর্ম্ম যাহার সহায় না হইয়াছেন; নরকগর্ভে এমন কোন জঘন্য বস্তু নাই, যাহা ধর্ম্মের নাম লইয়া মনুষ্যজাতি সেবা না করিয়াছে। কিন্তু অজ্ঞান, কুসংস্কার এবং মনুষ্যের দুর্ব্বলতানিবন্ধন, ধর্ম্মের এইরূপ অপব্যবহার হয় বলিয়া কি মনুষ্যজাতি ধর্ম্মের চরণ সেবা করিতে বিরত হয়? ঘোরপাপীও কি অন্তরের সহিত বলিতে পারে যে, পৃথিবীতে ধর্ম্মের একেবারে বিলোপ হউক?

মানবসমাজ, জ্ঞান ও ধর্ম্মের পবিত্র আলোকে, যত দিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আলোকিত না হইবে; সামাজিক পাপের বিকটদৃশ্য কুৎসিত কলেবর, যত দিন পর্য্যন্ত মান মর্য্যাদা, সুখসভ্যতা, এবং কাল্পনিক প্রফুল্লতার কপট আবরণে আচ্ছাদিত থাকিবে; যত দিন পর্য্যন্ত না সমাজের সমুদয় নরনারীর অন্তঃকরণে এই অমোঘ সত্যে ধ্রুব বিশ্বাস হইবে যে, মনুষ্যপ্রকৃতির যত কিছু আভরণ এবং যত কিছু বৈভব কল্পিত হইতে পারে, পবিত্রতাই তাহার সমুদয়ের প্রধান; পবিত্রতার সহিত বিচ্ছেদ হইলে সৌন্দর্য্যও কুৎসিত এবং শান্তিও অশান্তির শেষ; আমরা হৃদয়ের সহিত বলিতেছি, পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বরের অব্যর্থ নিয়মানুসারে মানব সমাজ যত দিন পর্য্যন্ত সেই চিরারাধ্য সত্যযুগের সুদৃশ্য মূর্ত্তিধারণ না করিবে, সংসারে তত দিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের স্বাধীনতার ঘোরতর অপব্যবহার হইবেই হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু অপব্যবহার হইবে বলিয়াই যদি নারীজাতির স্বাধীনতা অপহরণ করা সাধুসম্মত হয়, তবে কি জ্ঞান, প্রেম এবং ধর্ম্মকেও সংসারের চতুঃসীমা হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত হয় না? চক্ষু কখন কখন কুপথগামী হয় বলিয়া কি কেহ উহাকে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছে? অগ্নি কোন কোন সময়ে ত্রিভুবনগ্রাসিনী ভীষণ জিহ্বা প্রসারণ করিয়া লোকালয় দাহন করে বলিয়া কি মনুষ্য উহাকে একেবারে নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করে? জগতের প্রাণস্বরূপ সমীরণ, এক এক সময়ে প্রলয়মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, বিশ্বের ভয়ানক উপদ্রব করে বলিয়া কি মনুষ্য সময়ান্তরে উহার সুমন্দ হিল্লোল সেবন করিতে বিরত

থাকে ? জ্ঞান ও ধর্ম্মের সহিত বিচ্ছেদ হইলে এবং পবিত্রতার অবমাননা করিলে নারীর স্বাধীনতা অবশ্যই স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইবে। কিন্তু তন্নিমিত্ত তাহাদিগের স্বাধীনতার প্রতি-রোধ না করিয়া, স্বেচ্ছাচারিতার শাসন করাই, সমাজের ন্যায় সম্মত এবং জ্ঞানানুমোদিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

স্বাধীনতা, সমুদয় নরনারীর ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক সম্পদ। মনুষ্য, মনুষ্যের স্বাধীনতার দাতা হর্ত্তা নহে। যিনি সমুদয় নরনারীকে তৃণলতার ন্যায় অচেতন, অথবা পশুপক্ষীর ন্যায় অজ্ঞান করিয়া সৃষ্টি না করিয়া, জ্ঞানে ধর্ম্মে অধিকার দিয়াছেন এবং স্বাধীন করিয়াছেন ; স্বাধীনতার ফলাফল এবং শুভাশুভ পরিণাম তিনিই জানেন। পুরুষজাতি, অগ-ণিতসঙ্খ্য দুষ্কৃতের অনুষ্ঠান করিয়া, তাঁহার শান্তিনিকে-তন সুরম্য সংসারধামকে একেবারে বিশ্রী করিয়া ফেলি-তেছে, ইহা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ করিয়াও যখন তিনি তাহা-দিগকে স্বাধীনতাতে বঞ্চিত করেন না ; তখন নারীর স্বাধী-নতার ভাবী পরিণামবিষয়ে অমঙ্গলের আশংসা করা, এবং কপোলকল্পিত আশঙ্কার উপর নির্ভর করিয়াই নারী-জাতিকে স্বাধীনতায় বঞ্চিত করা, আমাদিগের পক্ষে নিশ্চ-য়ই ঔদ্ধত্য। ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদিগের জ্ঞান অপেক্ষা অসঙ্খ্যগুণে অসীম। ঈশ্বরের মঙ্গলাভিলাষের সহিত আমা-দিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার তুলনা করাও ভয়ানক পাপ। ঈশ্বর যখন নরনারীকে সমান স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, তখন পৃথিবী বিচূর্ণিত হইলেও, নারীজাতির স্বাধীনতার পরিণামে অমঙ্গল হইবে না। তাঁহার প্রতি আমাদিগের

বিশ্বাস করা উচিত। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহা যে পরিণামে অবশ্যই অমৃতফল প্রসব করিবে, এবিষয়ে যেন আমাদিগের অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্র সংশয়ও অবস্থান করিতে না পায়! আমরা কি পৃথিবীর কীট হইয়া এইক্ষণ অনন্ত ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করিব? তাঁহার অভিলাষের বিরোধী হইব? তাঁহার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইব? ঈশ্বর যাহাকে চক্ষু দান করিয়াছেন, আমরা কে, যে, তাহাকে বলিব, তোমার বিশ্বশোভা দর্শন করিবার প্রয়োজন নাই? ঈশ্বর যাহাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং সর্ব্বথা নির্ম্মুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যাহাকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, কি সাধ্য আমাদিগের যে আমরা তাহাকে আদেশ করিব, তুমি এই রেখা অতিক্রম করিয়া একপাদও গমন করিও না, আমার চরণ সেবাই তোমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম?

ঈশ্বর নর নারীর স্বাধীনতারই উপর ধর্ম্মের পবিত্র সিংহাসন সংস্থাপন করিয়াছেন। ইশ্বর করুন, যেন নর নারী সকলেই স্বাধীন হইয়া ধর্ম্মের সেবা করে। স্বাধীনতার বিনাশ হইলে মনুষ্যেরও মনুষ্যত্ব থাকে না এবং ধর্ম্মও আর ধর্ম্ম বলিয়া জগতের পূজা লাভ করিতে পারেন না। চেতনা-বিরহিত কাষ্ঠখণ্ডে অপবিত্রতার স্পর্শ পর্য্যন্তও সম্ভবে না, অথচ আমরা তাহাকে পবিত্র বলিয়া সম্মান করি না। বিশ্বের আনন্দপ্রস্রবণ চন্দ্রমা, মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম না করিয়া, মুহূর্ত্তের জন্যও স্বকীয় গতিপথ পরিত্যাগ না করিয়া, পৃথিবীকে প্রতিনিয়ত পরিবেষ্টন করিতেছে, অথচ আমরা তাহাকে কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া সমাদর করি না। পশুপক্ষীরা

ভ্রমেও ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করে না, ভ্রমেও প্রকৃতির অবমাননা করে না, অথচ তাহারা সংসারে ঈশ্বরের সেবক বলিয়া পরিগণিত নহে। কিন্তু মনুষ্য, ধূলিনির্ম্মিত পদার্থ হইয়াও, অসীমশক্তি পরমেশ্বরের আজ্ঞা অবহেলন করে, তথাচ আমরা তাহাকে ঈশ্বরের প্রিয়সন্তান বলিয়া অভিবাদন করি। স্বভাবলব্ধ-স্বাধীনতাই কি মনুষ্যের এই মহত্ত্বের কারণ নহে? অচিন্ত্যজ্ঞান পরমেশ্বর এই সামান্য জীবকে কেন এই অসামান্য বৈভব প্রদান করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু এ কথাতে আর অণুমাত্রও সংশয় রহিতে পারে না যে, স্বাধীনতা আছে বলিয়াই, মনুষ্য মানবনামের অধিকারী হইয়াছে; এবং স্বাধীনতা লাভ করিতে পাইলেই, নরনারী সেই অনন্তের সন্ততির ন্যায় যথার্থ মহত্ত্ব উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়।

সবল পুরুষের প্রপীড়নেও যেন দুর্ব্বল পুরুষদিগের স্বাধীনতা অপহৃত না হয়, এবং পুরুষজাতির নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা অথবা ভ্রান্তিমূলক কুসংস্কারও যেন আর নারীর স্বাধীনতার মূলে খড়্গাঘাত করিয়া সমাজমুখকে বিকৃত না করে; এই আমাদিগের হৃদয়ের প্রার্থনা। ঈশ্বর যাহা বিধান করিয়াছেন, প্রকৃতি যাহা উপদেশ করিতেছেন, তাহাই সংসারে প্রতিপালিত হউক। মনুষ্যের একটী নূতন ব্যবস্থা-শাস্ত্র সংঘটন করিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর নরনারীকে নিজ নিজ দেহ মন হৃদয়ের উপর সম্পূর্ণ স্বামিত্ব প্রদান করিয়াছেন; নরনারী, তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া, আপনাদিগের সেই দেবদুর্লভ অধিকার সাবধানতা এবং যত্নের সহিত উপভোগ করুক।

তাহাতেই জগতের কল্যাণ হইবে, তাহাতেই মানবসমাজ স্বনামের স্বার্থকতা লাভ করিবে। যেমন সুকুমারতনু শিশু-সকল, প্রথম পাদচারণা শিক্ষার সময় পুনঃপুনঃ পদস্খলন-যাতনা ভোগ করিয়া, অবশেষে মনুষ্যের ন্যায় স্বকীয় ইচ্ছা-নুসারে গতায়াত করিতে সমর্থ হয়; মানবসমাজও উন্নতির পথে বিচরণ করিবার সময়, অবশ্যই সেই রূপ পুনঃপুনঃ পতিত হইবে, পুনঃপুনঃ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীকে আর্ত্ত-নাদে পরিপূরিত করিবে। কিন্তু প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হইলে, পরিণামে যে উহার পূর্ণ মঙ্গল হইবে, তাহাতে কিছুই সন্দেহ নাই। পরিণামের মঙ্গলের জন্য স্বয়ং ঈশ্বর প্রতিভূ-স্বরূপ দণ্ডায়মান। স্বাধীনতা, সাধারণতঃ সমুদয় নারীজাতির পক্ষেই কতদূর শ্রেয়স্কর, তৎসম্বন্ধে আমরা আমাদিগের হৃদয়ের বিশ্বাস প্রকাশ করিলাম। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থানুসারে, কি প্রকারের এবং কি পরিমাণের স্বাধীনতা, ভারতবর্ষীয় কুলমহিলাগণের প্রকৃত উন্নতির অনু-কূল হইতে পারে, এইক্ষণ তাহাই আমাদিগের আলোচনার অবশিষ্ট রহিল।

এদেশীয় প্রাচীনদিগের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ সংস্কার আছে এবং অনেকেই এই বলিয়া কুলমানের অভিমান করেন যে, ভারতবর্ষীয় কুলনারীগণ পুরাকালে কখনও অন্তঃপুরের বহিঃপ্রকোষ্ঠে পাদচারণা করিতেন না; মনুষ্যের ত কথাই নাই, সূর্য্যচন্দ্রও তাঁহাদিগের মুখমাধুর্য্য সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইত না। আমরা তাঁহাদিগের এই সংস্কারটীকেও ভ্রমমুলক বলি, এই মানাভিমানকেও বৃথাভিমান বলিয়াই নির্দ্দেশ

করি। এই সংস্কারটীকে ভ্রমমূলক বলি, তাহার কারণ এই যে, যবন রাজাদিগের অধিকারের পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের কুলনারী-গণের যে যথোচিত স্বাধীনতা ছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই মানাভিমানকেও এই নিমিত্তই বৃথাভিমান বলি যে, যাহা কিছু অপ্রাকৃত তাহাই অসঙ্গত—তাহাই অসত্য। ভারতবর্ষ-নিবাসীরা, যদি তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, মর্য্যাদা, সাধুতা, এবং স্বাধীনতার অভিমান করিয়া, সেই সম্মানিত আর্য্যজাতির বিলোপগত কীর্ত্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করেন, কে তবে সাহস পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিন্দা করিতে পারে? কিন্তু যাহা প্রকৃতির চক্ষে সম্মানের কারণ নহে, যদি তাঁহারা তাহাই সম্মান বলিয়া মানিয়া লন, সংসারের নিকট তাঁহারা কখনই তবে সহানুভূতি পাইতে পারিবেন না। চীনদেশীয় অর্দ্ধশিক্ষিত, অর্দ্ধসভ্য সম্রাটগণ যে আপনাদিগকে দেবাংশ-সম্ভূত জ্ঞান করিয়া, পৃথিবীর অপরাপর সমুদয় দেশকেই অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন এবং অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করেন; য়িহুদী-সন্তানেরা যে এইক্ষণও আপনাদিগকে ঈশ্বরের বিশেষ অনু-গৃহীত জাতি মনে করিয়া, আপনাদিগের নানাবিধ কুৎসিত আচারকেও দেবাচার বলিয়া প্রশংসা করে, এবং অপরাপর সমুদয় মনুষ্যজাতিকেই অস্পৃশ্য পাষণ্ড, এবং তাহাদিগের নানাবিধ সদাচারকেও পাপাচার বলিয়াই অবজ্ঞা করে, ইহা কি কখনও প্রাকৃত এবং সঙ্গত রূপে গৃহীত হইতে পারে?

ভারতবর্ষনিবাসীরা, অনেক কাল অবধি নিতান্ত নীচ-জনের ন্যায় পরের চরণ লেহন করিয়া আসিতেছেন বলিয়াই

এইরূপ পরাধীনতাকে তাঁহারা তাঁহাদিগের কণ্ঠহার জ্ঞান করেন এবং নারীর স্বাধীনতাতে কিছুই সম্মান সৌন্দর্য্য অবলোকন না করিয়া, প্রত্যুত উহাকে অপমান বলিয়াই বিবেচনা করেন। কিন্তু যে সময়ে, এই ভারতবর্ষ, রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজকুলতিলকগণের অশ্রুতপূর্ব্ব অলোকসাধরণ রাজমহিমায় মহিমান্বিত ছিল, যে সময়ে, ভীষ্মসদৃশ মহা-সত্ত্বদিগের বীর্যবিক্রমে ভারতবর্ষের সগর্ব আহ্লাদের সীমা ছিল না; সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই যে সময়ে হিন্দুসন্তানগণের প্রধান অভিমান ছিল এবং যে সময়ের হিন্দুসন্তানগণ, সমরা-ঙ্গনে উপস্থিত হইয়া, মৃত্যুকেও বরং আলিঙ্গন করিত, তথাচ পৃষ্ঠ প্রদর্শনরূপ জীবন্ত মৃত্যুর বিষজ্বালা সহ্য করিতে সম্মত হইত না; কুলনারীর স্বাধীনতা বিষয়ে এই দেশের সেই সময়ের অধিবাসীদিগের মনের সংস্কার সম্পূর্ণ রূপে অন্য-প্রকার ছিল। তখন রাজমহিষীরা, নিতান্ত তরুণবয়সেও স্বামীর সমভিব্যাহারিণী হইয়া, অকুণ্ঠিত হৃদয়ে রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছেন, রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন, অমাত্য এবং পৌরবর্গের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন, তাপসদিগের আশ্রমপদে ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং অন্যান্য অশেষ প্রকারের স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছেন। লোকে তাঁহা-দিগের চরিত্রে বিন্দুমাত্রও দোষ দর্শন করে নাই। সলজ্জ-নয়না কুমারীরা, স্বয়ংবর সভায় অনাবৃত বদনে উপস্থিত হইয়া, পরিণয়-প্রার্থী তরুণদিগের পরিচয় শ্রবণ করিতেন এবং স্বাধীন ইচ্ছানুসারে স্বকীয় মনোনীত পাত্রে বরমাল্য প্রদান করিয়া আনন্দে নিমজ্জিত হইতেন; কেহই তাঁহাদিগের

তাদৃশ আচরণকে কুলমানের গ্লানিকর মনে করিত না। অতিথি সমাগত হইলেন, গৃহস্বামী কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন, গৃহিণীই বহির্গত হইয়া তাঁহাকে সাদরসম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিলেন ; এই প্রকারের শিষ্টসম্মত ব্যবহার কাহারও অন্তঃকরণে নির্লজ্জ ব্যবহার বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু হায়! ভারতবর্ষের পুরবধূগণ, এইক্ষণ নিশার অন্ধকারের সমাগমের পূর্ব্বে, আপনাদিগের চিরদিনের সুহৃৎ, চিরসম্বল, প্রাণাধিক প্রিয়স্বামীর সম্ভাষণ করিলেও, নির্লজ্জ বলিয়া ঘৃণিত হয় ; স্বামীর অনুজ এবং অগ্রজপ্রভৃতি পৌরজনদিগের ত কথাই নাই, শ্বশুর অথবা শ্বশ্রূমাতার সহিতও ইহারা এইক্ষণ সমাজভয়ে হৃদয়ের সহিত কথোপকথন করিতে সাহসী হয় না। দুঃখ এই, সেই আর্য্যজাতির বংশধরেরা ইহাই আবার তাঁহাদিগের মানমর্য্যাদা বিবেচনা করেন। তাঁহারা যবন রাজাদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে পুরনারীগণের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে অশক্ত ছিলেন বলিয়াই যে তাঁহাদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ভ্রমেও ইহা তাঁহাদিগের স্মরণ পথারূঢ় হয় না।

ভারতবর্ষের সেই পুরাতন সৌভাগ্য-সূর্য্য কত দিনে পুনরুত্থান করিবে, কত দিনে ভারত-সন্ততিগণ, তাহাদিগের বর্ত্তমান নির্ব্বীর্য্য কাপুরুষতা পরিত্যাগ করিয়া, পত্নী, ভগিনী এবং দুহিতাদিগের নারীজনোচিত মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? ভবিষ্যদ্‌বাণী উচ্চারণ করা কাহার সাধ্য? এবং ভারতবর্ষের সেই স্বাধীন দিন যাবৎ না পুনর্ব্বার উপস্থিত হয়, তাবৎ কোন্ স্নেহশীল

পিতা, কোন্ সহৃদয় স্বামী, কুলের কন্যা এবং কুলের বধূকে সমাজের বহিরঙ্গণে আনয়ন করিতে সাহসী হইবেন? সম্মানের নিমিত্তই স্বাধীনতা। যদি নারীর সম্মান রক্ষারই সম্ভাবনা না রহিল, তবে বিড়ম্বিত স্বাধীনতা লাভ করিয়া অবমানিত হইবার স্বার্থকতা কি? কিন্তু সেই সুখসম্ভ্রমের দিন বহুদূরে রহিয়াছে বলিয়া কি পুরনারীগণ নিজনিবাসেও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে অধিকারী হইবে না?

ইহা একটী পরীক্ষিত সত্য যে, সমাজের আচারনীতি কোথায়ও কোন সময়ে দিবসত্রয়ে পরিবর্ত্তিত হয় না। নারীর স্বাধীনতা বিষয়ক যে সকল ভয়ানক কুসংস্কার, পরাধিকারের প্রপীড়ন এবং যবন রাজাদিগের অনুকরণ প্রভৃতি নানাবিধ খেদজনন কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া, এদেশীয়দিগের অন্তঃকরণের উপর সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ আধিপত্য করিতেছে, এক দিনে কিংবা একবৎসরেই তাহার মূলোৎপাটিত হইবে; এদেশের কুলবধূগণ লজ্জাহীনতারূপ অসহনীয় অপবাদ সহ্য করিয়া এইক্ষণই সমুদয় আত্মীয় স্বজনের নিকট নির্ম্মুক্ত ভাবে উপস্থিত হইবে, আমরা এরূপ অসঙ্গত আশা করিয়া অন্তঃকরণকে ক্লেশ দিতে অভিলাষ করি না। কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমরা আমাদিগের পুরবধূদিগকে অন্তঃপুরের সংরক্ষিত নিবাসেও নির্ম্মুক্ততা প্রদান করিতে বিরত থাকিব? ইহারা কি স্বকীয় ভবনেও স্বাধীনতা উপভোগ করিতে অধিকারী হইবে না? শ্বশুর শ্বশ্রূমাতা, সাক্ষাৎ জনক জননী। স্বামীর পূজনীয় অগ্রজ জ্যেষ্ঠ সহোদর অপেক্ষাও বধূদিগের অধিক হিতাভিলাষী এবং স্নেহকারী সুহৃৎ।

দেবরগণ স্বকীয় অনুজদিগের ন্যায় স্নেহাস্পদ; এবং সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতায়, জ্যেষ্ঠা কিংবা কনিষ্ঠা ননন্দার সহিত সহোদরার কিছুই প্রভেদ নাই। কন্যাগণ জনকনিলয়ে যে ভাবে অবস্থান করে বধূগণ কি তাহাদিগের মানাপমানের চিরভাগী সুখ দুঃখের চিরসঙ্গী, ঈদৃশ পরমবান্ধবদিগের সন্নিধানেও ঠিক সেই ভাবে অবস্থান করিতে পাইবে না? পতিকুলের পরম শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদিগের চক্ষুকেও যদি ইহাদিগের বিশ্বাস করা অসঙ্গত হয়, তবে কি একেবারে মাতা বসুন্ধরার গর্ভে প্রবেশ করাই ইহাদিগের উচিত নহে?

কুসংস্কার তুমিই ধন্য! ধন্য তোমার মহিমা! এইক্ষণে বুঝিলাম, তুমিই মানবসমাজের একমাত্র অধিপতি! মনুষ্যের বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, অপমান, আচার, ধর্ম্ম, সমুদয়ই তোমার ক্রীত দাস। কুলবধূগণ, লূতাতন্তু-সদৃশ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া, লোকসমক্ষে উপস্থিত হইতেছে, তাহাও তুমি সহ্য করিতে পার; তাহারা নিতান্ত অশ্লীল নৃত্যগীত স্থলে উপস্থিত থাকিলেও তোমার চক্ষু ব্যাহত হয় না; তাহারা আরও অশেষ প্রকারের নির্লজ্জ ব্যবহার করিলেও তুমি ক্রুদ্ধ কিংবা বিরক্ত হও না; কিন্তু যদি তাহারা, মুখাবরণ বিমোচন করিয়া, পরিজনদিগের সহিত প্রফুল্লহৃদয়ে কথোপকথন করে, আত্মীয় স্বজনের সহিত কোন সাধুভাবপূর্ণ সরস্ গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, কিংবা ঈশ্বরের আরাধনাতে যোগ দেয়; অথবা যাহার সহিত পবিত্রপ্রীতির দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে চিরদিনের জন্য বদ্ধ হইয়াছিল, একমাত্র যাহাকে লইয়াই জীবনসাগর সন্তরণ করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছিল, যদি

তাহারা তাঁহাদিগের সেই হৃদয়াধিক বন্ধুর মৃত্যুশয্যার নিকট ও গুরুজনদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া সহধর্ম্মিণীর শেষ কার্য্য করিতে সাহসী হয়, তবে আর তোমার বীরবিক্রমের সীমা থাকে না। তখন তুমি ভয়ানক চীৎকার করিয়া একেবারে দশ দিক নিনাদিত কর। এই রূপ নির্লজ্জ লজ্জা তুমিই অনুমোদন করিতে পার। কিন্তু প্রকৃতির নিকট উহা সহনীয় নহে।

অধুনাতন সুশিক্ষিত তরুণগণ পুরবধূদিগের শিক্ষার নিমিত্ত ব্যাকুল রহিয়াছেন। কিন্তু অন্তঃপুরের বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তিত না হইলে কি কখনই তাঁহাদিগের আশা সফল হইবে? শিক্ষাগত উন্নতির অর্দ্ধেক ভাগই উন্নতমনা ব্যক্তিদিগের সহিত নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ এবং হিতকর প্রসঙ্গে কথোপকথনের উপর নির্ভর করে। যাহারা লোকসন্নিধানে স্বামীর সহিত কথোপকথন করিলেও প্রগল্‌ভা বলিয়া ঘৃণিত হয়, কেবল গ্রন্থ পত্রের উপর নয়নাবর্ত্তন করিয়াই কি তাহারা হৃদয় মনের প্রশস্ততা সাধন করিতে সমর্থ হইবে? অধ্যাত্ম উন্নতি কি এতই সুলভ পদার্থ যে, ইচ্ছা করিলাম আর অমনিই উহা হস্তগত হইল; গুরুজনের উপদেশ, সাধুর সাহচর্য্য, পর্য্যালোচনা, পর্য্যবেক্ষণ, কিছুরই প্রয়োজন নাই?

কিন্তু পরিশেষ স্থলে আমরা সাবধানতার অনুরোধে এ কথাও বলিতেছি যে, কুলবধূদিগের স্বাধীনতা যেন আবার বিষম পরাধীনতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ না করে। ইদানীন্তন সময়ের অনেক ব্যক্তি দেশহিতৈষিতার পরিচয় প্রদানের জন্য ব্যাকুল হইয়া, অন্তঃপুরনিবাসিনীদিগকে তাহাদিগের ইচ্ছার বিরু-

ন্ধেও অপরিচিত লোকদিগের সন্নিধানে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাদিগকে তাহাদিগের হৃদয়ের নিতান্ত অসহনীয় নানাবিধ কার্য্যেও প্রবর্ত্তিত হইতে অনুরোধ করেন। ঈদৃশ আচরণ যে কতদূর অসামাজিক অশিষ্ট, এবং নিষ্ঠুর, তাহা আমরা বাক্য দ্বারা নির্ব্বচন করিতে সমর্থ নহি। আমরা কি এইক্ষণে এক কুসংস্কারের অধিকার পরিত্যাগ করিয়া আর এক কুসংস্কারের আনুগত্য স্বীকার করিব? আমাদিগের সকলেরই ইহাতে বিশ্বাস করা উচিত যে, বিশুদ্ধ লজ্জা অপেক্ষা কুলনারীর প্রিয়তর আভরণ আর কিছুই নাই। কুল-নারীগণ নিজ নিজ হৃদয়ে যে কার্য্যকে নির্লজ্জ বলিয়া অবজ্ঞা করে, অনুরোধ অথবা শাসন দ্বারা তাহাদিগকে তাদৃশ কার্য্যে প্ররোচিত কিংবা প্রবর্ত্তিত করা, নিশ্চয়ই নিতান্ত লজ্জাকর। তাহাদিগের প্রকৃতির উপরে অনুচিত প্রভুত্ব করিতে আমা-দিগের বিন্দুমাত্রও অধিকার নাই। হৃদয় এবং বিবেকের অনু-মোদিত জীবনই স্বাধীন জীবন। যে জীবন সম্পূর্ণ রূপেই পরের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয়, তাহাতে স্বাধীনতার বাহ্য লক্ষণ অবলোকন করিয়াই, তাহাকে স্বাধীন জীবন বলা ভয়া-নক ভ্রম। পুরবধূদিগকে, ন্যায় এবং ধর্ম্মের প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া, প্রগাঢ় এবং প্রসারিত শিক্ষা প্রদান কর; সামাজিক রীতি নীতি বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দাও; তাহাদিগের বুদ্ধি, বিবেক এবং মানসিক অপরাপর শক্তি যাহাতে সুন্দর রূপে বিকসিত হইতে পারে, তৎপক্ষে হৃদয়ের সহিত যত্নশীল হও; সমাজের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে কতদূর স্বাধীনতা তাহারা সম্মানের সহিত ভোগ করিতে পারে তাহারাই তাহার

বিচার করিবে। লজ্জা এবং সামাজিক স্বাধীনতার সহিত কি প্রকারে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে হয়, তাহারাই তাহা বুঝিতে পারিবে এবং তাদৃশ প্রকৃত স্বাধীনতাই তাহাদিগের সুখসমুন্নতি বিধান করিবে। অপ্রাকৃত স্বাধীনতা স্বাধীনতা নহে, স্বাধীনতার বিড়ম্বনা।

। ষ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নারীজাতির সামাজিক অবস্থান।

সত্যের সম্মোহিনী শক্তি সকলের হৃদয়কেই স্পর্শ করে। প্রকৃতির কমনীয় চিত্র অবলোকনে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়। আমরা নারীহৃদয়ের অলৌকিক এবং অননুকরণীয় কোমলতা গুণের যে সকল উদাহরণ পাঠকবর্গের সন্নিধানে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত করিয়াছি, তাহাতে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে অবশ্যই স্নেহ-রসের সঞ্চার হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মনুষ্যের হৃদয়, শত কুসংস্কারে জড়িত থাকিলেও, সৃষ্টির যথার্থ সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিগলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু হায়! নারীজাতি, মানবসমাজের প্রথমোৎপত্তি অবধি অদ্য পর্য্যন্ত, পৃথিবীর সকল স্থানেই যেরূপ অপ্রাকৃত এবং অসহনীয় দুরবস্থায় অবস্থান করিয়া আসিতেছে, ক্ষণমাত্রের জন্যও তৎপ্রতি নেত্রপাত করিলে, তাঁহাদিগের হৃদয় অবশ্যই আর্দ্র হইবে। আমরা পাঠকবর্গের নিকট নারীজাতির দুঃখ দুর্গতির এক দীর্ঘ কাহিনী উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু আমরা জগতের বাস্তব ঘটনা সকল অবলম্বন করিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু বলিব, যদি তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি পাষাণ দ্বারা গঠিত হইয়া না থাকে, যদি করুণার লেশমাত্রও

তাঁহাদিগের অন্তরে অবস্থান করে, তবে তাহাতেই তাঁহারা নিঃসংশয় বিগলিত হইবেন।

পৃথিবীর অতীত সমালোচনায় অবগত হওয়া যায় যে, মনুষ্যজাতি, সমাজের প্রাথমিক অবস্থায়, কেবল শক্তি এবং সামর্থ্যেরই পূজা করে। তখন গগনভেদী বজ্রনাদ, লোকালয়-বিপ্লাবক ঝঞ্ঝাবাত কি জলপ্লাবন, অথবা ভূকম্প কি অনলোগদ্দীরণ না হইলে, মনুষ্যের ঈশ্বরবুদ্ধিও জাগরিত হয় না। ভয়ই তখন মানব-হৃদয়ের অধিপতি থাকে। ভয় কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইলে, মনুষ্যের মস্তক তখন আর কিছুতেই কাহারও নিকট অবনত হয় না। যে সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, হৃদয়-নিহিত ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বিশেষ বিকাশ নিবন্ধন, সেই অন্ধকারের দিনেও ঈশ্বরকে এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়া জানিতে পান তাঁহারাও তাঁহাকে করুণার সিন্ধু এবং প্রীতির প্রস্রবণ বলিয়া পূজা করেন না। তিনি পূর্ণমঙ্গল এবং কাতর-শরণ, এজন্যে নয়; তিনি বিশ্বের একজন দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপান্বিত অসীমশক্তি শাসনকর্ত্তা; প্রকাণ্ডকলেবর মেঘ সকল তাঁহারই আজ্ঞা বহন করে, বজ্র তাঁহারই নিদেশ ক্রমে মানবশিরে নিপতিত হয়, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ মারীভয় প্রভৃতি মূর্ত্তিমন্ত অমঙ্গল সকল তাঁহারই করতলে অবস্থান করে, তিনি ইচ্ছা করিলে কটাক্ষেই ত্রিভুবন উৎসন্ন করিতে পারেন, যুদ্ধে জয় পরাজয় এবং ফলাফলও তাঁহারই উপর নির্ভর করে, অশেষ স্তুতি বন্দনা এবং বলিদানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত না রাখিলে জীবনেরও ভরসা নাই, এই নিমিত্তই তাহারা তখন তাঁহার শরণাপন্ন হয়।

সমাজের সেই অবস্থাতে. মনুষ্য মধ্যেও জ্ঞানগুণ ধর্ম্মানুরাগের বিচার হয়; যে সমধিক শক্তিমান্ এবং সামর্থ্যশালী, লোকে তাহারই তখন আদর এবং অভ্যর্থনা করে। যে স্বকীয় বাহুবলে তরুশির অবনত করিতে সমর্থ হয়, অক্লেশে হস্তিবেগ অবরোধ করে, ব্যাঘ্র মহিষকে সংগ্রামে পরাহত করে, মনুষ্যের হৃদয় বিদারণ এবং শোণিত পান করিতে মুহূর্ত্তের জন্যেও মুহ্যমান হয় না, এবং ক্রোধাগ্নিতেই অহর্নিশ প্রদীপ্ত থাকে. সেই তখন মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হয়। সমাজের প্রধান নির্ব্বাচন করিতে হইলেও মনুষ্যমণ্ডলী, তখন তাদৃশ ভীষণ পুরুষকেই প্রধানত্ব অথবা রাজত্ব প্রদান করে।

এইরূপে মনুষ্যের পশু-শক্তিই যখন মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিচায়ক থাকে, একমাত্র বাহুবল দৃপ্ত দৈত্যতুল্য ব্যক্তিই যখন সংসারের পূজা লাভ করে, ঈদৃশ অসভ্য বর্ব্বর জীবনই যখন মানবজীবনের আদর্শ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, শারীর সামর্থ্যহীনা অবলা জাতি মানব-সমাজে তখন কিরূপ ভয়ঙ্কর দুর্গতিতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। মনুষ্য তাহাদিগকে তখন যথেচ্ছরূপে পদতলে নিষ্পেষণ করে। পুরুষের জঘন্য বৃত্তিচয়ের অতি জঘন্য প্রকারের সেবা ব্যতীত আর কোন কার্য্যেই নারীজাতি সেই সময়ে. অধিকার প্রাপ্ত হয় না। মাতা, দশ মাস গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, পুত্র প্রসব করেন। ক্রোধোন্মত্ত পুত্র, তাঁহার কেশ আকর্ষণ করিতে, অথবা তাঁহার বক্ষঃস্থলে পিশাচবৎ পদাঘাত করিতে, ক্ষণমাত্রও চিন্তা করে না। স্ত্রী-পুরুষ

সম্বন্ধ তখন নির্দ্দিষ্ট কিংবা ধর্ম্মানুশিষ্ট থাকে না। বলবান্, যে নারীর প্রতি নেত্রপাত করে, তাহাকেই হস্তায়ত্ত করে। কে তাহার প্রতিবন্ধকতা করে? উন্মত্ত বরাহের আঁরক্ত চক্ষু এবং ভীষণ দন্ত অবলোকনে কাহার হৃদয় না ভয়ে বিকম্পিত হয়?

করুণার্দ্র চিত্ত ব্যক্তি মাত্রই আমাদিগের এ সমস্ত উক্তিতে অত্যুক্তির সম্ভাবনা করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ইহার একটী কথাও অমূলক বা অপ্রামাণিক নহে। পুরাতন ইতিবৃত্ত ইহার একটী কথাতেও আমাদিগকে অবিশ্বাস করিতে দেয় না। প্রাচীন সময়ের ইতিহাস সমালোচনায় নিঃসংশয় প্রতীতি হয় যে, নারীজাতি তখন সর্ব্বত্রই গো মহিষ মেষ অশ্বের ন্যায় পশুসম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইত। কোন দেশেই মনুষ্যের মান লইয়া অবস্থান করিতে পারিত না। বলবান্ প্রতিবেশীরা, দুর্ব্বলতর প্রতিবেশীদিগের দেশবিলুণ্ঠনের সময়, তাহাদিগের পত্নী এবং দুহিতা প্রভৃতিকেই সর্ব্বাগ্রে হস্তায়ত্ত করিতে চেষ্টা করিত এবং বৈরনির্যাতনের বাসনাও প্রায়শঃ শত্রুপক্ষীয় অবলাগণের অবমাননা দ্বারা সন্তৃপ্ত হইত।

রোম নগরের আদি সংস্থাপকেরা তাহাদিগের প্রতিবেশী সেবাইনদিগের ভার্য্যা এবং কন্যাগণকে বিলুণ্ঠন করিয়া আনয়ন করে। ধূর্ত্তপ্রকৃতি ফিনিশীয়ানেরা গ্রীসদেশীয় অবলাদিগকে সচরাচরই সমুদ্রের তীর হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইত। নারীর নয়নরঞ্জন নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিত এবং বিমুগ্ধ-প্রকৃতি কুমারীগণ যখনই

তাহাতে সমাকৃষ্ট হইয়া উহাদিগের নিকট আসিত, সুযোগ পাইলে, উহারা তখনই তাহাদিগকে লইয়া দেশান্তরে পলায়ন করিত। গ্রীসনিবাসীরাও যে সেই কন্যাপহারক পামরদিগকে শাসন করিয়াই প্রতিহিংসাবৃত্তির পরিতৃপ্তি করিত এমন নহে। তাহারাও ফিনিশীয় কুমারীদিগকে কৌশলে কিংবা বাহুবলে অপহরণ করিত, এবং অবলার লাঞ্ছনা করিয়াই আপনাদিগের নির্ভীকতার পরিচয় দিত। লেমনস দ্বীপের পুরাতন অধিবাসীরা এথেন নগরের কতকগুলি তরুণীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া, এরূপ পিশাচের ন্যায় আচরণ করে যে, তাহা মনুষ্যজাতির কৃত কর্ম্ম বলিয়াই হৃদয় বিশ্বাস করিতে চায় না। এদিকে, এথেনিয়েরাও ঘোরতর নিষ্ঠুর ছিল। তাহারাও তাহাদিগের শত্রু রাজ্যের অবলাদিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিত এবং কখন কখন তাহাদিগের সন্নিহিত কোন দ্বীপ কি নগরের সমুদয় পুরুষেরই শিরশ্ছেদ করিয়া সহায়হীন নারীদিগকে নিজাধিকারে লইয়া যাইত।

কন্যাসন্তানগণ সমাজের প্রথমাবস্থায় সর্ব্বত্রই বিক্রেয় বস্তু মধ্যে পরিগণিত ছিল। ধর্ম্মাভিমানী য়িহুদীরাও কন্যার মাংস বিক্রয় রূপ অসৎ আচরণ হইতে নির্ম্মুক্ত ছিল না। পুরাতন বাইবলের স্থানে স্থানে কন্যা ক্রয় বিক্রয়ের এত জঘন্য উদাহরণ বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, পাঠ করিতে অন্তঃকরণ ভয়ানক রূপে ব্যথিত হয়। য়িহুদীয় পিতারা, ঠিক অপরাপর অসভ্যদিগের ন্যায়, কন্যাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে নিজস্ব বিবেচনা করিয়া, যে কোন ব্যক্তির নিকট যে মূল্যে ইচ্ছা বিক্রয় করিত। হৃদয়ে লজ্জার লেশমাত্রও অনুভূত

হইত না। এমনও অনেক ঘটনা হইয়াছে যে, লোকে একটী মাত্র কুমারীকে ক্রয় করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর কতিপয় কুমারীকে উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ঐ ক্রয়ক্রীতা এবং উপহারপ্রাপ্তা সমুদয় কন্যা গুলিকেই স্বকীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অতিনিকৃষ্ট সেবায় সমান রূপে নিয়োজিত রাখিয়াছে।

পুরাতন সময়ের পৌত্তলিক আরবদিগের মধ্যেও নারীজাতির অশেষ দুর্গতি ছিল। তাহাদিগের মধ্যে প্রায় সকল ব্যক্তিই, আটটী কি দশটী তরুণীকে, পালিত পশুর ন্যায় ভোগ্যভাবে স্বায়ত্ত রাখিত; যখনই ইচ্ছা হইত, অম্লান বদনে তাহাদিগকে অপরের নিকট বিক্রয় করিত। হায়! স্মরণেও চিত্ত কলঙ্কিত হয়, স্বকীয় ভোগদাসীকে পরোপভোগ্যা নারীর সহিত বিনিময় করাও সেই অমানুষ নৃশংসদিগের মধ্যে নিতান্ত বিরল ছিল না। মনুষ্য, উত্তরাধিকারের নিয়মানুসারে, যেমন পূর্ব্বাধিকারীর ধনধান্যের অধিকারী হয়, পুরাতন আরবেরা ঠিক সেই রূপে তাহাদিগের সম্পর্কীয় মৃত বান্ধবগণের সংরক্ষিত ভার্য্যাগণকে আপনাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইত। ইচ্ছা হইলে তাহাদিগকে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়সেবায় নিয়োজিত করিত; নচেৎ পরিচিত কিংবা অপরিচিত, যে কোন ব্যক্তি অধিক অর্থ দিতে প্রস্তুত হইত, তাহার নিকটই তাহাদিগকে বিক্রয় করিত।

প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতে উদাহরণ সঙ্কলন করার অধিক আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। যাহা গত হইয়াছে, তাহা গতই হইয়াছে। কেবল নারীজাতির দুর্গতি কেন, লোকমাতা ধরিত্রী

কত পাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে। কিন্তু যে সকল দেশ এখনও মূর্খতা এবং অসভ্যতার তিমির-জালে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, পৃথিবীর যে সকল স্থলে এখনও কেবল মনুষ্যের পশু-শক্তিরই পূজা হয়, তত্তৎস্থানীয় দুর্ভাগিনী অবলাদিগের ক্লেশ যন্ত্রণা দর্শনে, নিতান্ত শুষ্কহৃদয় পরিব্রাজকগণও অশ্রুবারি বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন না। অষ্ট্রেলিয়ার কন্যা সন্ততিগণ, জন্মলাভের দিবস কতিপয় পরেই, পরার্থ উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে এবং যদি তাহাদিগের বাল্যদশাতেই তাহাদিগের ভাবি পরিণেতার পরলোক গমন হয়, তবে তাহার উত্তরাধিকারীরা তাহাদিগের উপর স্বত্ব স্বামিত্ব প্রাপ্ত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার কুমারীগণের পক্ষে রূপ যৌবন সম্পন্ন হওয়া, অশেষ অনির্ব্বচনীয় লাঞ্ছনার কারণ হইয়া উঠে। রূপলাবণ্যবতী কুমারীরা তথায় প্রায়-শই বলাপহৃতা হয় এবং তাহারা অপহারকদিগের অভি-লাষের অণুমাত্রও প্রতিরোধ করিলে, সেই করুণা-শূন্য দুরা-চারেরা, তাহাদের উরুদেশ কি জঙ্ঘাস্থল তীক্ষ্ণফলক লৌহ-শলাকায় বিদ্ধ করিয়া দেয়। তথাকার অনেক তরুণী, শুদ্ধ সুন্দরী হওয়ারই অপরাধে, এক দস্যুর হস্ত হইতে আর এক দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া, স্বকীয় জনকনিলয় হইতে, ক্রমে ক্রমে শতযোজন হইতেও অধিক দূরে নীত হয় এবং আঘা-তের পর আঘাতে, প্রহারের পর প্রহারে, যন্ত্রণার পর যন্ত্রণায়, তাহাদিগের আপাদ মস্তক সমুদয় শরীরই ক্ষত বিক্ষত এবং সমুদয় রূপ লাবণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়।

পরিব্রাজকেরা, জ্ঞানাভিমানী চীনজাতির অবলাগণের

দুঃখদুর্গতির যেরূপ বর্ণনা করেন, তাহাতে কেহই মর্ম্মস্পৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। চীনদেশীয়দিগের এক সাধারণ সংস্কার এই যে, নারীজাতির আত্মা এবং পরকাল কিছুই নাই; ইতর জন্তুর ন্যায় ক্ষুৎপিপাসার পরিতৃপ্তি এবং ইহ-লোকের জীবনই, নারীর জীবনের পরিণাম। একটী উৎসাহ-শীল খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক চীনরাজ্যের কতিপয় নরনারীর নিকট একদা ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি নারীজাতি-কেও মুক্তির জন্য লালায়িত হইতে উপদেশ করায়, সমীপ-বর্ত্তী একটী বুদ্ধিমান্ চীন একেবারে বিস্ময়ে নিমগ্ন হইল। নারীজাতিরও আত্মা আছে, এই অসম্ভব এবং অসঙ্গত কথায় সে কিছুতেই হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। মিসর দেশীয়দিগের বিশ্বাসও ঠিক চীনদিগের বিশ্বাসের অনুরূপ। যে স্থানের অধিবাসীরা নারীজাতিকে বস্তুতই মনুষ্য জাতির অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করে না, নারীজাতির আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও যে স্থলে সংশয়ের বিষয়, অবলা কি ভাবে তথায় দিনপাত করে, তাহার বর্ণনা অপেক্ষা অনু-ভাবনা শতগুণে সহজ।

মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত সমুদায় রাজ্যেই অবলাগণ ভয়ানক অবমানিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। মুসল-মানেরা, পুরনারীর সম্মান বিষয়ে, জিহ্বায় অনেক আড়ম্বর করেন। কিন্তু পারস্য আরব্য এবং তুরুস্ক প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যনিচয়ে, অবলার বাস্তব মান বিন্দুমাত্রও নাই। তত্ত-দ্দেশীয়দিগের প্রায় সর্ব্বসাধারণেরই হৃদয়-গত বিশ্বাস এই যে, পুরুষের ভোগস্পৃহার পরিতৃপ্তির নিমিত্তই নারীর জীবন।

নারীজাতির জীবন লাভের এবং জীবিত রহিবার আর কিছুই প্রয়োজন নাই। অবলাদিগকে দাসীরূপে ক্রয় বিক্রয় করিবার প্রথা অদ্যাপি সমুদয় মুসলমান রাজ্যে ভয়ানক রূপে প্রবল রহিয়াছে। তুরুষ্ক স্থানের অনেক লোকই ক্রীতদাসীর গর্ভজ সন্তান। কেহ একটী কুমারীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া পাঁচটী কুমারীকে উপপত্নী ভাবে রক্ষা করে এবং পত্নী উপপত্নী উভয়ই অন্তঃপুর নিবাসে সমানভাবে অবস্থান করে, সমাজ তাহা কিঞ্চিন্মাত্র বিগর্হিত বিবেচনা করে না। কনষ্টাণ্টিনোপল নগর নারীবিক্রয়ের এক সুপ্রসিদ্ধ পণ্যশালা। সর্কেশিয়া প্রভৃতি নানাদেশ এবং নানা জনপদ হইতে কুমারীগণ তথায় বিক্রয়ার্থ সমানীত হয়। নানা শ্রেণীর গ্রাহকগণ, যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের অঙ্গ সৌষ্ঠবের পরীক্ষা করে। বিক্রেয় অপরাপর বস্তুর ন্যায় তাহারাও রূপলাবণ্যের তারতম্যানুসারে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয় এবং সাধারণ বিক্রয়ের প্রথানুসারে, তাহারাও, যথাক্রমে বিক্রীত হইয়া, নিঃশব্দভাবে ক্রেতার পদানুসরণ করে।

ইউরোপের সুবিখ্যাত পরিব্রাজক বেম্বে মহোদয়, কতিপয় বৎসর অতীত হইল, কনষ্টাণ্টিনোপল নগর হইতে যাত্রা করিয়া, বোখারা নগর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তিনি, তাঁহার পরিদর্শনাধীন এই সুবিস্তৃত ক্ষেত্রের কোন দেশে কোন স্থানেই নারীজাতির যথার্থ সুখ-সৌভাগ্য নয়নগোচর করেন নাই। নারীজাতি আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার প্রদেশসমূহেও নিতান্ত নীচ পশুর ন্যায় জীবন অতিপাত

করে।* পৃথিবীর অনেক স্থলে এখনও হলচালনপ্রভৃতি পশু-সাধ্য-কার্য্য নারীর স্কন্ধে সমর্পিত হয়। পূর্ণগর্ভ অবস্থাতেও অবলাগণ দুর্ভর ভারবহনপ্রভৃতি প্রাণান্তকর কার্য্য হইতে অব্যাহতি লাভ করে না। মৃগয়ালিপ্সু স্বামী, অস্ত্রশস্ত্রে পরিবৃত হইয়া সমুদয় দিন ইতস্ততঃ পর্য্যটন করে এবং সন্ধ্যার সমাগমে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যৎসামান্য অপরাধেও পত্নীকে বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত করে। অনেক সময়ে, ক্রোধে একেবারে অধীর হইয়া তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিতেও কাতর হয় না। এই সকল ভয়ানক অত্যাচার দেশবিশেষে কি স্থানবিশেষেই বদ্ধ রহিয়াছে, এমন নহে, অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন সমুদয় দেশে, সমুদয় স্থানেই নারীজাতির একরূপ হীনাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেকে হয় ত এই বলিয়া অন্তঃকরণকে সান্ত্বনা দান করিতে পারেন যে, নারীজাতির হীনদশা, মুর্খতা এবং অসভ্যতারই সহচর। যে সকল রাজ্য জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইয়াছে, সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা করিয়াছে, মানবজীবনের মহান্ লক্ষ্য অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে, নারীজাতির তথায় কিছুই দুর্গতি নাই। কিন্তু হায়! তাঁহারা, অধুনাতন সভ্যতার অন্তর্ম্মূলে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন যে, নারীজাতির দুরবস্থার পরিচ্ছদমাত্রই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাদিগের হৃদয়ের বৈভব অদ্যাপি কোন স্থলে যথার্থ রূপে অনুভূত হয় নাই। নারীজাতি মনুষ্যজনোচিত যথার্থ সম্মান সভ্যতাভিমানী কোন সমাজেই অদ্য পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। চিন্তা করিতেও হৃদয় দুঃখে জর্জ্জ-

রিত হয় যে, যাঁহারা অদ্য কল্য সমুদয় মনুষ্যজাতির নেতা এবং অগ্রণী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, যাঁহারা বিজ্ঞানের অলৌকিক বলে মাস-কালের পথ কএক ঘটিকায় অতিক্রম করেন, দুস্তর সাগরের পরপারবর্ত্তী বন্ধুর সহিত অধ্যাত্মলোকবাসী জীবদিগের ন্যায় কথোপকথন করেন, বাতমার্গে আরোহণ করিয়াও দেশবিদেশে গতায়াত করিতে অভিলাষ করেন, যাঁহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির কীর্ত্তি-পতাকা সকল স্থলেই উড্ডীয়মান হইয়াছে, যাঁহাদিগের সভ্যতার সাড়ম্বর-নিনাদে সমুদয় পৃথিবীই নিনাদিত হইয়াছে, যাঁহাদিগের সামাজিক আচার অপরাংশে দেবাচার বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে; সমাজের নারীভাগের যথার্থ কল্যাণবিধানে, তাঁহরাও নিশ্চেষ্ট এবং নিরুৎসাহ রহিয়াছেন। সময়ের স্রোত এবং সমাজের প্রয়োজন যত দূর রহিয়াছে, তত দূরই হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা ন্যায়ের অনুশাসনে অথবা প্রীতির প্ররোচনায় নারীজাতির হিতকর একটী মহৎকার্য্যেরও অদ্যপর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করেন নাই। তাঁহাদিগের দেশের অভিমানস্বরূপ যে সকল কুলনারীগণ লেখনী চালন করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, অথবা যে সকল উদারপ্রকৃতি দূরদর্শী ব্যক্তিগণ, কর্ত্তব্য জ্ঞানের কঠোর শাসনে নারীর দুর্গতি মোচনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রাণপণে চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু কে তাঁহাদিগের প্রতি কর্ণ দেয়? তাঁহারা গম্ভীরভাবে আবেদন করেন; প্রত্যুত্তর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ স্থলে শ্রুতিগোচর হয়। তাঁহারা অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করেন, বাতুল বলিয়াই লোকে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করে।

অভিমানস্ফীত ইংলণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ভারতবর্ষীয় তরুণদিগের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, ইংলণ্ডীয় অবলাগণের দুঃখ ক্ষোভের কিছুই আর কারণ নাই। শিক্ষা, স্বাধীনতা, সম্মান, সম্পদ সমুদয়ই তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। এইক্ষণে পরিতৃপ্ত হৃদয়ে নিজ নিজ সৌভাগ্য-সুখ সম্ভোগ করিলেই তাঁহাদিগের যথেষ্ট হইল। ইংলণ্ডীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়া নারীজাতির হিতকর বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং আমাদিগের উৎসাহ-বহ্নিকে প্রদীপ্ত করিবার জন্য প্রয়াস পান, তাঁহাদিগের মুখেও আমরা ঐরূপ শ্রুতিরঞ্জন মধুর বাক্যই শ্রবণ করি। কিন্তু একটুকু অনুসন্ধিৎসু এবং একটুকু সুস্থিরচিত্ত হইয়া ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থা সমালোচনা করিলে, অন্তঃকরণের বিশ্বাস ঠিক্ আর এক রূপ হয়। সুসভ্য ইংলণ্ডভূমিতেও নারীর যথোচিত সামাজিক সম্মান নাই। ঈদৃশ উক্তি প্রথমশ্রবণে প্রলাপবাক্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে পারে। যে দেশের অবলাগণ, দেবকন্যার ন্যায় সুসজ্জিত হইয়া, সমাজ-মুখকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন, যে দেশের কুলকুমারীরা বিশ্বোদ্যানে স্বচ্ছন্দমনে বিচরণ করিতেছেন, যে দেশের অধিবাসীরা পৃথিবীর অপরাপর স্থানের নারীবৃন্দের সমুন্নতির জন্য তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, নারীজাতির তথায়ও যথার্থ সুখ সম্পদ নাই, এ কথাতে আমাদিগেরও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সত্যকে কে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে? বস্ত্রের আবরণ দিলেই কি শরীরের ব্রণ রোগের প্রতীকার হয়? দেশের কতিপয় প্রধান ব্যক্তির হৃদয়ের

ভাবকে সাধারণের হৃদয়ের ভাব বলিয়া গ্রহণ করা সুসঙ্গত হয় না। ইংলণ্ডের অধুনাতন প্রধান ব্যক্তিগণ যে অবলার যথার্থ বান্ধব, নারীজাতির যথার্থ কল্যাণের জন্য হৃদয়ের শোণিত দান করিতেও যে তাঁহারা পরাঙ্‌মুখ নহেন, কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু তথাকার জনসাধারণের হৃদয় পরীক্ষা কর, নারীজাতির প্রতি তথাকার জনসাধারণের কি রূপ ব্যবহার তাহা আলোচনা কর, সমাজের নিয়মাবলী নারীজাতির কত দূর অনুকূল তাহাও অনুসন্ধান কর, চিত্ত দুঃখের ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িবে। ইংলণ্ডীয় সভ্যতার বহিরাবরণটী যে রূপই কেন মার্জ্জিত হউক না, নারীজাতি এইক্ষণেও তথায় পুরুষের চরণদাসী কিংবা বিলাসবস্তুর ন্যায়ই ব্যবহৃত হয়। যদিও দেশবিশেষের সহিত তুলনাস্থলে উপস্থিত করিলে, ইংলণ্ডের অনেক প্রশংসা হইতে পারে, তথাপি ইহা সাহস সহকারে নির্দ্দেশ করা যায় যে, মনুষ্যের যাহা যাহা চাই, মনুষ্যজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য যে সকল অধিকার আবশ্যক হয়, ইংলণ্ড সমাজের নারীভাগকে অদ্যাপি তাহা প্রদান করেন নাই।

মানবজীবনের এক প্রয়োজন শিক্ষা। ইংলণ্ডীয়েরা তাঁহাদিগের কন্যা ও ভার্য্যাগণের শিক্ষাগত উন্নতির বিস্তর গৌরব করেন; লোকেও তাঁহাদিগের বাক্যে সসম্ভ্রম নয়ন-ভঙ্গী দ্বারা সায় দান করে; কিন্তু ইংলণ্ডে কি এইক্ষণেও এমন অসঙ্খ্য নারী নয়নগোচর হয় না, যাহাদিগের অক্ষরজ্ঞানও নাই? সদ্ভাবসিন্ধু খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত, ইংলণ্ড হইতে দিগ্‌দি-

গন্তরে লোক প্রেরণ হয় ; কিন্তু তত্রত্য অনেক স্বদেশহিতৈষী ধর্ম্ম-কাম সাধু এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, ইংলণ্ডে এই-ক্ষণেও এমন অসঙ্খ্য নারী ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে, যাহারা বাইবল কিংবা খ্রীষ্ট যিশুরও নাম শ্রবণ করে নাই। ইংলণ্ডের বালক এবং তরুণগণের শিক্ষার নিমিত্ত কত অর্থব্যয়িত হইতেছে, কত বিশাল মস্তিষ্ক নিয়োজিত রহিয়াছে, কত কীর্ত্তিমন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপনাগার দণ্ডায়মান আছে, রাজপুরুষগণই বা কত চিন্তা করিতেছেন, তাহা দর্শন কর! কিন্তু ইংলণ্ডের এক প্রান্ত অবধি অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিলেও কি এমন একটী বিদ্যালয় দৃষ্ট হয়, যেখানে কুমারী-গণ সকল বিষয়েই তাহাদিগের ভ্রাতাদিগের ন্যায় পরিপক্ক শিক্ষালাভ করিতে পায়? ভারতবর্ষই বরং কুসংস্কারের শাসনে রহিয়াছে; কিন্তু ইংলণ্ডেও যে প্রধান বিদ্যালয়-সমূহের দ্বার নারীজাতির প্রতি অবরুদ্ধ রহিয়াছে, ইহা কি লজ্জার বিষয় নহে? কুলনারীগণের সহিত নৃত্যগীত মন্দিরে এক স্থানে উপবেশনে দোষ দর্শন হয় না ; কিন্তু তাহাদিগের সহিত এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা, এক গুরুর নিকট একদা শাস্ত্র চিন্তা করা, ইংলণ্ডীয়েরা দোষ বলিয়া বিবেচনা করেন! তাদৃশ উন্নত সমাজের পক্ষেও কি এইরূপ আচরণ শোভা পাইতে পারে? ইংলণ্ডের একটী ভদ্র বালাও কেম্ব্রিজ কি অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন প্রবেশ করিতে পায় না? বিজ্ঞানের সমুজ্জ্বল জগৎ কেন তথাকার অবলাগণের নিকট অন্ধকার? ভাবী পরিণেতার হৃদয়রঞ্জন এবং সমাজের আমোদ পরিবর্দ্ধনই কি তথাকার অধিকাংশ কুমারীর শিক্ষার

পরিণাম নহে? কতিপয় স্বভাব-প্রধানা সৌভাগ্যবতীর নাম গণনার বাহিরে রাখিলে, ইংলণ্ডের অধিকাংশ কুল-নারীর শিক্ষাই নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য এবং প্রয়োজন বিহীন প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা উপন্যাসরসে নিমজ্জিত থাকেন। অথচ পিতা বিষয়বৈভব রাখিয়া গিয়াছেন, যৎসামান্য গণিতবোধবিরহে তাঁহারা তাহার আয় ব্যয়ের কার্য্যভারও নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। আমরা ভারতবর্ষের সহিত তুলনা-কালে ইংলণ্ডের নারীশিক্ষার অবশ্যই অশেষ স্তুতি বন্দনা করি। কিন্তু যখন ইংলণ্ডের সহিতই আমরা ইংলণ্ডের তুলনা করি, ইংলণ্ডীয় সমাজের একার্দ্ধের সহিত উহার অপরার্দ্ধের শিক্ষাগত কত প্রভেদ রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করি, আমরা নারীজাতির জন্য তখন হৃদয়ে দুঃখানুভব না করিয়া কিছু-তেই নিবৃত্ত থাকিতে পারি না। আমেরিকার সমাজ বয়সের বিবেচনায় ইংলণ্ডের নিকট সদ্যোজাত শিশু। তথাপি নারীর শিক্ষাগত উন্নতির জন্য আমেরিকা যাহা করিয়াছে, ইংলণ্ড তাহার অর্দ্ধেকও করেন নাই। কিন্তু সেই আমেরিক সমাজের উভয়ার্দ্ধও কি সমান উন্নত? এই অনুচিত প্রভেদ কেন? ইহা কি স্পষ্টতই পুরাতন কুসংস্কারের পূজা অথবা স্বার্থপরতা নহে?

যথার্থ স্বাধীনতা, মানবজীবনের আর এক প্রয়োজন। কিন্তু বস্তুতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সামাজিক জীবের যে প্রকারের স্বাধীনতা থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, ইংলণ্ডের একটী নারীরও তাহা নাই। অনেক বৎসর অতিক্রান্ত হইল, প্যারীশ নগরের জনৈক ধর্ম্মযাজক, নারীজাতির আত্মা নাই

প্রমাণ করিবার জন্য, এক খণ্ড বৃহদায়তন পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয়েরা তাদৃশ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের চিরসম্মানিত ও সুমার্জ্জিত ব্যবস্থাশাস্ত্র স্পষ্টতই নারীজাতির বুদ্ধির অস্তিত্ব অস্বীকার করে। ইংলণ্ডের ব্যবস্থানুসারে কোন নারীই স্বকীয় সম্পত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে অধিকারিণী নহে। কোন নারীই বালক কিংবা জন্মজড় প্রভৃতির ন্যায়, এক জন অভিভাবকের অধীন না হইয়া, সামাজিক জীবের স্বত্বাধিকার ভোগ করিতে পারে না। পরিণয়-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেই নারীর পৃথগস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুরাসক্ত কি দ্যূতরত মূর্খ স্বামী, পত্নীর সমুদয় সম্পত্তি অপব্যয় করিয়া, এক সময়ের সুখলালিত সন্তানগণকে একেবারে রাজপথের ভিখারী এবং অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল করে; দুঃখসন্তপ্তা পত্নী দীর্ঘনিশ্বাসই নিক্ষেপ করে, কিন্তু দ্বিরুক্তি করিতেও সাহসী হয় না। স্বামী ইতর জন্তুর ন্যায় কুৎসিতচরিত্র হইয়া ব্যভিচারপঙ্কে দিবসযামিনীই লিপ্ত থাকে; ভীরুশীলা ভার্য্যা, চক্ষে দর্শন করে, কর্ণে শ্রবণ করে; কুলের মানহানি, কটূক্তি, প্রহার, অথবা অধিকতর অত্যাচারের ভয়ে জিহ্বায় কিছুই বলিতে পায় না। সত্য বটে, পরিণয়ের শৃঙ্খল-চ্ছেদের জন্য ব্যবস্থাশাস্ত্রে বিস্তর উপায় বিহিত রহিয়াছে। কিন্তু স্নেহশীল কুলবধূগণ, স্বামীর প্রতি অপরাজিত অনুরাগ-নিবন্ধন, অথবা প্রগল্ভতার পরিবাদভয়ে, বিচারালয়ে পার্য্যমাণে উপস্থিত হইতে চায় না; হইলেও তাহাদিগের গলদ্ধারাবিনিঃসৃত অশ্রুজল সুতার্কিক বিচারকদিগকে সকল সময়ে আর্দ্র করিতে

সমর্থ হয় না। রাজমহিষী কেরোলীনের দুঃখের কাহিনী আজ পর্য্যন্তও তাহাদিগের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। পরিণয়-চ্ছেদ-বিধির পক্ষপাতিতা এবং অপব্যবহার প্রতিদিনই তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছে।

ইংলণ্ডের রাজনীতির প্রশস্ততা এবং পরিপক্কতার প্রশংসার ইয়ত্তা নাই। সমুদয় ভুবন ইংলণ্ডের রাজ্যসংস্থানের বিস্ময়কর কীর্ত্তিধ্বনি শ্রবণ করিবে। ইংলণ্ডীয় মৃত্তিকাতে পাদনিক্ষেপমাত্রই পরাধীন স্বাধীন হয়, ক্রীত দাস নির্ম্মুক্ততা লাভ করে, দাসত্বের লৌহনিগড় চূর্ণ হইয়া যায়। ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত, অসম্ভ্রান্ত, পণ্ডিত, মূর্খ, সকলেই রাজ্য-শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অধিকারী। অপক্কবয়স্ক বালক, জড়, উন্মাদ, এবং রাজদণ্ডার্হ অপরাধিগণ ব্যতীত ইংলণ্ডের সমুদয় ব্যক্তিই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের সম্পত্তির অধিস্বামী হইলে, দেশের শাসনকর্ত্তা এবং সাধারণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে স্বকীয়মত প্রকাশ করিতে স্বত্ববান্ হয়। ইংলণ্ডের যাহা কিছু রাজমহিমা, তাহা বস্তুতঃ এই সম্মাননীয় নিয়মেরই উপর নির্ভর করে। এই নিয়মেরই অভিমানে, ইংলণ্ডীয় প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে স্বাধীন বলিয়া সম্মান করে এবং শরীর যদি শতধা খণ্ড খণ্ড হয়, জ্বলন্ত বহ্নিমুখেও যদি প্রবেশ করিতে হয়, বৃটেনিয়ার সন্তানগণ তথাপি এই নিয়ম এবং এই স্বত্বের প্রত্যেক পরমাণুকে রক্ষা করিবে। কিন্তু ন্যায় এবং আত্মসম্মানের প্রতি এদিকে এতদূর প্রগাঢ় নিষ্ঠা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের নারীগণ দেশের প্রজা এবং দেশের মনুষ্য বলিয়া গৃহীত হইতে সমর্থ হইল না। তাহারা বুদ্ধিতে, বিদ্যাতে নানাবিধ

ক্ষমতাতে, অশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করুক, তাহারা অতুল বিষয় বৈভবের আধিপত্য প্রাপ্ত হউক, রাজনীতি প্রভৃতি সামাজিক তত্ত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হউক, ইংলণ্ডের নীতিবিশারদ রাজপুরুষগণ, তাহাদিগকে প্রাণান্তেও প্রজাগণ-সমুচিত স্বাধীনতা প্রদান করিবেন না। যে কোন যুক্তি প্রদর্শন কর, ন্যায়ের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া যত কেন চীৎকার কর, নারীজাতির ব্যক্তিত্ব, তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। ইংলণ্ডের সিংহাসনে যে অদ্যাপি একটী নারী সমাসীন রহিয়াছেন, ইহাও তাঁহাদিগের হৃদয়কে উদ্বোধিত করিতে সমর্থ হয় না। নারীজাতি, রাজ্যশাসনবিষয়ে, প্রাচীনকালেও জড় এবং উম্মাদপ্রভৃতির শ্রেণীনিবিষ্ট ছিল, এখনও সেই শ্রেণীরই অন্তর্ভূত থাকিবে, এই তাঁহাদিগের অভিলাষ। লণ্ডন নগরের পঞ্চদশ শত ভদ্র মহিলা, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার নিকট ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন; এবং অধিক কিছুই প্রার্থনা না করিয়া, পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত, অনধিকারিশ্রেণী-চতুষ্টয়ের কোন্ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করেন, ইহাইমাত্র জানিতে ইচ্ছুক হন। পার্লিয়ামেণ্ট অবাঙ্‌মুখ রহিলেন, কারণ, উত্তর দিবার কথাই নাই। ইংলণ্ডীয় রাজনীতির এই অপূর্ণতা এবং পক্ষপাতিতা পরাধীন ভারতবর্ষের চক্ষে কখনই দোষের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। স্বাধীনতার যথার্থ সম্মান হৃদয়ে অনুভব করা এক বৎসর কি এক শতাব্দীর কার্য্য নহে। কিন্তু নানা গুণসমলঙ্কৃত ইংলণ্ডও কি নারীজাতির স্বাধীনতার উপরে এইরূপ অত্যাচার করিবে? বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট কি হারিয়েট মার্টি-

নিয়ো প্রভৃতি নারীদিগকেও জড় এবং উম্মাদের সংখ্যায় গণনা করিবেন ? দেশের ব্যবস্থাপনাকার্য্যে নরনারী উভয়েরই হস্তক্ষেপ থাকা প্রকৃতির অভিপ্রেত কি না, পুরাতন ইংলণ্ডও যদি ইহা না বুঝিলেন, পৃথিবীর অপরাপর দেশে আর কি প্রত্যাশা হইতে পারে।

স্বাধীনতার সমুদয় অধিকার বিলুপ্ত হইলেও, পরিণয়-সম্বন্ধ সংস্থাপন বিষয়ে নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। অবলাগণ, যদি স্বকীয় দেহ মন সমর্পণ করিবার সময়ও, হৃদয়কে সম্মান করিতে সমর্থ না হয়, জীবনের ঈদৃশ গুরুতর কার্য্যেও যদি তাহারা যথার্থ স্বাধীনতা উপভোগ করিতে না পায়, প্রীতির নামকে আর তবে সংসারে কে সমাদর করিবে? ইংলণ্ডের অবলাগণের কি এ বিষয়েও নামোচিত স্বাধীনতা আছে? আমরা সচরাচর এইরূপ শ্রবণ করি যে, তথাকার কন্যাগণ পরশাসনের অধীন না হইয়া এবং পরের চক্ষে দর্শন না করিয়া, হৃদয়ের অভিলষিত পাত্রকেই হৃদয়মন উপহার দেয়, স্বকীয় মনোনীত ব্যক্তির সহিতই পবিত্র পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের আঢ্যকুলের কন্যাগণের এ বিষয়ে বস্তুতঃ এত অল্পস্বাধীনতা, যে তথাকার সম্ভ্রান্ত ঘরের কুমারীগণ, কাল্পনিক মর্য্যাদার অনুরোধে, ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেও অনেক সময়ে এমন অপাত্রে সমর্পিত হয় যে, তাঁহাদিগকে, সম্পদ-সুলভ সুখসেবা ব্যতীত, আর কিছুতেই অন্যান্য দেশের কুমারীগণ হইতে অধিক সৌভাগ্যসম্পন্ন বিবেচনা করা যায় না। যে সকল কুমারীরা সম্মানবৈভবের সুদৃঢ়শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে, তাহাদিগেরও এ বিষয়ে প্রকৃত স্বাধীনতা নাই। তাহা-

রাও, অনেক স্থলে, মানলিপ্সু কিংবা অর্থলিপ্সু অভিভাবক-গণের শাসনে, মান এবং অর্থের নিকটই হৃদয়কে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ অসম্মত এবং অবৈধ বিবাহ অবলার কত দুঃখ দুরবস্থার কারণ হয়, সমাজের কত কলঙ্কজনক পাপকে ইহা প্রশ্রয় দিয়া রাখে, দাম্পত্য-ধর্ম্ম এবং পারিবারিক শান্তির মূল দেশে ইহা কিরূপ ভয়ানক আঘাত করে, তাহা বুদ্ধিমান্ এবং সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই অনুমান করিতে পারেন। হৃদয় যাহাকে চায় না, যাহার মুখচ্ছবি দর্শনেও চক্ষু ব্যথিত এবং অন্তঃকরণ ঘৃণাতে পরিপূরিত হয়, যাহার জিহ্বানিঃসৃত প্রত্যেক কর্কশ বাক্যই শ্রুতিকুহরে বিষাগ্নিবর্ষণ করে, যাহার শিষ্টাচার-বিগর্হিত নানাদোষ-দূষিত সাহচর্য্য অপমানের তীব্র যাতনা অপেক্ষাও অধিক যাতনা প্রদান করে, যদি কুলকুমারীগণ, স্নেহমমতা-হীন অভিভাবকদিগের স্বার্থেরই অনুরোধে, তাদৃশ ব্যক্তির হস্তেও উৎসৃষ্ট হয়, নারীর স্বাধীনতা তবে কোথায় অবস্থান করে, তাহা আমরা কিছুতেই বুদ্ধিস্থ করিতে সমর্থ নহি। আমরা এ স্থলে যাহা বলিলাম, বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিতেছি, কেহই যেন ইহা অতিচিত্রিত মনে করেন না। ইংলণ্ডের উপন্যাস জগতের সকরুণ বিলাপধ্বনি, ইংলণ্ডের কবিকুলের আক্ষেপ, সংবাদ-পত্রের আর্ত্তনাদ, সমাজ-সংস্কারকদিগের অশ্রুধারা আমাদিগের প্রত্যেক বাক্যে সাক্ষ্য দান করিতেছে। ইহাই বরং আমাদিগের অপরাধ যে, আমরা সত্যকে যথাযথরূপে বর্ণনা করিতে পারিলাম না।

জীবনের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত থাকাও মানব-জীবনের এক

অপরিহার্য্য প্রয়োজন। কার্য্যই মনুষ্যাত্মার যথার্থ শিক্ষা-গুরু, কার্য্যই মনুষ্যের যথার্থ জীবন। মানবহৃদয়ের আশা ভরসা কার্য্যের প্রশস্ত জগতে পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক উড্ডীন হইতে সমর্থ না হইলে, জীবনের কিছুই স্বার্থকতা থাকে না। ইংলণ্ডীয়েরা সাধারণতঃ এইরূপ মনে করেন যে, তাঁহা-দিগের কুলনারীগণের কার্য্যের ক্ষেত্র, অতীব প্রসারিত; তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই জীবনের অত্যুৎকৃষ্ট ব্যবহার করিতে পারেন। ইহাও বস্তুতঃ তাঁহাদিগের আর একটী শূন্য-মূলক অভিমান। সত্য বটে, তথাকার মাধ্যমিক অবস্থার কতিপয় উন্নত-হৃদয়া নারী, নিজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি সম্মাননীয় কার্য্যে অথবা দেশের হিত চিন্তায় এবং হিতানুষ্ঠানেই, জীবনযাপন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে গণনার মধ্যে আনয়ন না করিলে, দৃষ্ট হয় যে, ইংলণ্ডের অবলাগণ মধ্যে যাঁহারা ধনীর নিলয়ে জন্মলাভ করেন, নিতান্ত নিষ্কর্ম্ম-শূন্যজীবন এবং ভোগ-বিলাসই তাঁহাদিগের অধিকাংশের জীবনের শেষ; যে সকল দুর্ভাগিণীরা দীনের দুঃখনিবাসে জন্ম গ্রহণ করে, হল-চালন-জন্তুর বিরাম আছে, তথাপি তাহাদিগের বিরাম নাই। তাহারা কুক্কুটের চীৎকারে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ঘোর নিশাকাল পর্য্যন্তও পরিশ্রম করে; বিপণিতে, বিপণিতে, কার্য্যের জন্য ভিখারী হয়; যে কোন কার্য্য সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাই সম্পাদন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে; যদি ভারবহন করিতে হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু তাহারা তথাপি সমুচিত কার্য্য এবং সমুচিত ভৃতিবিরহে নিষ্ঠুর উদ-

রের জ্বালা নিবারণ করিতে পারে না। যে দেশের এক শ্রেণীর নারীগণ, কিছুই করিবার নাই বলিয়া, প্রজাপতি পতঙ্গের ন্যায় আমোদ-বনেই সমুদয় দিন বিচরণ করে—নৃত্যগীত প্রসঙ্গেই তনুমন ক্ষয় করিয়া ফেলে; এবং যে দেশের আর এক শ্রেণীর দুঃখিনীরা, গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশকর অভাবের কশাঘাতে, পাপের চরণেও দেহ বিক্রয় করিতে কাতর হয় না, সেই দেশও কি আবার সভ্যতার অভিমান করিবে? ধূমযান, তাড়িত-বার্ত্তাবহ, সুদীর্ঘ বক্তৃতা এবং মুদ্রাযন্ত্রের সাড়ম্বর ঘটা ব্যতীত, আর কিছুর সহিতই কি সভ্যতার সম্বন্ধ সংস্রব নাই? লোকপ্রবাদ এইরূপ যে, ইংলণ্ড, ভূলোকের স্বর্গধাম। অবলা, কি তবে স্বর্গধামে বাস করিয়াও দুঃখের পারাবার হইতে নিস্তার পাইবে না?

সুসভ্যই হউক, আর অসভ্যই হউক, আমাদিগের প্রাণসম প্রিয় ভারত-ভূমির বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থারও আলোচনা কর। এ দেশের প্রাচীন এবং অভিনব, এই উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই নারীজাতির প্রতি কিরূপ ভাব এবং ব্যবহার নয়ন-গোচর হয়, তাহা চিন্তা কর। আমরা প্রাচীনদিগের আতিথেয়তা, দয়াশীলতা এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণরাজির যতই কেন স্তুতি করি না; আমরা কি কখনই তাঁহাদিগকে নারীজাতির প্রতি স্নেহশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং শিষ্টাচার-সম্পন্ন বলিয়া সম্মান করিতে পারি? এদেশের প্রাচীনদিগের অন্তঃকরণে নারীজাতির প্রতি কিরূপ হৃদয়বিদারক অবিশ্বাস এবং অবজ্ঞার ভাব প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহা কি আমাদিগের সমক্ষে শত শত ঘটনায় প্রকাশিত হয় না?

তাঁহারা কন্যাসন্ততির প্রতি 'বস্তুতঃ কিরূপ ন্যায়পর' ব্যবহার অবলম্বন করেন, তাহা কি সকলেই অবগত নয়? যখন দেখিতেছি যে, মমতার মৃণ্ময়ী পুত্তলীস্বরূপ কন্যাসন্তান প্রসূত হইলে, পিতার হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল সমুত্থিত হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত অনির্ব্বচনীয় নিরানন্দই তাঁহার মুখচ্ছবিকে পরিম্লান করে, সমুদয় পৌরবর্গই গৃহে 'কুসন্তান' জন্মিল বলিয়া দুঃখার্ণবে ভাসমান হয়, এবং প্রসূতিকে নিতান্ত নির্ম্মের ন্যায় যাতনার পর মর্ম্মযাতনা প্রদান করে; যখন দেখিতেছি, পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধিরূপ পিতা, বংশের গৌরবরক্ষার বৃথাভিমানে অন্ধীভূত হইয়া, সর্ব্বথা সংরক্ষণীয়া প্রাণোপমা দুহিতাকে নিতান্ত পাষাণহৃদয় পামরের হস্তেও সমর্পণ করিতে লজ্জিত হন না; যখন দেখিতেছি, অশিক্ষিত অসচ্চচিত্র এবং অশেষ কুকর্ম্মান্বিত বিবাহ-ব্যবসায়িগণ, অগণিত পাপের জীবন্ত প্রস্রবণ নিদারুণ কৌলীন্য প্রথার পাপময় মহিমায়, শত শত সরলচিত্ত কুমারীকে, পরিণয়ের নামে ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে পণ্যাঙ্গনা হইতেও অধমজ্ঞানে ব্যবহার করে; বলিতেও স্বদেশের অপকীর্ত্তিতে মর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়, পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াও, অর্থলোভে স্থানান্তরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হয়; অথচ ধর্ম্মাভিমানী প্রাচীন হিন্দুসন্তানগণ, তাহাতে লজ্জা দুঃখে অধোবদন এবং অশ্রুজলে ভাসমান না হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তাহার পক্ষ সমর্থন করেন, হৃদয়ের সহিত উহার প্রশ্রয় দেন। যখন নারীর ঈদৃশ এবং ইহা অপেক্ষাও অধিক অপমানকর ঘটনা সকল সচরাচরই এ দেশে নয়নগোচর হয়, তখন এ দেশীয় অবলাগণের সমাজিক অবস্থানকে

আমরা কোন্ যুক্তি এবং কোন্ ধর্ম্মের নাম লইয়া সুখের অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিব, কল্পনাকে নিষ্পীড়ন করিয়াও আমরা তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ হই না। যদি বিদেশীয়েরা আমাদিগকে তিরস্কার করে, দুঃখিত কিম্বা বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক সাধুতা এবং সত্যানুরাগ আমাদিগের লৌহ-হৃদয়কে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া না থাকিলে, অবনত-মস্তকে তাহা শ্রবণ করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য।

আমরা কেবল প্রাচীন সমাজেরই নিন্দা করি না। ন্যায়ের পবিত্র চক্ষুর নিকট নূতন সম্প্রদায়িগণ বরং অধিকতর নিন্দা-ভাজন। প্রাচীনেরা কুসংস্কারজালে আচ্ছাদিত রহিয়াছেন, সুতরাং তাহাই তাঁহাদিগের এক বিশেষ প্রতিবন্ধক। কিন্তু কৃতবিদ্য তরুণগণ, শিক্ষালোকে আলোকিত এবং সভ্যতর বলিয়া পরিচিত হইয়াও কুলনারীদিগের প্রতি যেরূপ নির্লজ্জ আচরণ করেন, তাহা দর্শন করিতে, হৃদয়ে দুঃখ লজ্জা উভয়ই যুগপৎ উপস্থিত হয়, এবং তাঁহাদিগের তাদৃশ অশিষ্ট ব্যবহারকে সর্ব্বথাই ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। ইদানীন্তন সময়ের অধিকাংশ যুবাই প্রাচীনগণ অপেক্ষা অধিকতর বিলাসপ্রিয়, এবং এই নিমিত্তই নারীজাতিকে তাঁহারা কেবল একটী বিলাস-সামগ্রীই বিবেচনা করেন। নারীজাতির শিক্ষা এবং স্বাধীনতার জন্য যে, সময়ে সময়ে তাঁহারা চীৎকার করেন, তাহাও অনেক স্থলেই কলুষিত স্বার্থপরতার ফল। তরলপ্রকৃতি তরুণগণ, কুলবধূদিগের বিষয় লইয়া, পরস্পরের সহিত যেরূপ ভয়ানক নির্লজ্জ ভাবে আলাপ করেন কুলবধূদিগকে কুৎসিত কাব্য তন্ত্রে দীক্ষিত

করিবার জন্য, তাহাদিগকে সুরাস্বাদরূপ সর্ব্বনাশকর আমোদে এবং নানাবিধ কলঙ্কিত ক্রীড়াকৌতুকে আসক্ত করিবার জন্য, তাঁহারা সময়ে সময়ে যে প্রকার যত্নশীল হন, আমরা সরলান্তঃকরণে বলিতেছি, তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ এবং চক্ষু বাষ্পবারিতে পরিপ্লুত হয়। যাঁহারা, অন্তঃপুরের সুপবিত্র প্রীতিরসপূর্ণ শুদ্ধ সরল কথোপকথনে, চিত্তে কিছুই সুখাস্বাদ প্রাপ্ত না হইয়া, পাপরতা দার-বিলাসিনীর বিষাক্ত প্রীতির জন্য লালায়িত হন; কোন শ্রদ্ধেয়হৃদয়া কুলবধূর নামোল্লেখ হইলেই, যাঁহারা তাঁহার বয়স ও রূপলাবণ্যের পরিচয় লাভের জন্য সমুৎসুক ও তৃষিতনেত্র হন; পরিণয়-যোগ্য কুমারীগণের হৃদয়মনের অবস্থাসম্বন্ধে একটী কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া, যাঁহারা সর্ব্বাগ্রেই তাহার দন্তপঁক্তি, চরণতল এবং বাহুবল্লী প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন; অনন্তকালস্থায়ি মনুষ্যসন্ততিকে, তুরগীর ন্যায় পরীক্ষা করিতেও যাঁহাদি-গের হৃদয়ে লজ্জা হয় না; তাঁহারা সভ্যতা, সামাজিকতা, এবং বিদ্যা বুদ্ধি, যে কোন বিষয়েরই গর্ব্ব করুন, পূতচিত্ত ব্যক্তিমাত্রই তাঁহাদিগকে নারীজাতির ভয়ানক অবমাননা-কারী এবং প্রকৃতির কুসন্তান বলিয়া অবজ্ঞা করিবে।

আমরা কেবল নারীজাতির সামাজিক অবস্থানের বর্ত্তমান দশা সম্বন্ধে দুই একটী কথার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু যদি কেহ, করুণার কলকণ্ঠনিঃসৃত দুঃখপূর্ণ বাক্যে সন্তাপিত হইয়া, নারীর দুঃখ দুর্গতির যথার্থ অবস্থা অবগত হইতে অভিলাষ করেন আমরা তাঁহাকে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে এবং গৃহে গৃহে

অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি। আমরা তাঁহাকে, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সভ্য, অসভ্য, সমুদয় স্থানেই বিচরণ করিবার জন্য, হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করি। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, ঘোর পাষাণহৃদয় ব্যক্তিও দয়ায় দ্রব হইয়া পড়িবে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, আমরা যাহা যাহা বলিলাম, সত্যের অর্দ্ধভাগও ইহাতে বিবৃত হইল না!

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, নারীজাতির এই সামাজিক দুর্গতি কি কোন সময়েই অপনোদিত হইবে না? মানবসমাজ এবং অধুনাতন সভ্যতা কি এই লজ্জাকর অপবাদ হইতে কখনই নির্ম্মুক্তি লাভ করিবে না? আমাদিগের বর্ত্তমান উন্নতি কি সমাজের মুখসৌন্দর্য্যেই বদ্ধ থাকিবে? মনুষ্যের দয়া ধর্ম্ম ন্যায়পরতা এবং পবিত্রতা কি অভিধানেই চিরদিন অবস্থান করিবে? আমরা কি জগতের সারভূত অমৃতস্বরূপ প্রীতির নামমাত্র গ্রহণ করিয়াই হৃদয়কে সন্তৃপ্ত রাখিব? এই অন্তর্ভঙ্গুর বহিঃশোভন সভ্যতাতে কি আমরা পরিতৃপ্ত রহিতে পারি? কখনই নহে। আমরা ইচ্ছা করিলেও, করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর কখনই আমাদিগকে এই অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্ত রহিতে দিবেন না। এই যে চতুর্দ্দিকে আমরা অশান্তির আর্ত্তনাদ শ্রবণ করি, দিবসে নিশিতে সকল সময়েই পাপের কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত থাকি; এই যে চতুর্দ্দিকেই অসুখ, অন্তর্জ্বালা, লোকহৃদয় দহন করিতেছে,—দুঃখ সন্তাপ ক্লেশ দুর্ভোগে, গৃহ গ্রাম জনপদ পরিপূরিত হইতেছে, ইহা দ্বারাই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাদিগকে

স্পষ্টস্বরে উপদেশ করিতেছেন যে, প্রীতি এবং পবিত্রতার মস্তকে পদাঘাত করিলে, মনুষ্যজাতি কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে না। সংসারের এই সমস্ত ঘটনাই আমাদিগকে গম্ভীরনাদে শিক্ষা দিতেছে যে, সমাজকে সম্পূর্ণরূপে ন্যায় ধর্ম্মের অচলা ভিত্তির উপর স্থাপন না করিলে, নরনারী উভয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া, উভয়েরই যথার্থ উন্নতির জন্য সমানভাবে যত্ন না করিলে, উভয়েরই অজ্ঞানান্ধতা এবং পাপ দুর্গতি বিনাশনের জন্য সমানরূপে তৎপর না হইলে, কিছুতেই মনুষ্যজাতির কল্যাণ নাই। পৃথিবীর কোটি মনুষ্যও যদি সমবেত হইয়া যত্ন করে, বিশ্বসংসারের সমুদয় শক্তিও যদি একত্রিত হইয়া উদ্যম করে, ন্যায়ের অটলদণ্ড তথাপি একবিন্দু টলিবার নহে। ন্যায় সমুদয় অত্যাচার, সমুদয় অন্যায় কার্য্যের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হয় এবং উহারা বহু দূরে যাইবার পূর্ব্বেই, উহাদিগের গতিপথ অবরোধ করে। একটী মনুষ্যই হউক, আর এক কোটি মনুষ্যই হউক, যিনি কিম্বা যাঁহারা ন্যায়ের অবমাননা করিবেন, ন্যায়ের রাজদণ্ড তাঁহার কি তাঁহাদিগের শিরে অবশ্যই নিপতিত হইবে। যখন একটী মাত্র মনুষ্যই ন্যায়ের শাসন উল্লঙ্ঘন করে, তখন সেই একটীমাত্র মনুষ্যের অন্তঃকরণই অনুতাপবিষে জর্জ্জরিত হয়, এবং যখন সমুদয় মনুষ্যসমাজ সম্মিলিতভাবে এবং সম্মিলিত হস্তে ন্যায়ের শাসন উল্লঙ্ঘন করে, তখন সমুদয় মনুষ্যসমাজের সম্মিলিত হৃদয়ই দুর্ব্বিষহ দুঃখ যাতনা অনুভব করে। দিব্য চক্ষু বিনাও ইহা দৃষ্ট হয় যে, সংসার নারীজাতির প্রতি আবহমান কালই অন্যায় এবং অত্যাচারের এক শেষ

করিয়াছে। ঈশ্বর নরনারীকে সমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ; প্রকৃতি তাহাদিগকে ভিন্নরূপে বিভূষিত করিয়াও সমান ভূষণ প্রদান করিয়াছেন। সংসার তাহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে অসমান করিয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বরের চক্ষে ব্যাস, জরাসন্ধ, বেকন, বোনাপার্টি এবং মহম্মদ ও জাহাঙ্গীর প্রভৃতিও যেমন ; দুঃখিনী অবলা-জাতিও সম্পূর্ণরূপে সেই প্রকার। উভয়ই তাঁহার ক্রোড়ের ধন। সংসারে দেখিতেছি, এক জন জ্ঞানাচলের ঊর্দ্ধতম শিখরে, আর এক জন অজ্ঞানজলধির অধস্তন প্রদেশে ; একজন রাজাধিরাজ, আর একজন রাজপথের কাঙ্গালিনী। স্বার্থোন্মাদ নেপোলিয়নের পুরাতন জীর্ণ পাদুকায় প্রয়োজন রহিল না। প্রীতিপুঞ্জ জসিফিন অমনিই দীনের দীন হইল। পদচ্যুত ভৃত্যের ন্যায়, রাজমুকুট রাজবৈভব সমুদয়ই প্রত্যর্পণ করিয়া ভিখারিণীর ন্যায় রাজপথে বহির্গত হইল। ত্রিভুবনে তিষ্ঠিবারও আর স্থান রহিল না। হেন্‌রীর একটুকু অরুচি হইল। আনোবোলীনের বদনারবিন্দ, ঘাত[illegible]র নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে অমনিই দেহলতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। মূর্ত্তিমন্তপাপ চতুর্থ জর্জ, শত শত অবলার মান ধর্ম্মকে চর্ব্বণ করিয়াও, ইংলণ্ডের সিংহাসনে সহাস্যবদনে সমাসীন রহিল, প্রজাগণ দ্বিরুক্তিও করিল না, ইতিহাস লেখকগণ ভাষার সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্ক লেপন করিয়াও তাহার দোষকে গুণ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। স্ফটিক তুল্য বিশুদ্ধ-হৃদয়া মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা জনকনন্দিনীর চারু চরিত্রে প্রজাগণ ঘৃণাক্ষরে সংশয়ের আরোপণ করিল ; সেই রাজার কুমারী, রাজপুত্রবধূ, রাজমহিষী, পূর্ণগর্ভ অবস্থা-

তেও, অমনি ঘোর অরণ্যে উৎসর্জ্জিত হইলেন। ঈশ্বর, পুরুষ-জাতির উচ্চ নীচ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যেমন স্বকীয় শরীর মনের উপর সম্পূর্ণ স্বামিত্ব প্রদান করিয়াছেন; নারীকুলেরও প্রত্যেককেই, স্বকীয় শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এবং হৃদয় মনের প্রত্যেক ভাববৃত্তির উপর সেই প্রকার পূর্ণ স্বাধিপত্য দিয়াছেন। সংসারে দেখিতেছি, পুরুষজাতি প্রতাপান্বিত প্রভু; নারী চরণের ক্রীতদাসী। পুরুষজাতি, স্বেচ্ছাচারি অধিস্বামী; নারী, যথেচ্ছ ব্যবহারের ও ভোগের বস্তু। ইচ্ছা হয়ত, একটুকু শিক্ষার আলোক প্রদান করিলাম; ইচ্ছা না হইল, অবিদ্যার ঘোর অন্ধকারকূপেই নিমজ্জিত রাখিলাম। প্রবৃত্তি হয় ত, কৃপা করিয়া একটুকু স্বাধীনতা 'দান' করিলাম। প্রবৃত্তি না হইল, লৌহনিগড়েই বদ্ধ রাখিলাম। আজ অভিলাষ জন্মিল, অশেষভূষণে বিভূষিত করিয়া, গন্ধদ্রব্যে প্রমোদিত করিয়া ক্রীড়ার সামগ্রীর ন্যায় মস্তকেই উত্তোলন করিলাম। কল্য বিরক্তি হইল, মার্জ্জার কুক্কুর হইতেও অধম অবস্থায় পরিণত করিয়া পদাঘাতে দূর করিলাম।

এই আসুরিক নিষ্ঠুরতা কি প্রকৃতির প্রেমময় কুসুমকাননে শোভা পাইতে পারে? এই জগৎ কি আমাদিগের, না পূর্ণন্যায় পরমেশ্বরের? মনুষ্য কে যে, সে নারীজাতিকে তাহাদিগের স্বত্বাস্পদীভূত স্বাভাবিক অধিকারে বঞ্চনা করে?

নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে কি রূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা প্রদান করা মনুষ্যসমাজের অবশ্যপ্রতিপালনীয় ধর্ম্ম, তাহা সমালোচিত হইয়াছে। নারীজাতির স্বাধীনতা লাভে অধিকার আছে কি না এবং নারীর স্বাধী-

নতা সমাজের কল্যাণকর, কি অকল্যাণকর, তাহারও আলোচনা হইয়াছে। আমরা উপসংহার সময়ে, অধিক আর কিছুই না বলিয়া, মানব-সমাজের নিকট নারী-জাতির পক্ষে, এই মাত্র ভিক্ষা চাই যে, ঈশ্বরের সন্তান, অনন্তের অধিকারী, এবং মহিমান্বিত মনুষ্যজাতির জীব বলিয়া, যে সম্মান ভোগ করিতে পৃথিবীর প্রত্যেক মনুষ্যই অধিকারী হয় ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে নারীজাতিরও প্রত্যেকেই যেন সেই সামাজিক সম্মান লাভ করে। জনক জননী যেন সন্তানগণের হৃদয়ে সমোচ্চ আসনে অধিরূঢ় থাকেন। স্নেহাস্পদ পুত্রে এবং স্নেহময়ী দুহিতায় যেন কিছুই প্রভেদ করা না হয়। ভ্রাতা এবং ভগিনী যেন সমান মর্য্যাদা উপভোগ করিয়া, সমান যত্নে লালিত এবং সমানরূপে শিক্ষিত হইয়া, পিতার স্নেহ বৈভবের সম্পূর্ণ সমান অধিকারী হয়। সহধর্ম্মিণী যেন পৃথিবীর কোথায়ও স্বামীর ক্রীতদাসী, কোথা-য়ও বিলাস বস্তুর ন্যায় ব্যবহৃত না হইয়া, সুখ দুঃখের চির-সঙ্গিনী, সম্পদ বিপদ মানাপমানের চির সহচরী এবং অনন্ত কালের হৃদয়সখীর ন্যায় যথার্থ সম্মান লাভ করে।

বলবান্ যদি প্রপীড়িত কিংবা অবমানিত হয়, তাহাতে আমাদিগের তাদৃশ দুঃখ ক্ষোভ উপস্থিত হয় না। কিন্তু অব-লাই যাহাদিগের নাম, যাহাদিগের সম্মান মর্য্যাদা, পরমেশ্বর সম্পূর্ণরূপেই আমাদিগের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়াছেন, যাহারা, সকল সময়ে এবং সকল বিষয়েই, দীননয়নে, আমাদিগের প্রতীক্ষা করে, আমাদিগের যৎসামান্য ক্লেশ যাতনাও যাহাদিগের মুখকান্তিকে মলিন এবং বক্ষঃস্থলকে নেত্র-

জলে ভাসমান করে, মাতা দুহিতা ভগিনী ভার্য্যা এই সকল সম্বন্ধেই যাহারা আমাদিগের জন্য প্রাণদানেও কাতর হয় না; যদি তাহারাও আমাদিগের নিকট সমুচিত সম্মান এবং সমুচিত মর্য্যাদা লাভে অধিকারী না হয়, তবে মনুষ্যের প্রকৃতিকেই ধিক্। যদি স্নেহের প্রত্যুত্তরে ভক্তিদান করা, ভক্তির প্রত্যুত্তরে স্নেহ দান করা, এবং প্রীতির প্রত্যুত্তরে প্রীতি দান করা, মনুষ্যের পরমসেব্য ধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়; যদি হৃদয়ের কোমলতাকে, সংসারের সকল প্রকারের ক্লেশ কণ্টক হইতে, সর্ব্বথাই রক্ষা করা জ্ঞানের অবশ্য কর্ত্তব্য স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হয়; তবে অবলার সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত, প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিতেও প্রস্তুত হওয়া, অবশ্যই যথার্থ পুরুষধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে। নারীর সম্মান, বস্তুতই সভ্যতার শিরোভূষণস্বরূপ। মনুষ্যজাতি যথার্থ সভ্যতা এবং যথার্থ উন্নতির দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, নারীর সম্মানও বস্তুতঃ ততই পরিবর্দ্ধিত হয়। যে জাতি যে সময়ে যে পরিমাণে হীনদশায় অবস্থান করে, সমাজের নারীভাগও সেই জাতিতে সেই সময়ে ঠিক সেই পরিমাণে অবহেলিত থাকে। সমুদয় মনুষ্য সমাজের ইতিবৃত্তই ইহার সাক্ষী। সভ্য অসভ্য সকল দেশের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাই ইহার প্রমাণ স্থল। নারীর সম্মাননা, ভদ্রতারও অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী, বীরহৃদয় পুরুষের হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাঁহাদিগের প্রকৃতিই ইহা উপদেশ করে। তাঁহাদিগের অন্তর নিহিত সমুদয় মহদ্ভাবই ইহার অনুমোদন করে। ওয়াসিংটন এবং গ্যারিবল্ডী সদৃশ মহাসত্ত্ব ব্যক্তিগণ স্বপ্নেও নারীর অবমাননা করিতে পারেন

না. যাঁহারা পুরুষকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, দৃষ্টিতে, বাক্যেতে কার্য্যেতে কিংবা আচরণে নারীর অবমাননা করিতে সাহসী হন, তাঁহারা বস্তুতই কাপুরুষ, এবং কাপুরুষ বলিয়াই তাঁহাদিগের উপেক্ষিত হওয়া উচিত।

নারীজাতি মানবসমাজে যথার্থ সম্মান লাভ করিতে পাইলে, সকল স্থলে এবং সকল বিষয়েই মনুষ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইলে, লোকালয়ের কত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, জনসমাজ কত উন্নতি লাভ করিবে, পৃথিবীর আচার ব্যবহার কতদূর মার্জ্জিত হইবে এবং পবিত্রতার সম্মান কত দূর পরিবর্দ্ধিত হইবে তাহা কল্পনা করিতেও হৃদয় উল্লাসে স্ফীত হইয়া উঠে। পুরুষজাতির প্রধান ব্যক্তিরা এইক্ষণ একাকীই সংসারের দুঃখ দুর্গতি এবং পাপের সহিত সংগ্রাম করেন, একাকীই অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করেন। কিন্তু ত্রিভুবনবিজয়ি কালস্রোতের অজেয় শক্তিতে, যখন পুরুষের বুদ্ধি এবং নারীর হৃদয়, পুরুষের অবিচলিত সাহস এবং নারীর সস্নেহ সহানুভূতি, পুরুষের ন্যায়ধর্ম্ম এবং নারীর নয়নবারি, সম্মিলিত হইয়া সমাজ শোধনে ব্যাপৃত হইবে; যখন জ্ঞান এবং প্রীতি, বিবেক এবং দয়া, পরস্পরের সহিত প্রণয়ের সূত্রে পরিণীত হইয়া, সংসারের শুভানুচিন্তনে নিমগ্ন হইবে, যখন পিতা দুহিতাকে কঠোর তত্ত্বশাস্ত্রে উপদেশ করিবেন, এবং মাতা পুত্রকে সস্নেহ বাক্যে ঈশ্বরের করুণা এবং পবিত্রতার মাধুর্য্য বিষয়ে শিক্ষা দিবেন; যখন ভ্রাতা এবং ভগিনী স্নেহের রজ্জুতে সুদৃঢ় বদ্ধ হইয়া, পরস্পর পরস্পরের হৃদয় মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য চেষ্টা করিবে, এবং পবিত্র প্রণয়-

বন্ধ দম্পতী, পরস্পর পরস্পরের সহিত হৃদয়ের বিনি
করিয়া, প্রীতির সুনির্ম্মল সলিলে দিবসযামিনী সন্তরণ করিবে
যখন দেশের বিদ্যালয়ে, ভজনালয়ে, ধর্ম্মাধিকরণে, ব্যবস্থা
মন্দিরে সর্ব্বত্রেই নরনারী সমান শোভা ধারণ করিবে, সম
সম্মান লাভ করিবে; অধিক দিন নয়, আজ বৎসর কতিপ
হইল, আমেরিকার একটী করুণার্দ্র হৃদয়া অঙ্গনা, তত্রত্য দা
প্রথারূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিরুদ্ধে করুণার নামে চীৎকার
করিয়া, সমুদয় ভুবনকে যে প্রকার চমকিত করিয়াছেন, নারী
অশ্রুধারা সংসারের পাপকলঙ্ক ধৌত করিতে পারে কি
ইহার যে প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, সকল স্থানের সহৃদয়া
অবলারাই যখন সংসারের দুঃখ দুর্গতির বিরুদ্ধে সেইরূপ
করুণকণ্ঠ উত্তোলন করিবে, অশ্রুজল বর্ষণ করিবে; পৃথিবী
বস্তুতঃ তখনই শান্তির সলিলে অবগাহন করিবে। ঈশ্বর করুন
মানবহৃদয়ের সেই চিরবাঞ্ছিত শুভদিন যেন অচিরেই জগতে
উপস্থিত হয়। প্রীতির বিজয়দুন্দুভি যেন পৃথিবী ভরিয়া
নিনাদিত হয়। পবিত্রতার হিল্লোল যেন সর্ব্বত্রই প্রবাহিত
হয়, এবং স্বর্গও যদি বিচূর্ণিত হইয়া যায়, ন্যায়ের রত্ন
সিংহাসন যেন তথাপি অবনীতলে বিরাজ করে।

সম্পূর্ণ।